বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-২০১৭

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

Bangabandhu's Contribution in Energy Sector

Five (5) Gas Fields Ownership Agreement Signing Ceremony held on 9 August 1975

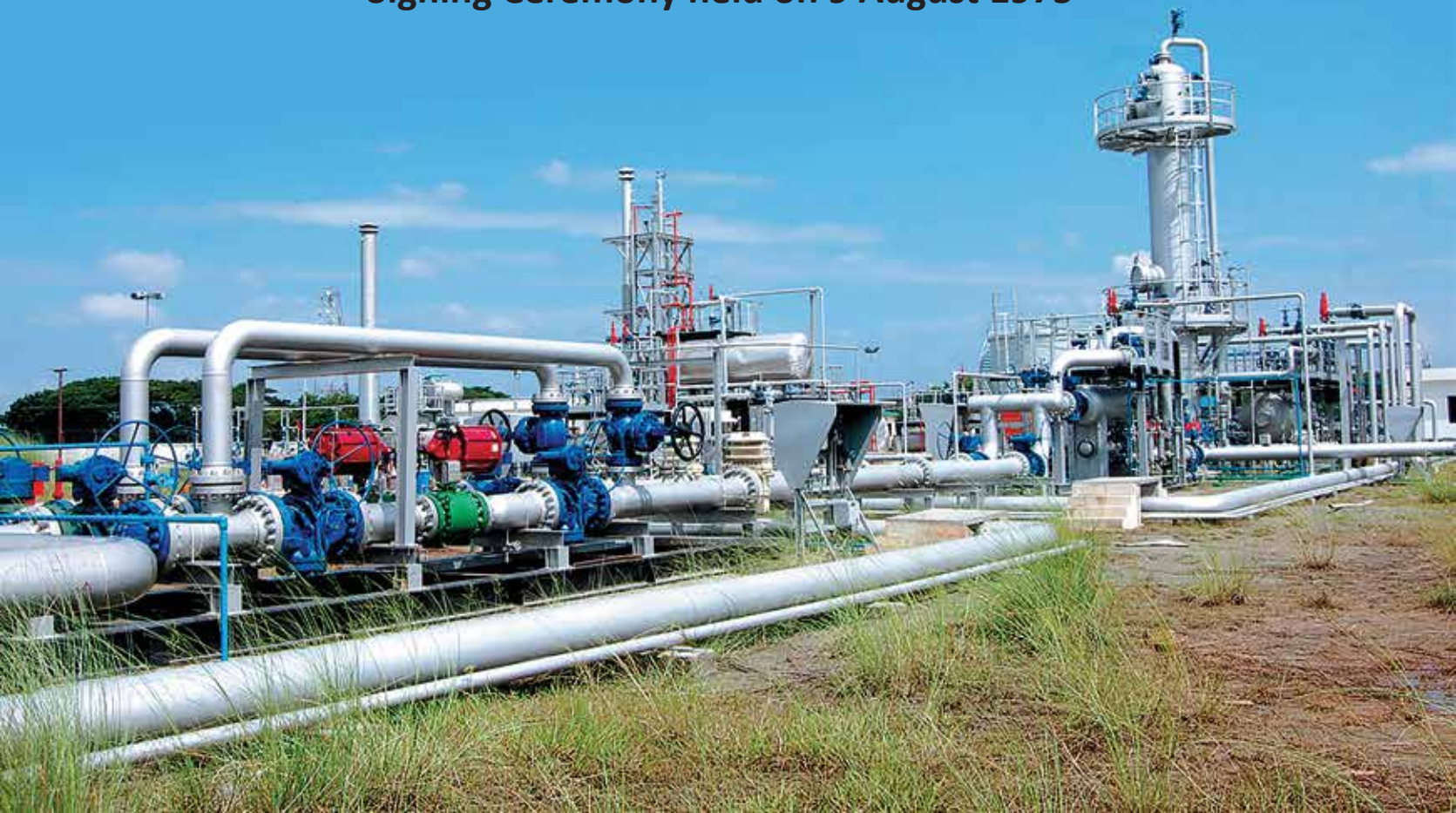

Our Vision

To ensure affordable primary energy for all.

Our Mission

To achieve energy security for the country through exploration, development, production, import, distribution and efficient management

নসরুল হামিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রম সম্বলিত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জ্বালানি দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তি। সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের প্রধানতম জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, সরকারের গৃহীত সময়োপযোগী জ্বালানি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে অর্থনীতির সকল খাতে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। দেশের গ্যাসের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বাপেক্স কর্তৃক ২০২১ সালের মধ্যে মোট ১০৫টি কূপ খনন (৫৩টি অনুসন্ধান কূপ, ৩৫টি উন্নয়ন কূপ এবং ২০টি ওয়ার্কওভার কূপ) করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ সকল কূপ হতে আনুমানিক দৈনিক ৯৪৩-১১০৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, ২০১২ সালের জুলাই মাসে গ্যাস সরবরাহ ছিল ২,২৩০ এমএমসিএফডি, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ২,৭৪০ এমএমসিএফডি-তে উন্নীত হয়েছে। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির বর্তমান দৈনিক গড় উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৪০০০ মেট্রিক টন। এছাড়া, গত ০৩ (তিন) বছরে দেশে মোট ৩৫.৭৩ লক্ষ মেঃ টন অপরিশোধিত এবং ১১৯.৪২ লক্ষ মেঃ টন পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করা হয়েছে। এ সময়ে মোট ২.০৫ লক্ষ মেঃ টন ন্যাফতা রপ্তানি করা হয়েছে।

দেশে গ্যাসের ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ ৫৭০ লাইন কিঃ মিঃ, দ্বিমাত্রিক জরিপ ১২,৮০০ লাইন কিঃ মিঃ এবং ত্রিমাত্রিক জরিপ ২৮৪০ বর্গ কিঃ মিঃ সম্পন্ন করা হবে। গ্যাসের অপচয় ও সিস্টেম লস রোধে, ব্যবস্থাপনা ও জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল আবাসিক গ্যাস গ্রাহককে প্রি-পেইড গ্যাস মিটার এর আওতায় আনা হবে। আগামী এপ্রিল/২০১৮ এর মধ্যে ৫০০ এমএমসিএফডি এবং ডিসেম্বর/২০১৮ এর মধ্যে আরও ৫০০ এমএমসিএফডি এলএনজি আমদানি করা হবে। এছাড়াও, আগামী ২০২২ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ১০০০ এমএমসিএফডি এলএনজি আমদানির মাধ্যমে দেশে গ্যাসের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। আমি আশা করি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এ প্রতিবেদন নানাবিধ গবেষণায় অবদান রাখবে।

আমি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগরে বার্ষিক প্রতিবেদনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নসরুল হামিদ)

নাজিমউদ্দিন চৌধুরী
সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আশা করি, প্রতিবেদনে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট গৃহীত কার্যক্রম ও সাফল্যের প্রতিফলন ঘটবে এবং দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র বিমোচনে জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। প্রাথমিক জ্বালানির অন্যতম উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা। বর্তমানে ব্যবহৃত জ্বালানির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা পূরণ করা হয়। এ কারণে প্রাকৃতিক গ্যাসকে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এলএনজি আমদানির উদ্যোগ এর মধ্যে অন্যতম। আশা করা যায়, ২০১৮ সালের মধ্যে এক হাজার মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি আমদানি করা সম্ভব হবে।

২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট স্থানীয় প্রাকৃতিক গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের পাশাপাশি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

বিদেশ থেকে আমদানিকৃত জ্বালানি তেল স্বল্প সময়ে কম খরচে খালাসের জন্য সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশে জ্বালানি তেল পরিশোধনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আর্থিক সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ইস্টার্ন রিফাইনারিতে ইউনিট-২ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কাঞ্চন ব্রিজ হতে হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর পর্যন্ত জেট ফুয়েল এবং চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত জ্বালানি তেল পরিবহনের জন্য পাইপলাইন স্থাপনের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।

দেশে ভূতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ৩৮৬১ বর্গ কি.মি. এলাকার ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়নের কাজ সমাপ্ত করেছে। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) অনুসন্ধান লাইসেন্স ও ইজারা গ্রহীতাদের নিকট হতে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ মোতাবেক সরকারি রাজস্ব হিসেবে রয়্যালটি, ভ্যাট, বার্ষিক ফি ইত্যাদি আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুযায়ী নীতিমালা, SDG's Action Plan, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে এ বিভাগকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

এছাড়া, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(নাজিমউদ্দিন চৌধুরী)

সূচি

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের গঠন ও কার্যবন্টন	০৭
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা, অধিদপ্তর ও কোম্পানিসমূহ	০৯
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০১০-২০১৭ মেয়াদে কার্যাবলি	১০
বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ এবং কার্যক্রম	১২
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ এবং কার্যক্রম	৮৪
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)-এর কার্যক্রম	১২১
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)-এর কার্যক্রম	১২৬
হাইড্রোকার্বন ইউনিট-এর কার্যক্রম	১২৮
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)-এর কার্যক্রম	১৩১
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম	১৩৭
বিস্ফোরক পরিদপ্তর-এর কার্যক্রম	১৩৯

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের গঠন ও কার্যবণ্টন

দেশে জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে খনিজ সম্পদের সুশৃঙ্খল উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অধিকতর দক্ষতার সাথে এ সংশ্লিষ্ট কার্য নিষ্পত্তির নিমিত্ত সরকার ১৯৯৮ সালে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়কে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নামে পুনর্গঠন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996 এর Schedule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) সংশোধনক্রমে নিম্নরূপভাবে নবগঠিত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কার্যবণ্টন করেনঃ

১. পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত সকল বিষয় ও নীতি;

২. পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ছাড়া অন্যান্য সকল খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত নীতি;

৩. পেট্রোলিয়াম, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত সাধারণ নীতি (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণমূলক);

৪. ১৯৭৪ সালের পেট্রোলিয়াম অর্ডিন্যান্স (১৯৭৪ এর ১৬ নং আইন) এবং বাংলাদেশ অয়েল, গ্যাস এন্ড মিনারেল অর্ডিন্যান্সে (১৯৮৬ সালের ১১ নং আইন) বর্ণিত বিষয়াদি-যেখানে সরকারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে;

৫. বাংলাদেশ মিনারেল এক্সপ্লোরেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অর্ডার ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের আদেশ নং-১২০) [বর্তমানে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশনে (পেট্রোবাংলা) একীভূত] এ উল্লিখিত বিষয়াদি-যেখানে সরকারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে;

৬. ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংক্রান্ত প্রশাসন, পরিকল্পনা, কর্মসূচি প্রণয়ন ও নীতি;

৭. বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল বিষয়;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের পক্ষ থেকে চেক প্রদান

৮. নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে অন্য যে কোন বিষয়ঃ

ক. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

খ. বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)

গ. বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)

ঘ. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)

ঙ. হাইড্রোকার্বন ইউনিট

চ. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)

ছ. খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

জ. বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৯. এ বিভাগে ন্যস্ত বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট সকল আইন;

১০. এ বিভাগ ও অধীনস্থ সকল সংযুক্ত দপ্তর/কর্পোরেশন/অফিসের বাজেট এবং সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ;

১১. এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল পরিসংখ্যান ও অনুসন্ধান;

১২. আদালতের আদায়যোগ্য অর্থ ব্যতীত এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের ফি;

১৩. আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং চুক্তি সংক্রান্ত সকল বিষয়।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/অধিদপ্তর/কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলি

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, অধিদপ্তর ও কোম্পানিসমূহ

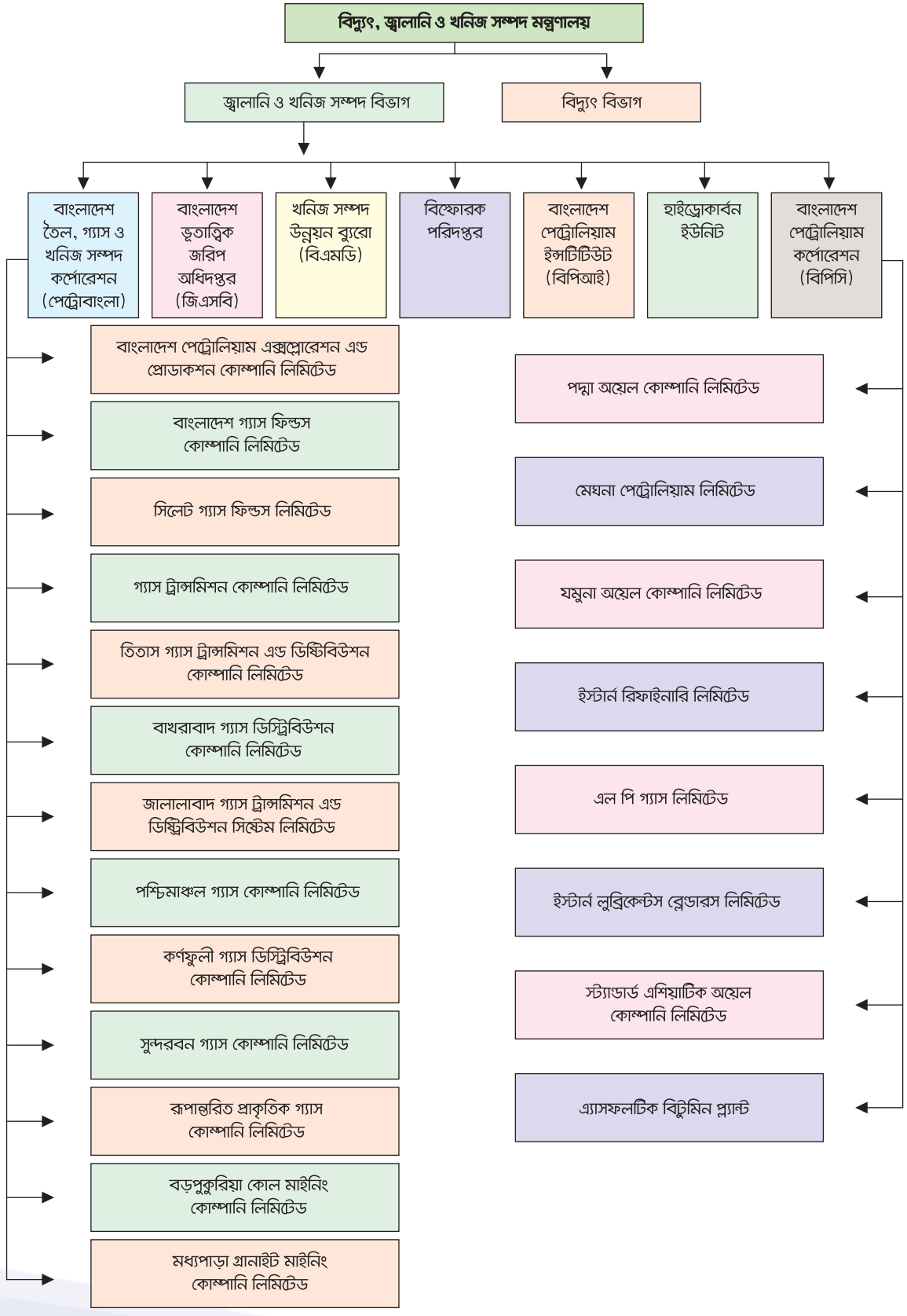

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০১০-২০১৭ মেয়াদে কার্যাবলিঃ

আইন ও বিধি প্রণয়নঃ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০:

কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও গৃহস্থালী কাজের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি, সঞ্চালন, পরিবহন ও বিপণনের নিমিত্ত দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধার্থে বিদেশ হতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি আমদানি করার পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নে জ্বালানি সম্পর্কিত খনিজ পদার্থের দ্রুত আহরণ ও ব্যবহারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য "বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০" প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ প্রণয়ন ঃ

২০১১'সালে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০' জারি করা হয়।

খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়ন ঃ

খনিজ ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ এর ৪ ধারার ক্ষমতাবলে 'খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২' প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে খনি ও কোয়ারী ইজারা এবং অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২ প্রণয়ন ঃ

গ্যাস সেক্টরের উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করেছে। এ তহবিল গঠনের মূল লক্ষ্য হলো গ্যাস সেক্টরে বিদেশী বিনিয়োগ কমিয়ে নিজস্ব তহবিল দ্বারা পর্যায়ক্রমে বিনিয়োগ নিশ্চিত করা। ০১ আগস্ট, ২০০৯ তারিখ হতে এ তহবিলে অর্থ আহরণ শুরু করা হয়। ইতোমধ্যে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেটে এ তহবিলের অনুকূলে ৭৮.০০ কোটি টাকা, ২০১০-২০১১ অর্থ-বছরে ৪৮.২১ কোটি টাকা এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৬৬৩.৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ তহবিলের অর্থ বিশেষ করে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উত্তোলন এবং সঞ্চালন/বিতরণের জন্য সংযোগ পাইপলাইন নির্মাণে ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হবে। এ প্রেক্ষিতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল পরিচালনার লক্ষ্যে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২' প্রণয়ন করা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের উদ্যোগে Bangladesh Infrastucture Finance Fund (BIFF) নামে একটি তহবিল গঠিত হয়েছে। গ্যাস সেক্টরের উন্নয়ন কাজে প্রয়োজনে এই তহবিল ব্যবহার করারও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী, ২০১৪ প্রণয়নঃ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে বাণিজ্যিক, শিল্প, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি ও চা-বাগান গ্রাহকের জন্য গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, গৃহস্থালী গ্রাহকের জন্য গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন,২০১৬ প্রণয়ন ঃ

সামরিক শাসনামলে জারিকৃত Bangladesh Petroleum Corporation Ordinance, ১৯৭৬ রহিত করে ২০১৬ সালে বাংলায় 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করে জারি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৬ প্রণয়নঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট আইন, ২০০৪ সালে প্রণীত হলেও কর্মচারীদের জন্য চাকরি সংক্রান্ত কোন প্রবিধানমালা ছিল না। ২০১৬ সালে 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৬' জারি করা হয়।

পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ প্রণয়নঃ

Petroleum Act, 1934 রহিত করে ২০১৬ সালে 'পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬' প্রণয়ন করে জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১৬ প্রণয়নঃ ২০১৬ সালে 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১৬' জারি করা হয়।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬ প্রণয়ন ঃ

২০১৬ সালে 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬' জারি করা হয়।

উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অর্জন ঃ

সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গ্যাস এবং কয়লার অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদনে এবং তরল জ্বালানি আমদানি, পরিশোধন, মজুদ ও বিপণনে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তেল/গ্যাসের রিজার্ভ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৭ বছরে ৪৫০০ লাইন কি:মি: ২ডি সাইসমিক সার্ভে, ৪৫০০ বর্গ কি:মি: ৩ডি সাইসমিক সার্ভে, ৯টি অনুসন্ধান কূপ খনন, ৪০টি উন্নয়ন/ওয়ার্কওভার কূপ খননের মাধ্যমে বর্তমানে গ্যাসের উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ২৭৫০ এমএমসিএফ এ দাঁড়িয়েছে। বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ সময়ে ৩টি রীগ ক্রয় করা হয়েছে। এ সময়ে তিনটি গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কার হয়েছে। দেশজ উৎপাদিত গ্যাস এবং আমদানিতব্য এলএনজি সঞ্চালনের জন্য ৮৪১ কি: মি: গ্যাস সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। গ্যাসের চাপ বৃদ্ধির জন্য ৬টি কম্প্রেসর স্থাপন করা হয়েছে। জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা এ সময়ে প্রায় ২.৫০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পেয়েছে।

এলএনজি আমদানিঃ

(১) কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের মাধ্যমে এলএনজি আমদানির জন্য Excelerate Energy, Singapore এর সাথে ১৮-০৭-২০১৬ তারিখে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে দৈনিক ৫০০ এমএমসিএফডি এলএনজি জাতীয় গ্রিডে যোগ করা সম্ভব হবে।

(২) কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে দ্বিতীয় ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের মাধ্যমে দৈনিক ৫০০ এমএমসিএফডি এলএনজি আমদানির জন্য ০৩-০১-২০১৭ তারিখে খসড়া চুক্তি অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৮ মাসের মধ্যেই টার্মিনাল স্থাপন করে ২০১৮ সালের মধ্যেই আরো ৫০০ এমএমসিএফডি এলএনজি জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে।

(৩) কাতার থেকে এলএনজি আমদানির জন্য কাতারের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান Ras Gas এর সাথে G to G ভিত্তিতে এলএনজি ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। বাৎসরিক ১.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি আমদানি করা হবে, তবে এর পরিমাণ বাৎসরিক ২.৫ মিলিয়ন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।

(৪) স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি ক্রয়ের জন্য EOI আহবান করে ৪৩টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালনঃ

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তরকালে জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে যে সকল দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তন্মধ্যে জাতীয় জ্বালানির নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ ছিল অন্যতম। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নির্দেশনামতে ১৯৭৫ সালের ০৯ আগস্ট তৎকালীন বিদেশী তেল কোম্পানি "শেল পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিমিটেড" এর মালিকানাধীন দেশের ৫টি বৃহৎ গ্যাস ফিল্ড যথাঃ- তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ, বাংলাদেশ সরকার মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং বা ১৭.৮৬ কোটি টাকায় ক্রয় করে। এ নাম মাত্র মূল্যে ক্রয়কৃত গ্যাস ক্ষেত্রে মজুদ গ্যাসের বর্তমান মূল্য প্রায় ১,৬৫,০০০ কোটি টাকা। বিষয়টি মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যবৃন্দকে অবহিতকরণের জন্য মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করা হলে প্রতিবছর ০৯ আগস্ট 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস' পালন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিবছর 'খ' শ্রেণিভুক্ত দিবস'র মর্যাদায় "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস" জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হচ্ছে।

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের
তথ্য/উপাত্ত সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদন।

সংস্থা/কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলি ও জনবল কাঠামো

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের পরিচিতি ও কার্যাবলি সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

পেট্রোবাংলার পরিচিতি ঃ

২৬ মার্চ, ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ এর মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস কর্পোরেশন (বিএমওজিসি) গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২০ এর মাধ্যমে দেশের খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কর্পোরেশন" (বিএমইডিসি) নামে অপর একটি সংস্থা গঠন করা হয়। বাংলাদেশ খনিজ, তৈল ও গ্যাস কর্পোরেশন (বিএমওজিসি)-কে বাংলাদেশ তৈল ও গ্যাস কর্পোরেশন (বিওজিসি) নামে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৭৪ সালের ২২ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫ এর মাধ্যমে বিওজিসি'কে 'পেট্রোবাংলা' নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ১৭ নং অধ্যাদেশ-এর মাধ্যমে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১'কে বাতিল করে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (ওজিডিসি) বিলুপ্ত করা হয় এবং উহার সম্পদ ও দায় পেট্রোবাংলা'র উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১৩ নভেম্বর জারিকৃত অধ্যাদেশ নং ৮৮ এর মাধ্যমে নবগঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি আমদানি, পরিশোধন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

১৯৮৫ সালে ১১ এপ্রিল জারিকৃত ২১ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিওজিসি ও বিএমইডিসিকে একীভূত করে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (বিওজিএমসি) গঠন করা হয়। অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশের আংশিক সংশোধনক্রমে ১৯৮৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি জারিকৃত ১১ নং আইন এর মাধ্যমে এই কর্পোরেশনকে "পেট্রোবাংলা" নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয় এবং তৈল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পানিসমূহের শেয়ার ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) দেশের অন্যতম জ্বালানি উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসহ দেশের খনিজ সম্পদ উন্নয়নের দায়িত্ব নিরলসভাবে ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে। পেট্রোবাংলা এর অধীন ১৩টি কোম্পানির মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উৎপাদন, পরিচালন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সব কার্যক্রমের মধ্যে গ্যাসের উপজাত কনডেনসেট/এনজিএল থেকে পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন, এলপিজি উৎপাদন ও সরবরাহ এবং বিকল্প জ্বালানির উৎস হিসেবে দেশে কয়লা আহরণ এবং নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে গ্রানাইট আহরণের কার্যক্রমে পেট্রোবাংলা নিয়োজিত। ১৩টি কোম্পানির মধ্যে ১২টি কোম্পানির ১০০% শেয়ার সরকারের পক্ষে পেট্রোবাংলা ধারণ করে। কেবলমাত্র গ্যাস বিপণন কার্যক্রমে নিয়োজিত তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানি লিমিটেড-এর ৭৫% শেয়ার পেট্রোবাংলা ধারণ করে।

পেট্রোবাংলার দায়িত্ব ও কার্যাবলি ঃ

- তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- সরকারের নীতি অনুযায়ী তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- সরকারের অনুমোদনক্রমে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের জন্য উৎপাদন বণ্টন চুক্তির (পিএসসি) অধীনে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী পিএসসি কার্যাদির তদারকি, মনিটর ও সমন্বয়;
- আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কাজের সমন্বয়, পরিকল্পনা ও তদারকি;
- দেশে উৎপাদিত গ্যাস, কনডেনসেট, জ্বালানি তেল এবং খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও বিপণন ব্যবস্থার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়;
- এ সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে খনি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা;
- সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত দায়িত্বাবলী সম্পাদন।

পেট্রোবাংলা-এর আওতাধীন ১৩টি কোম্পানি

PETROBANGLA

EXP. & PROD.	TRANSMISSION	DISTRIBUTION	CNG & LPG	MINING
BAPEX	GTCL	TGTDCL	RPGCL	BCMCL
BGFCL		BGDCL		MGMCL
SGFL		JGTDSL		
		PGCL		
		KGDCL		
		SGCL		

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

বাপেক্স গঠন (অনুসন্ধান কোম্পানি হিসেবে)	:	১ জুলাই ১৯৮৯
বাপেক্স পুনঃগঠন (অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি)	:	২৩ এপ্রিল, ২০০২
রেজিস্টার্ড অফিস	:	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, বাএ, ঢাকা-১২১৫
		ফোন: +৮৮০২-৫৫০১১৭৮৮, ফ্যাক্স: +৮৮০২-৫৫০১১৭৮৭
		ই-মেইল: secretary@bapex.com.bd
		ওয়েব সাইট: www.bapex.com.bd
মোট অনুসন্ধান কূপ	:	৭ টি (মোবারকপুর চলমান)
আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র	:	৬ টি
উৎপাদনক্ষম গ্যাসক্ষেত্র	:	৮ টি
মোট গ্যাস মজুদ	:	৩৬.৭২ বিসিএফ
দৈনিক গ্যাস উৎপাদন	:	১০৬ মিলিয়ন ঘনফুট
মোট ভূতাত্ত্বিক জরীপ	:	২৬২৬ লাইন-কিলোমিটার
মোট দ্বিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরীপ	:	৯৭২৩ লাইন-কিলোমিটার
মোট ত্রিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরীপ	:	৩৩২০ বর্গ কিলোমিটার
খনন রিগের সংখ্যা	:	৪ টি
ওয়ার্ক-ওভার রিগের সংখ্যা	:	১ টি
মাড ল্যাবরেটরি	:	৩ টি
মাডলগিং ইউনিট	:	৩ টি
সিমেন্টিং ইউনিট	:	২ টি

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

ভূতাত্ত্বিক জরীপ ও মূল্যায়ন, ভূ-কম্পন জরীপ (দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ), কূপ খনন ওয়ার্কওভার, রিগ ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, স্থানান্তর, সংযোজন ও বিয়োজন, মাডলগিং ও মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, ওয়েল সিমেন্টিং, কূপ পরীক্ষণ, তৈল-গ্যাস ও শিলানমুনা বিশ্লেষণ, ভূতাত্ত্বিক/ভূ-পদার্থিক/খনন/তেল-গ্যাস উপাত্ত সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, তৈল-গ্যাস মজুদ নির্ণয়, খনন ও খনন সংক্রান্ত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, গ্যাস উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণ; এ ছাড়াও দেশী-বিদেশী তেল-গ্যাস উৎপাদন কোম্পানিকে ভূতাত্ত্বিক সেবা, ল্যাবরেটরি সার্ভিস, ভূ-কম্পন জরীপ, কূপ খনন স্থান চিহ্নিতকরণ, খনন ও ওয়ার্ক-ওভার এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিশেষায়িত সেবা।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) পেট্রোবাংলার একটি স্বনামধন্য প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন এবং গ্যাসের সাথে উৎপাদিত কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাত করে এমএস ও এইচএসডি উৎপাদনের মাধ্যমে এ কোম্পানি জ্বালানি খাতে বিশেষ অবদান রাখছে। বিজিএফসিএল ১৯৫৬ সালের ৩০ মে এদেশে প্রতিষ্ঠিত শেল অয়েল কোম্পানি (পিএসওসি) এর উত্তরসূরি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পিএসওসি-র আবিস্কৃত ৫টি গ্যাস ফিল্ড যথাঃ রশিদপুর, কৈলাসটিলা, তিতাস, হবিগঞ্জ এবং বাখরাবাদ মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড ষ্টার্লিং (১৭.৮৬ কোটি টাকা) মূল্যে ক্রয় করে ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৭৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পিএসওসি-র নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড' (বিজিএফসিএল) করা হয়। উক্ত ৫টি ফিল্ডের মধ্যে তিতাস, হবিগঞ্জ ও বাখরাবাদ এবং আরও ০৩টি গ্যাস ফিল্ড যথাঃ নরসিংদী, মেঘনা ও কামতা অর্থ্যাৎ সর্বমোট ০৬টি গ্যাস ফিল্ড বর্তমানে বিজিএফসিএল-এর পরিচালনাধীন রয়েছে। বিজিএফসিএল কোম্পানি এ্যাক্ট ১৯৯৪ (সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত এবং বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর অধীনস্থ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

বিজিএফসিএল দেশের মোট গ্যাস উৎপাদন দৈনিক প্রায় ২৭৪০ মিলিয়ন ঘনফুটের বিপরীতে দৈনিক প্রায় ৮৫৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করছে যা দেশের মোট উৎপাদনের ৩১% এবং রাষ্ট্রীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানিসমূহের ৭৮%। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত কর্মপরিকল্পনার আওতায় বিজিএফসিএল বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে নতুন কূপ খনন, বিদ্যমান কূপসমূহের ওয়ার্কওভার, গ্যাস বুস্টার কম্প্রেসর স্থাপন, প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে সম্পাদন করে যাচ্ছে। পাশাপাশি কোম্পানি সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট, ডিএসএল, লভ্যাংশ ও উৎসে আয়কর বাবদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ জমা প্রদানের মাধ্যমেও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ২০১০-২০১১ এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে বিজিএফসিএল কে জাতীয় পর্যায়ে সেবা খাতে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন কর পরিশোধকারীর সম্মাননা প্রদান করেছে এবং বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত 'জাতীয় বিদ্যুৎ জ্বালানি সপ্তাহ-২০১৬' উপলক্ষে বিজিএফসিএল জ্বালানি খাতে সেরা সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

দেশে জ্বালানির অন্যতম প্রধান উৎস প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিষ্কার, উৎপাদন ও বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলার অধীনস্থ অন্যতম গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড(এসজিএফএল) ১৯১৩ সাল থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের অর্থনিতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৫৫ সালে সিলেট-এর হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান লাভ এবং ১৯৬০ সালে সিলেটের ছাতক গ্যাস ফিল্ড হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্য দিয়ে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর পূর্বসরী কোম্পানি কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতা পূর্বকালে পাকিস্তান পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (পিপিএল) নামে সিলেট ও ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র নিয়ে এ কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনাধীন ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (বিপিএল) নামে এবং ৮ই মে ১৯৮২ সালে পিপিএল/বিপিএল-এর সকল স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি ও দায়-দেনা নিয়ে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড নামে কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

বর্তমানে এসজিএফএল -এর অধীনে ৪টি গ্যাস উৎপাদন ক্ষেত্র যথাঃ হরিপুর, কৈলাশটিলা, বিয়ানিবাজার ও রশিদপুর গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সাথে এসজিএফএল এর স্বাক্ষরিত ভেন্ডিং চুক্তির আওতায় হরিপুর ও ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র দুটি সকল সম্পত্তি ক্রয়সূত্রে কোম্পানির মালিকানায় আসে। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ছাতক গ্যাস ক্ষেত্রের একমাত্র গ্যাস কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদন ছিল। কারিগরি কারণে উক্ত গ্যাস ক্ষেত্রের উৎপাদন সাময়িক বন্ধ রাখা হয়। পরবর্তীতে সরকারের সিদ্ধান্তের কারণে ছাতক গ্যাস ক্ষেত্রটি বাপেক্স নাইকো এর সাথে সম্পাদিত যৌথ অংশীদারিত্ব চুক্তির অধীনে ন্যস্ত করা হয়। বর্তমানে এসজিএফএল-এর কার্যপরিসীমায় থাকা ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে হরিপুর, কৈলাশটিলা ও বিয়ানিবাজার গ্যাস ক্ষেত্রের উৎপাদিত গ্যাসের সাথে উল্লেখযোগ্য হারে সহজাত কনডেনসেট উৎপাদিত হয় যা নিজস্ব

প্রক্রিয়াজাত প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিভাজন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদিত হয়। রশিদপুরে স্থাপিত দৈনিক ৩৭৫০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্রে উৎপাদিত কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদনের মাধ্যমে জ্বালানি আমদানিতে দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে এসজিএফএল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কৈলাশটিলায় স্থাপিত দেশের একমাত্র মলিকুলার সীভ টার্বো এক্সপান্ডার প্ল্যান্টের মাধ্যমে আরোহিত এনজিএল এলপিজি উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জ্বালানির জন্য এলপিজি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

- এসজিএফএল-এর অধীনে বর্তমানে ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ১২টি কূপ হতে দৈনিক গড়ে প্রায় ১৪০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জালালাবাদ, বাখরাবাদ এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর অধীভুক্ত এলাকায় সরবরাহ করা হয়।
- কোম্পানির উৎপাদিত গ্যাসের সাথে সহজাত হিসেবে কনডেনসেট উৎপাদিত হয়। উক্ত কনডেনসেট কোম্পানির নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন পান্টের মাধ্যমে বিভাজন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কোরোসিন উৎপাদন করে বিপিসির অধীনস্থ পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা ওয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়।
- কৈলাশটিলায় স্থাপিত গ্যাসের একমাত্র মলিকুলার সীভ টার্বো এক্সপান্ডার প্ল্যান্টের মাধ্যমে এনজিএল আহরন করা হয়, যা পেট্রোবাংলার অধীনস্থ রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড-এর নিকট সরবরাহ করা হয়।
- শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্রের উৎপাদিত গ্যাস সহজাত কনডেনসেট-এর একাংশ রশিদপুরে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে স্থাপিত দৈনিক ৩৭৫০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করে বিপিসির মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়।
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রেডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) এর ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ডের গ্যাস সহজাত কনডেনসেট এবং শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিবিয়ানা ও জালালাবাদ ফিল্ডের উদ্বৃত্ত কনডেনসেট এসজিএফএল-এর মাধ্যমে দেশে বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত ১০টি ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের নিকট চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস নদীর তীরে বিরাট গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর জন্মলাভ করে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪" ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মানের পর ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে কোম্পানি বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জনাব শওকত ওসমান সাহেব-এর বাসায় প্রথম আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। একটি প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাস তার সেবার মাধ্যমে জনগনের আস্থাভাজন হবার গৌরব অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে এ গৌরবময় সাফল্য অর্জন।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো সুদৃঢ় করতে তিতাস গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এমনকি প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের অগ্রদূত হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে তিতাস গ্যাসের অবদান এর অনির্বাণ শিখার মতই দীপ্তমান। ২০১৪ সালের ১৯ নভেম্বর তিতাস গ্যাসের ৫০ বছর পূর্তি হবে। কালের যাত্রা পথে দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে তিতাস গ্যাস তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। জ্বালানির বিকল্প উৎস হিসেবে গ্রাহকের দোরগোড়ায় গ্যাস সরবরাহ করে এর সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও প্রগতির লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তিতাস গ্যাস ৫০ বছরের পথ পেরিয়ে আসছে, এগিয়ে যাবে সামনের দিকে।

কোম্পানি গঠনের শুরু থেকে ৯০% শেয়ারের মালিক ছিল তৎকালীন সরকার এবং ১০%-এর মালিক ছিল শেল অয়েল কোম্পানি। ১৯৭২ সালের Nationalization Order বলে সরকারি মালিকানাধীন উল্লিখিত পরিমাণ শেয়ারের মালিকানা স্বত্ব বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত

হয়। অবশিষ্ট ১০% শেয়ার ৯ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে শেল অয়েল কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী ১.০০ (এক লক্ষ) পাউন্ড-স্টার্লিং পরিশোধের বিনিময়ে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে সরকারি মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ কোম্পানি শুরুতে ১.৭৮ কোটি টাকা অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন সহযোগে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রোবাংলার আওতায় একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ কোটি ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি ঃ

কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তিতাস অধিভুক্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। এ উদ্দেশ্যে গ্যাস পরিবহন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাবলি এ কোম্পানির দায়িত্ব। তিতাস গ্যাস বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নরসিংদী, নেত্রকোনা, ও কিশোরগঞ্জ জেলায় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

(ক)	কোম্পানির নাম	ঃ	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড।
(খ)	কোম্পানি প্রতিষ্ঠার তারিখ	ঃ	০৭ জুন, ১৯৮০ খ্রিঃ।
(গ)	রেজিষ্টার্ড অফিস	ঃ	প্রধান কার্যালয় কমপ্লেক্স চাঁপাপুর, কুমিল্লা-৩৫০০।
(ঘ)	নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা	ঃ	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
(ঙ)	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
(চ)	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহ শুরু	ঃ	২০ মে, ১৯৮৪ ইং হতে শুরু করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ড কর্তৃক উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস জিটিসিএল ও টিজিটিডিসিএল-এর সঞ্চালন পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত গ্যাস অত্র কোম্পানির নিম্নোক্ত ফ্রাঞ্জাইজ এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক যথা বিদ্যুৎ, সার, কেপটিভ পাওয়ার, শিল্প, সিএনজি, বাণিজ্যিক ও আবাসিক গ্রাহকের নিকট বিতরণ করা ঃ

(ক) কুমিল্লা জেলা সদর, লাকসাম, মুরাদনগর, দেবীদ্বার, দাউদকান্দি, হোমনা, চান্দিনা, বরুড়া, বুড়িচং এবং চৌদ্দগ্রাম উপজেলা।

(খ) চাঁদপুর জেলা সদর, হাজীগঞ্জ, মতলব, কচুয়া, এবং শাহরাস্তী উপজেলা।

(গ) ফেণী জেলা সদর, দাগণভূঞা, ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, সোনাগাজী এবং ফুলগাজী উপজেলা।

(ঘ) নোয়াখালী জেলা সদর, বসুরহাট, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ি এবং চাটখিল উপজেলা।

(ঙ) লক্ষীপুর জেলা সদর।

(চ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর, আশুগঞ্জ, কসবা এবং বাঞ্ছারামপুর।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের গ্যাস ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ বিভাগের ১১ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে জারিকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিগুলোকে সমন্বয় ও সুষমকরণপূর্বক (Rationalization) গ্যাস শিল্পের বিকাশ এবং এ শিল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কোম্পানির সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড-কে পুনর্বিন্যাস করে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) গঠন করা হয়। তদনুযায়ী কোম্পানি আইন-১৯৯৪ এর আওতায় ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখে চট্টগ্রামস্থ রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস-এ নিবন্ধিত করণের মাধ্যমে পেট্রোবাংলার অধীনে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) নামে স্বতন্ত্র একটি কোম্পানি আত্মপ্রকাশ করে। জুলাই, ২০১০ হতে কেজিডিসিএল এর রাজস্ব আদায় কার্যক্রম শুরু হয় এবং ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম.পি. কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ এর অধিভুক্ত এলাকায় অর্থাৎ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এ গ্যাস পাইপ লাইন বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করে উক্ত এলাকায় জনগণের মধ্যে গ্যাস সরবরাহ করে রাজস্ব আহরণ করা এবং আহরিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা। কেজিডিসিএল গ্রাহকগণের গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও সেবার মান উন্নয়নসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডেও অংশগ্রহণ করে থাকে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কোম্পানি দৈব দূর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্থ এবং বিপন্ন মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) এর অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ১৬.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৬৬.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। কেজিডিসিএল সিটিজেন চার্টারের আওতায় গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। কেজিডিসিএল কর্তৃক সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহক চাহিদার আলোকে গ্যাস সরবরাহ সচল রেখে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে ও দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি সিলেটে ১৯৫৫ সালে প্রথমে হরিপুরে এবং ১৯৫৯ সালে ছাতকে গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। ১৯৬০ সালে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে এবং ১৯৬১ সালে ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে এদেশে বাণিজ্যিকভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তীতে পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৭ সালে "হবিগঞ্জ টি ভ্যালী প্রকল্প" বাস্তবায়নের পর সিলেট শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে "সিলেট শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প" এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৭৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর মাজার শরীফে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে সিলেট শহরে গ্রাহকসেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরপর আরো কয়েকটি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের পর ১৯৮৬ সালের ১ ডিসেম্বর কোম্পানি আইনের আওতায় ১৫০ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড গঠন করা হয়।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এর আওতাভুক্ত সিলেট বিভাগে অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস সরবরাহ গ্রহণ পূর্বক পরিবহন ও বিতরণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং গ্যাস বিক্রি ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে গ্যাস পরিবহন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয় সিরাজগঞ্জ শহর থেকে ১৫ কিঃমিঃ উত্তরে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের পার্শ্বে কামারখন্দ উপজেলার নলকায় অবস্থিত। তুলনামূলকভাবে দেশের অনগ্রসর পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলার সহায়ক ভূমিকা পালন এবং এতদঅঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য নিয়েই ২৯ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে যাত্রা শুরু করে। এরপর থেকেই পিজিসিএল-এর কার্যক্রম দিনে দিনে বিস্তৃত হতে থাকে। ইতোমধ্যে অত্র কোম্পানির Franchise এলাকা অর্থাৎ বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, উল্লাপাড়া ও শাহজাদপুর এবং রায়গঞ্জ; পাবনা জেলার পাবনা সদর, বেড়া, সাঁথিয়া, ঈশ্বরদী (ঈশ্বরদী ইপিজেডসহ); বগুড়া জেলা এবং রাজশাহী মহানগর এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিল্প প্রতিষ্ঠান, সিএনজি স্টেশন, আবাসিক গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয় সিরাজগঞ্জ শহর থেকে ১৫ কিঃমিঃ উত্তরে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের পার্শ্বে কামারখন্দ উপজেলার নলকায় অবস্থিত। প্রধান কার্যালয়ের আওতায় সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, বাঘাবাড়ী, ঈশ্বরদী ও রাজশাহীতে একটি করে আঞ্চলিক কার্যালয় আছে। বর্ণিত আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল) গত ২৩ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখে খুলনাস্থ Registrar of Joint Stock Companies and Firms-এ নামে নিবন্ধিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পেট্রোবাংলার অধীন একটি সরকারি মালিকানাধীন স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন (Authorized Capital) নির্ধারণ করা হয় ৩০০ কোটি টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা হিসেবে ৭ (সাত) জন শেয়ারহোল্ডারের মোট শেয়ার ৭০০ (সাতশত) টাকা যা কোম্পানির বর্তমান পরিশোধিত মুলধন। কোম্পানির Memorandum and Articles of Association-এ Subscriber হিসেবে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ এবং সচিবসহ ৭ (সাত) জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছেন এবং প্রতিজনের নামে ১ টি করে শেয়ার বরাদ্দ রয়েছে। Memorandum and Articles of Association-এর ১০৭ ধারা অনুযায়ী এসজিসিএল-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) জন এবং অনধিক ০৯ (নয়) জন পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

বর্তমানে কোম্পানির অধিকারভুক্ত এলাকা যথাক্রমে খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা। অধিভুক্ত এলাকায় বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ, গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সংযোগ পরবর্তী সেবা প্রদানের দায়িত্ব এ কোম্পানির। বর্তমানে ভোলা এলাকাতে ৩০৭৬ টি গৃহস্থালী, ১১ টি মিটারযুক্ত গৃহস্থালী, ৩টি বাণিজ্যিক, ১টি শিল্প, ১টি ক্যাপটিভ, ১টি ইট শিল্প ১টি ৩৫ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট ও ১টি ২২৫ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন সরকারি পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় সেবা অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়া, ভেড়ামারার ৩৬০ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন আইপিপি'তে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। খুলনাস্থ ২২৫, ৩০০ এবং ৮০০ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

পরিবেশবান্ধব, বায়ুদুষণরোধ ও জ্বালানি আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুমাত্রিক ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ০১ জানুয়ারি, ১৯৮৭ সালে এ প্রতিষ্ঠান 'কমপ্রেসড্ ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানির কর্মপরিধি বৃদ্ধির ফলে ০৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ ইং সালে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে 'রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড' (আরপিজিসিএল) নামকরণ করা হয়। একনজরে আরপিজিসিএল এর পরিচিতি নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

কোম্পানির নাম	ঃ	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশনের তারিখ	ঃ	০১ জানুয়ারি, ১৯৮৭ খ্রিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা	ঃ	আরপিজিসিএল ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, প্লট # ২৭, নিকুঞ্জ # ০২, খিলক্ষেত, ঢাকা - ১২২৯।
নিয়ন্ত্রণকারী করপোরেশন	ঃ	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
প্রশাসনিক দপ্তর	ঃ	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)।
কোম্পানির ধরণ	ঃ	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

- সিএনজি ব্যবহার সম্প্রসারণ কার্যক্রম, অনুমোদন ও তদারকি।
- এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন এবং বিপণন।
- আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং কার্যক্রম।
- সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন ব্যবস্থা বিনির্মাণ, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষম ব্যবহার ও সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় গ্যাস গ্রিড সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে জিটিসিএল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বিপণন কোম্পানিসমূহের বিভিন্ন Off-transmission point-এ নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সঞ্চালনের দায়িত্ব এ কোম্পানি অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

জিটিসিএল পরিচালিত পাইপলাইন ও স্থাপনাসমূহের নির্ধারিত ডেলিভারী পয়েন্ট দ্বারা ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে তিতাস, বাখরাবাদ, কর্ণফুলী, জালালাবাদ ও পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানিসমূহের অধিভুক্ত এলাকায় সর্বমোট ২১৮৩.১২ কোটি ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয় যা পূর্ববর্তী বছর হতে ০.৪৪% বেশী। অপরদিকে উল্লিখিত সময়ে উত্তর-দক্ষিণ কনডেনসেট পাইপলাইনের মাধ্যমে শেভরনের জালালাবাদ ও বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র হতে ৩২৭৩.১৫ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করা হয় যা পূর্ববর্তী বছর হতে ২৮৯.০৫% বেশী।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

১	কোম্পানির নাম	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড।
২	কোম্পানির উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি	কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ২৫০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র যা অদূর ভবিষ্যতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উন্নীত হবে, তাতে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৩	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৪	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৫	পাবলিক লিঃ কোং হিসাবে নিবন্ধিত	৪ আগস্ট, ১৯৯৮।
৬	কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রাজ-সি-১৬৪/৯৮।
৭	কোম্পানির কার্যারম্ভের তারিখ	৮ ডিসেম্বর ১৯৯৮।
৮	কোম্পানির প্রধান কার্যালয়	চৌহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
৯	লিয়াজোঁ অফিস	পেট্রোসেন্টার, ১৫ তলা, ৩ কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫।
১২	কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যা	০৭ (সাত) জন।
১৩	কোম্পানির মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ	৩৫০ কোটি টাকা।
১৪	কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ	১,৭৫,০০,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি ১০০.০০ টাকা মূল্যের ১,৭৫,০০০টি শেয়ার)
১৫	বাস্তবায়নকারী ঠিকাদার	চায়না ন্যাশনাল মেশিনারী ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএমসি)।
১৬	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের সমাপ্তি	জুন, ২০০৫।
১৭	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কয়লা উৎপাদন	সেপ্টেম্বর, ২০০৫।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ২৫০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যা অদূর ভবিষ্যতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উন্নীত হবে, তাতে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানরি পরিচিতি ঃ

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর অধীনস্থ একটি কোম্পানি।১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়া এলাকায় ভূগর্ভের ১৩৮ মিটার গভীরতায় কঠিন শিলা আবিস্কৃত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে কঠিন শিলা খনি হতে শিলা উৎপাদনের লক্ষ্যে উত্তর কোরিয় ঠিকাদার মেসার্স কোরিয়া সাউথ সাউথ কো-অপারেশন কর্পোরেশন (নামনাম) এবং পেট্রোবাংলার এর মধ্যে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট-এর আওতায় ১৫৮.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি টার্ণ-কী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক দৈনিক ৫৫০০ মেট্রিক টন হারে বছরে ১৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। চুক্তির ধারাবাহিকতায় কোম্পানি কর্তৃক ২৫-০৫-২০০৭ তারিখে Conditional Acceptance Certificate জারির মাধ্যমে খনিটি Take-over করে কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিছু সংখ্যক কোরিয়ান খনি বিশেষজ্ঞের সহায়তায় খনিটির কার্যক্রম দৈনিক এক শিফটে পরিচালনা করা হয়েছিল। বর্তমানে মেসার্স জার্মানিয়া-ট্রেস্ট কনর্সোটিয়াম-এর সাথে গত ০২-০৯-২০১৩ তারিখে ৬(ছয়) বছর মেয়াদী Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services of Maddhapara Hardrock Mine শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং চুক্তি মোতাবেক খনিটি পরিচালিত হচ্ছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

মধ্যপাড়া খনি বাংলাদেশের একমাত্র ভূ-গর্ভস্থ শিলা খনি। এ খনি হতে উৎপাদিত শিলা দ্বারা দেশের চাহিদা মেটানো হয়। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

জনবল কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য ঃ

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত সংখ্যা		সর্বমোট
			কর্মকর্তা	কর্মচারী	
১।	পেট্রোবাংলা	৬৫২	১৫১	২৪৫	৩৯৬
২।	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিঃ (বাপেক্স)	১৫৭৩	৪১১	৩৩৫	৭৪৬
৩।	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ	১৩৯০	৩২৫	৫০৩	৮২৮
৪।	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ	৯৪০	২৬৪	৩০৫	৫৬৯
৫।	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	৩৭১৯	৯৯২	১২৭৩	২২৬৫
৬।	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ	৯২০	৩০০	২২৯	৫২৯
৭।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	১১০৬	২৪৩	৩২৫	৫৬৮
৮।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	৮৯৩	৩০৯	৭০৫	১০১৪
৯।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৩০৭	১২৯	১৭	১৪৬
১০।	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৫২২	৩৪	-	৩৪
১১।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ	৯০৭	৩৯৮	১৩৮	৫৩৬
১২।	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিঃ	৪২৯	১১২	৩২	১৪৪
১৩।	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ	৭৬৬	৮৭	৫৭	১৪৪
১৪।	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৪৪৭	১১৮	৫৮	১৭৬
	সর্বমোট =	১৪৫৭১	৩৮৭৩	৪২২২	৮০৯৫

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) ঃ

ক) গত ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে গ্যাস, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, কয়লা ও কঠিন শিলা উৎপাদনের চিত্র ঃ

গ্যাস ঃ বিসিএফ, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য ঃ হাজার লিটার এবং কয়লা ও কঠিন শিলা ঃ মেট্রিক টন।

গ্যাস	৯৭২.৭৬০
কনডেনসেট	৬৯০৭৯৪.৩৭৯
মোটর স্পিরিট	১২৫৪৭৮.৭৪২
এইচএসডি	৫৩০৭১.৫৮৪
কেরোসিন	১২৫১১.৯৩৪
কয়লা	১১,৬৮,১৬৯.৮৬
কঠিন শিলা	১.৩৪

খ) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে (আরএডিপিভুক্ত, নিজেস্ব তহবিল এবং জিডিএফ) প্রকল্পসমূহের বরাদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে জুন, ২০১৭ মাসে অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ ঃ

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	কর্মসূচী	২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের আরএডিপিভুক্ত, নিজেস্বতহবিল এবং জিডিএফ বরাদ্দ			জুন, ২০১৭ পর্যন্তআর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দর বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার)		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
০১	আরএডিপিভুক্ত কর্মসূচী (১৪টি প্রকল্প)	১০৪৯৫৫	৩৭১৬৯	৬৭৭৮৬	১০৮২০১.৩৮ (১০৩.০৯%)	৩৬২৩১.৫৭ (৯৭.৪৮%)	৭১৯৬৯.৮১ (১০৬.১৭%)
০২	পেট্রোবাংলার নিজেস্ব কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প (১১ টি প্রকল্প)	২৫০২০	১২৮৮৪	-	২১২৮১.৬৪ (৮৫.০৬%)	৯৮৫১.৬৬ (৭৬.৪৬%)	-
০৩	জিডিসিএফ ভুক্ত কর্মসূচি (১৮টি প্রকল্প)	৯৬৬৪৮	২৭৬৮৩	-	৯৩৫৬২.৭৭ (৯৬.৮১%)	২৬০৫৫.৯৬ (৯৪.১২%)	-
সর্বমোট ৪৩ টি প্রকল্প		২২৬৬২৩	৭৭৭৩৬	৬৭৭৮৬	২২৩০৪৫.৭৯ (২৮৪.৯৬%)	৭২১৩৯.১৯ (২৬৮.০৬%)	৭১৯৬৯.৮১ (১০৬.১৭%)

গ) পিএসসি কার্যক্রম ঃ

মডেল পিএসসি-২০১৬ প্রণয়ন ঃ

প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে অর্জিত নতুন সমুদ্রসীমার ভিত্তিতে নুতনভাবে ব্লক ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের অফশোর এলাকায় নতুন বিডিং রাউন্ড আহ্বানের লক্ষ্যে বিদ্যমান Revised Model PSC ২০১২ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জনপূর্বক আধুনিকায়ন করে একটি খসড়া অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৬ প্রস্তুত করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের পাওয়ার সেলের মাধ্যমে Rural Electrification and Renewable Energy Development (RE-RED-II) প্রকল্পের আওতায় অফশোর মডেল পিএসসি-২০১৬ এর আরো আধুনিকায়ন ও যুগপোযোগী করার জন্য Resource Development Ltd. (RDL) কে নিয়োগ করা হয়েছে।

পিএসসি ব্লক এসএস-১৬-এ অনুসন্ধান কূপ খনন ঃ

পিএসসি ব্লক নম্বর এসএস-১৬-এর অধীন ম্যাগনামা স্ট্রাকচারে ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৭ মাসে সান্টোস সাঙ্গু ফিল্ড লি. কর্তৃক একটি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়। তবে উক্ত কূপে গ্যাসের বাণিজ্যিক মজুদ আবিষ্কৃত হয়নি ।

পিএসসি ব্লক এসএস-০৪ এবং এসএস ০৯ এ দ্বি-মাত্রিক সাইসমিক জরিপ ঃ

অগভীর সমুদ্র ব্লক এসএস-০৪ এবং এসএস-০৯ এ ওএনজিসি ভিদেশ লি. কর্তৃক ২০৫৬ লাইন কিলোমিটার 2D OBC সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে। স্বাক্ষরিত পিএসসি মোতাবেক ২০১৯ সালের প্রথম কোয়ার্টারের মধ্যে ব্লক SS-04 -এ ১টি এবং SS-09-এ ২টি সহ মোট ৩টি অনুসন্ধান কূপ খননের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে অনুযায়ী ওএনজিসি ভিদেশ লি. ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ব্লক এসএস-০৪-এ ১টি অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য কূপের অবস্থান চূড়ান্ত করেছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ব্লক এসএস-১১-এ ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরিপ এবং অনুসন্ধান কূপ খনন ঃ

অগভীর সমুদ্র ব্লক এসএস-১১ এ দ্বিমাত্রিক সাইসমিক জরিপের ইন্টারপ্রিটেশনের কাজ শেষ হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলে ৮/১০ টি প্রসপেক্ট চিহ্নিত করা হয়েছে।

"বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০" এর আওতায় গভীর সমুদ্র ব্লক ডিএস-১২, ১৬ ও ২১ হতে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন ঃ

"বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন-২০১০" এর আওতায় গভীর সমুদ্র ব্লক ডিএস-১২-এ তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য POSCO Daewoo Corporation এর সাথে ১৪.০৩.২০১৭ তারিখ উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (পিএসসি) স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত ব্লকে ইতোমধ্যে ৩৫৬০ লাইন-কিলোমিটার 2D সাইসমিক সার্ভে ডাটা এ্যাকুইজিশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ডাটা প্রসেসিং এর কাজ চলমান রয়েছে।

ওশনোগ্রাফিক সার্ভে ভেসল ক্রয় ঃ

"বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন-২০১০" এর আওতায় ওশনোগ্রাফিক সার্ভে ভেসেল ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। গত ০৫.০৪.২০১৭ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এসডিজি'র মুখ্য সমন্বয়কের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জাহাজের

স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী জাহাজ বুঝে নেয়ার জন্য পৃথক ২ জন কনসাল্ট্যান্ট নিয়োগের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ সংক্রান্তে মাল্টি অফশোর সার্ভে ও গবেষণা জাহাজ ক্রয় এবং এর যে কোন প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিটি তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।

ব্লক # ৯-এ উন্নয়ন কূপ খনন ঃ

৬ নং কূপ খনন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে উক্ত কূপ হতে দৈনিক ১০ এম এম সি এফ হারে গ্যাস উত্তোলন হচ্ছে।

POSCO Daewoo Corporation এর সাথে ১৪.০৩.২০১৭ তারিখ উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (পিএসসি) স্বাক্ষর।

POSCO Daewoo Corporation এর সাথে ১৪.০৩.২০১৭ তারিখ উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (পিএসসি) স্বাক্ষর।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

১৯৮৯ সালে পেট্রোবাংলার অনুসন্ধান পরিদপ্তর বিলুপ্তির মাধ্যমে গঠন করা হয় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি (বাপেক্স)। এর মূল কার্যক্রম ছিল দেশের অভ্যন্তরে তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক জরীপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওজিডিসি(বাংলাদেশ) ও তৈল সন্ধানি এর অধীনে কার্যক্রম পরিচালনার পর ১৯৭৪ সালে বিওজিএমসি(পেট্রোবাংলা) এর অনুসন্ধান পরিদপ্তরের অধীনে দীর্ঘ ১৫ বছর কার্যক্রম পরিচালনার পর ১৯৮৯ সালে কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাপেক্স। উদ্দেশ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাপেক্স তার পূর্বসূরি পেট্রোবাংলার প্রেষণে নিযুক্ত জনবল, যন্ত্রপাতি নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বিগত ২০০০ সালে সরকার বাপেক্স-এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে অনুসন্ধান কার্যক্রমের পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রমও পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে। বর্তমানে বাপেক্স দেশের অভ্যন্তরে স্থলভাগে তেল, গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সকল মূল কার্যক্রম পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ/সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে বাপেক্স তেল, গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়নের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক জরীপসহ উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিন পর্যালোচনা, পূর্ত উন্নয়ন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রসায়নিক বিশ্লেষণ, খনন , ওয়ার্কওভার এবং অন্যান্য আনুষাংগিক কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

বাপেক্স আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পিএসসি ব্লক-৯ এর অপারেটর ক্রিস এনার্জি'র অধীন বাঙ্গোরা-৬ ও ৭ দু'টি উন্নয়ন কূপ চুক্তিভিত্তিতে খননের কাজ লাভ করে। এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি মোতাবেক বাঙ্গুরা # ৭ কূপে সন্তোষজনকভাবে খনন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

বর্তমানে বাপেক্স সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত নির্ধারিত অংশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও খনন কার্যক্রমের পাশাপাশি সালদানদী, শাহবাজপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, সেমুতাং, বেগমগঞ্জ, শাহাজাদপুর-সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও রূপগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র থেকে দৈনিক প্রায় ১০৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করছে। শাহবাজপুর কূপ থেকে উৎপাদিত গ্যাস পিডিবি'র পাওয়ার প্ল্যান্টসহ অন্যান্য গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হচ্ছে।

শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্র

হাই প্রেসার ওয়েল্ডিং

টু-ডি সাইসমিক প্রজেক্টের আওতায় ২০১৬-২০১৭ মাঠ মৌসুমে সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, ফেনি, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি ও তৎসংলগ্ন এলাকা এবং ঢাকা জেলার সাভার, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ জেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ১৩৬০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।

পাশাপাশি ২০১৬-২০১৭ মাঠ মৌসুমে নরসিংদী গ্যাসক্ষেত্র-২০০ বর্গ কি.মি. এবং মোবারকপুর ভূগঠন-৩০০ বর্গ কি.মি মোট ৫০০ বর্গ কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাপেক্স ইতোমধ্যে আটটি অনুসন্ধান কূপ খনন করেছে-যার মধ্যে ছয়টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বাপেক্স সৃষ্টির পর হতে এ যাবত অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খননের পাশাপাশি ২৭টি কূপে সফলতার সাথে ওয়ার্কওভার কার্য সম্পাদন করেছে। বিগত ২৭ বছরের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা পেট্রোলিয়াম সেক্টরে বাপেক্স-এর কারিগরি সক্ষমতা আন্তর্জাতিক মানের পর্যায়ে-তা অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলমান খনন প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হলে তা দেশের জ্বালানি সংকট নিরসনে সহায়ক হবে।

বিগত ২৬ বছর ধরে বাপেক্স তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কাজ চালিয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাপেক্স সীমিত সম্পদ এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও স্বকীয় কর্মযজ্ঞ দ্বারা দেশের জ্বালানি সংকট নিরসনে প্রভুত অবদান রেখে চলেছে। বিশেষায়িত এ কর্মকান্ড পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নাগরিক সুবিধার বাইরে থেকে দিন-রাত পালাক্রমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমের প্রাথমিক পর্যায় থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত পরিচালিত কর্মকান্ডে অন্যান্য সকল কাজের চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকি বিদ্যমান। বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক, ক্ষতিকর রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় দ্রব্যাদি ব্যবহার, ভারী মালামাল স্থাপন-বিয়োজন, উচ্চ চাপযুক্ত গ্যাস/পানি, উচ্চ মাত্রার শব্দ দূষণ, দুর্ঘটনা ও ব্লোআউট জনিত অগ্নিকান্ডসহ যে কোন ধরণের দুর্ঘটনার ঝুঁকি সার্বক্ষণিক বিদ্যমান। এতসব প্রতিকূলতার মাঝেও বিপুল কর্মযজ্ঞ দ্বারা দেশের চলমান জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় বাপেক্স কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ প্রতিনিয়ত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে-যা বাপেক্স এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরটি সার্বিক কর্মকান্ডের আলোকে বাপেক্সের জন্য প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠে সফলতা অর্জনের প্রচেষ্টার বছর। প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে পৃথক পৃথক প্রকল্পের সম্ভাব্য মেয়াদসহ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাপেক্সের একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। বাপেক্সকে কারিগরি ও আর্থিক দিক থেকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সার্বিক সহযোগিতা আগামীতে বাপেক্স এর কার্যক্রমকে বেগবান করবে এবং বাপেক্সকে তার কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।

ভূ-তাত্ত্বিক কার্যক্রম ঃ

২০১৬-২০১৭ মাঠ মৌসুমে ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল মৌলভীবাজার জেলার বাতচিয়া ভূগঠনে সর্বমোট ১০৬ লাইন-কিমি জরিপ কাজ সম্পন্ন করেছে। এসময় জরিপ দল মোট ১৩টি ছড়া/সেকশনে কাজ করে ৪২ টি শিলা নমুনা সংগ্রহ করেছে। জরিপ দলের জরিপকৃত এবং সংগ্রহকৃত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বাতচিয়া ভূগঠনের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করতঃ সংগ্রহকৃত শিলা নমুনা পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণপূর্বক ফলাফলের উপর ভিত্তি করে একটি ভূতাত্ত্বিক রিপোর্ট চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান হয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে বাপেক্সের স্থায়ী জিএন্ডজি কমিটির অনুমোদনক্রমে সংগৃহীত থ্রি-ডি সাইসমিক উপাত্ত, বিদ্যমান কূপসমূহের ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে শাহবাজপুর ইস্ট অনুসন্ধান কূপ-১, কসবা অনুসন্ধান কূপ-১, ভোলা নর্থ অনুসন্ধান কূপ-১ এর প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র এবং সূনেত্র ভূগঠনে নতুন সংগৃহীত থ্রি-ডি সাইসমিক উপাত্ত ও বাপেক্সের বিদ্যমান ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে শ্রীকাইল নর্থ অনুসন্ধান কূপ-১ এর সংশোধিত কূপ প্রস্তাবনা ও সূনেত্র অনুসন্ধান কূপ-২ এর কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে। জিএন্ডজি কমিটির অনুমোদনক্রমে শ্রীকাইল ইস্ট অনুসন্ধান কূপ-১ ও সালদা নর্থ অনুসন্ধান কূপ-১ এর খসড়া কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়ন শেষে চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

ব্লক-৮ এলাকার উপর পেট্রোবাংলা, বাপেক্স, বিপিআই ও জাপানের মোইকো এর সমন্বয়ে গঠিত টেকনিক্যাল টিমের প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। জিএন্ডজি কমিটির অনুমোদনক্রমে উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে মাদারগঞ্জ অনুসন্ধান কূপ-১ এর খনন স্থান চূড়ান্ত করে মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। কূপ প্রস্তাবনাসমূহের আলোকে শাহবাজপুর ইস্ট অনুসন্ধান কূপ-১, কসবা অনুসন্ধান কূপ-১, ভোলা নর্থ অনুসন্ধান কূপ-১, শ্রীকাইল ইস্ট অনুসন্ধান কূপ-১ এবং সালদা নর্থ অনুসন্ধান কূপ-১ চূড়ান্তকৃত খনন স্থান মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাথারিয়া ভূগঠন, হারারগজ ভূগঠন ও শরীয়তপুর এলাকায় সংগৃহীত টু-ডি সাইসমিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ শেষে জিএন্ডজি কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। জিএন্ডজি কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও জকিগঞ্জ প্রসপেক্ট ও বাতচিয়া প্রসপেক্টে নতুন সংগৃহীত সাইসমিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে।

মোবারকপুর অনুসন্ধান কূপ-১, শাহবাজপুর-২ ওয়ার্কওভার, শাহবাজপুর-৪ ওয়ার্কওভার এবং শাহজাদপুর-সুন্দলপুর-২ উন্নয়ন/মূল্যায়ন কূপের লগিং কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মান নিয়ন্ত্রণ করে লগ ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। আহরিত ওয়্যারলাইন লগ ডাটা সফ্টওয়্যার এবং ম্যানুয়াল বিশ্লেষণপূর্বক সম্ভাবনাময় গ্যাসস্তর চিহ্নিত করে ডিএসটি পরিচালনা করার জন্য জোন সিলেকশন এবং পারফোরেশন করা হয়। এছাড়াও কূপ সমূহের আহরিত ডাটা বাপেক্সের ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে প্রেরণ অব্যাহত রয়েছে। এসজিএফএল এর আওতায় রশিদপুর-৯ এবং রশিদপুর-১২ কূপে ভূতাত্ত্বিক পরামর্শক সেবা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে বাপেক্সের শাহবাজপুর-২ এবং শাহবাজপুর-৪ কূপ হতে সফলভাবে গ্যাস উৎপাদন নিশ্চিত করে জাতীয় গ্রীডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শাহজাদপুর-সুন্দলপুর-২ উন্নয়ন/মূল্যায়ন কূপ হতে গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক কাজ চলমান রয়েছে।

শাহজাদপুর-সুন্দলপুর-২ উন্নয়ন/মূল্যায়ন কূপে এবং রশিদপুর-৯ কূপে প্রাপ্ত নতুন গ্যাসস্তর এর সম্ভাব্য গ্যাস মজুদ নির্ণয় করা হয়েছে। ভিশন-২০২১ এর অন্তর্ভুক্ত রূপকল্প-০১ এর অধীনে সালদা নর্থ অনুসন্ধান কূপ-১, রূপকল্প-০৩ এর অধীনে কসবা অনুসন্ধান কূপ-১ এবং রূপকল্প-০৫ এর অধীনে বেগমগঞ্জ-৩ ওয়ার্কওভার কূপে ওয়্যারলাইন লগিং সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে টেন্ডার প্রস্তুতকরণে প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত কাজের পাশাপাশি খননকৃত কূপে (শ্রীকাইল, শাহবাজপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ) নতুন গ্যাসস্তর প্রাপ্তি সাপেক্ষে রিজার্ভ রি-ইভ্যালুয়েশন এবং কোম্পানির আওতাধীন গ্যাসক্ষেত্র সমূহের রিজার্ভ মনিটরিং এর কাজ চলমান রয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ওএফআই-২ মাডলগিং ইউনিট ব্যবহার করে মোবারকপুর অনুসন্ধান কূপ-১ এবং শাহজাদপুর-সুন্দলপুর-২ উন্নয়ন/মূল্যায়ন কূপে মাডলগিং সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শাহবাজপুর ইস্ট অনুসন্ধান কূপ-১, ভোলা নর্থ অনুসন্ধান কূপ-১, বেগমগঞ্জ উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কূপ-৪-এর জিওলজিক্যাল টেকনিক্যাল অর্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার নির্দেশনাক্রমে দেশের আটটি জেলার বিভিন্ন স্থানে নয়টি গ্যাস নির্গমণ স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ গ্যাস নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

ভূপদার্থিক কার্যক্রম ঃ

সাইসমিক সার্ভে ঃ

তেল/গ্যাস অনুসন্ধান বিবেচনায় বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম স্বল্প অনুসন্ধানকৃত দেশের একটি। বাংলাদেশে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম মূলত দেশের পূর্বাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সীমাবদ্ধ। ইতঃপূর্বে সম্পাদিত বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক জরিপ এবং সম্প্রতি পরিচালিত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে ধারণা করা যায় যে, দেশের মধ্যাঞ্চল তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য একটি আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে-যা ভূতাত্ত্বিকভাবে বেঙ্গল ফোরডিপ ও হিঞ্জজোন নামে পরিচিত। ''টু-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অফ বাপেক্স'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাইসমিক জরিপ সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের স্বল্প অনুসন্ধানকৃত জরিপ অঞ্চলের পাশাপাশি তেল-গ্যাস মজুদের জন্য প্রমাণিত অঞ্চলসমূহে অবশিষ্ট ভূতাত্ত্বিক কাঠামো সমূহে সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করে সম্ভাব্য কূপ খননের স্থানসমূহ নির্ধারণ করা। প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-২০১৭ মাঠ মৌসুমে সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভিবাজার, সুনামগঞ্জ, ফেনী, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি ও তৎসংলগ্ন এলাকা এবং ঢাকা জেলার সাভার, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ জেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকা ১৩৬০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ মাঠ মৌসুমে নরসিংদী গ্যাসক্ষেত্র-২০০ বর্গ কি.মি. এবং মোবারকপুর ভূগঠন-৩০০ বর্গ কি.মি মোট ৫০০ বর্গ কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

পরীক্ষাগার বিভাগের কার্যক্রমঃ

পরীক্ষাগার বিভাগ বাপেক্সের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও উন্নয়ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ল্যাব সার্ভিসের অংশ হিসেবে এ বিভাগে গ্যাস, কনডেনসেট, পানি, রক কোর, আউটক্রপ, সিমেন্ট ইত্যাদি নমুনার ভূতাত্ত্বিক, ভূ-রসায়নিক ও পেট্রোফিজিক্যাল বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। বাপেক্সের নিজস্ব ৬টি গ্যাসক্ষেত্র (সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, শ্রীকাইল, সেমুতাং ও রূপগঞ্জ), ১টি অনুসন্ধান (মোবারকপুর #১) ও ২টি উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর #২ ও সিলেট গ্যাস ফিল্ড এর রশিদপুর #১০) থেকে সংগৃহীত ১৯০টি গ্যাস, ৮৯টি কনডেনসেট ও ৯০টি পানি নমুনা, শাহবাজপুর #৪ ওয়ার্কওভার প্রকল্প থেকে প্রেরিত ১টি সিমেন্ট নমুনা, ভূতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত ৭টি সীপ গ্যাস, মাতামুহুরী ও বাতচিয়া ভূ-গঠনের ৭৬টি আউটক্রম নমুনা এবং শ্রীকাইল #৪, রশিদপুর #৯, #১০ ও #১২ কূপ থেকে সংগৃহীত ৩৬টি whole core (পেট্রোফিজিক্যাল), ৮৪টি কোর পণ্ডাগ ও ৫৪টি কোর নমুনাসহ সর্বমোট ৬২৬টি নমুনা বিশ্লেষণান্তে মোট ৮১টি কারিগরী প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। চার্জের বিনিময়ে আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট, আশুগঞ্জ নর্থ ৪৫০ মেয়াওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট, ভোলাস্থ ২২০ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও ফেঞ্চুগঞ্জস্থ ১৬৩ মেগাওয়াট কুশিয়ারা পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে সংগৃহীত ১৩টি গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণ শেষে সর্বমোট ৫টি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়। চার্জের বিনিময়ে Survey 2000 BD Ltd এর চাহিদাক্রমে ৬টি sea bed grab soil নমুনার XRD analysis সম্পন্নকরতঃ প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। গত অর্থ বছরে জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্রের মাস্টার্স থিসিসের অংশ হিসেবে মোট ১০টি শিলা নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়। এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের ছাত্রছাত্রীরা ল্যাব পরিদর্শনসহ বিভাগের বিশ্লেষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। অন্যদিকে এমআইএসটি এর পিএমআই বিভাগ এর সিলেবাস প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল কোর ফটো সিস্টেম ইউনিট

এটোমিক এবজরপশন স্পেক্ট্রোস্কোপ

খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম ঃ

বাপেক্সের খনন ও ওয়ার্কওভার সহ যাবতীয় কার্যক্রম সাধারণত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সম্পাদন হয়ে থাকে। খনন বিভাগ সাধারণত প্রকল্পের কাজে জনবল ও মালামাল ব্যবহার করে উক্ত খনন ও ওয়ার্কওভার কাজে সহযোগিতা দিয়ে থাকে। সে মোতাবেক ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত খনন ও ওয়ার্কওভার কূপসমূহের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ওয়ার্কওভারঃ-

১। শাহবাজপুর # ০২ খনন প্রকল্প।

২। শাহবাজপুর # ০৪ খনন প্রকল্প।

৩। তিতাস # ০১ খনন প্রকল্প।

৪। তিতাস # ০২ খনন প্রকল্প।

৫। তিতাস # ০৫ খনন প্রকল্প।

৬। তিতাস # ১০ খনন প্রকল্প।

খননঃ-

১। সুন্দলপুর # ০২ খনন প্রকল্প।

২। মোবারকপুর # ০১ খনন প্রকল্প।

৩। বাঙ্গুরা # ০৩ খনন প্রকল্প।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

(ক) ফিল্ডসমূহের সার্বিক অবস্থাঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে কোম্পানির আওতাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে ৫টি গ্যাস ফিল্ড উৎপাদনে ছিল এবং ৩৮টি কূপের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে প্রায় ৮২৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে মোট ৩০১,৩২৩.২৯২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়। উক্ত অর্থবছরে গ্যাসের উপজাত হিসেবে ১,৭৭,৯৪৮ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে কোম্পানির ৫টি গ্যাস ফিল্ডের সার্বিক অবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ফিল্ডের নাম	উৎপাদনক্ষম কূপের সংখ্যা	প্রসেস প্ল্যান্টের সংখ্যা ও টাইপ	দৈনিক গড় উৎপাদন	
			গ্যাস	কনডেনসেট
তিতাস ফিল্ড	২২টি	৬টি গাইকল ডিহাইড্রেশন ও ৬টি এলটিএস টাইপ	৫২৪ মিঃ ঘনফুট	৩৮৯ ব্যারেল
হবিগঞ্জ ফিল্ড	০৭টি	৬টি গাইকল ডি-হাইড্রেশন টাইপ	২২২ মিঃ ঘনফুট	১১ ব্যারেল
বাখরাবাদ ফিল্ড	০৬টি	৪টি সিলিকাজেল টাইপ	৩৯ মিঃ ঘনফুট	২০ ব্যারেল
নরসিংদী ফিল্ড	০২টি	১টি গাইকল ডি-হাইড্রেশন টাইপ	২৮ মিঃ ঘনফুট	৪৭ ব্যারেল
মেঘনা ফিল্ড	০১টি	১টি এলটিএক্স টাইপ	১২ মিঃ ঘনফুট	২১ ব্যারেল

(খ) উৎপাদনঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে কোম্পানির ৫টি গ্যাস ফ্লিল্ডর উৎপাদনশীল কূপ হতে গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

গ্যাস ফিল্ড	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনশীল কূপ সংখ্যা	উৎপাদিত গ্যাস		উৎপাদিত কনডেনসেট (লিটার)
			(মিলিয়ন ঘনমিটার)	(মিলিয়ন ঘনফুট)	
তিতাস	২৪	২২	৫,৪১২.৩০৯	১,৯১,১৩৪.২১২	২,২৫,৬৩,৮৪৯
হবিগঞ্জ	১১	০৭	২,২৯৮.৪২৬	৮১,১৬৮.২৮৭	৬,১৭,১৭৬
বাখরাবাদ	১০	০৬	৪০৩.৯১৯	১৪,২৬৪.২৮১	১১,৬৯,৩২১
নরসিংদী	০২	০২	২৯২.৩৪১	১০,৩২৩.৯২৯	২৭,১৩,১৫৯
মেঘনা	০১	০১	১২৫.৫১৭	৪,৪৩২.৫৮৪	১২,২৫,৬১
মোটঃ	৪৮	৩৮	৮,৫৩২.৫১২	৩,০১,৩২৩.২৯২	২,৮২,৮৯,১২০

(গ) বিক্রয়ঃ

৩০ জুন, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছর তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী ও মেঘনা গ্যাস ফিল্ড থেকে মোট গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৩,০০,৯৩৩.০৯৭ মিলিয়ন ঘনফুট (৮,৫২১.৪৬২ মিলিয়ন ঘনমিটার)। তাছাড়া আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির উৎপাদন প্রক্রিয়াসহ নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত এবং ফ্লেয়ার জ্বালিত গ্যাসের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৭৮.৪৫১ এবং ১১.৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ মোট ৩৯০.১৯৫ মিলিয়ন ঘনফুট (১১.০৪৯ মিলিয়ন ঘনমিটার)। এ বছর মোটর স্পিরিট এবং হাইস্পিড ডিজেল বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৪৩,২৪,৮০৩ লিটার ও ৩,৬০,৩৭,৪৮০ লিটার ।

(ঘ) মজুদ ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদনঃ

কোম্পানির আওতাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের সর্বশেষ জরিপ তথ্যানুযায়ী উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মোট মজুদের পরিমাণ ১২,২৫২.০০ বিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে গত ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৭,৭২৮.২৩৪ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা হয়েছে যা উত্তোলনযোগ্য মোট মজুদের ৬৩.০৮% ।

(ঙ) সাফল্যঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণ তথা নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং আগামী দিনে গ্যাস সংকট মোকাবেলাসহ ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে মোট ৮টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান ছিল। তন্মধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ২টি, জাইকার অর্থায়নে ১টি ও জিডিএফ অর্থায়নে ৫টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

গৃহীত প্রকল্পসমূহের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে দৈনিক প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করতে এ কোম্পানি সমর্থ হয়েছে-যার মধ্যে ৬৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস অতিরিক্ত সরবরাহ করা হচ্ছে। কূপসমূহ হতে গ্যাস উৎপাদনের বিবরণ নিম্নরূপঃ

দৈনিক মোট গ্যাস উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)	কূপের নাম	দৈনিক গ্যাস উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)	উৎপাদন শুরুর সময়
১৫০	তিতাস-৫	৩২	সেপ্টেম্বর, ২০১৬
	তিতাস-২	৩২	নভেম্বর, ২০১৬
	তিতাস-১	২৩	জানুয়ারি, ২০১৭
	তিতাস-২৫	১৫	ডিসেম্বর, ২০১৬
	তিতাস-২৬	২৫	ডিসেম্বর, ২০১৬
	তিতাস-২৩	১৫	মার্চ, ২০১৭
	তিতাস-২৪	৮	মার্চ, ২০১৭

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডের সার্বিক কর্মকান্ডের কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

১৮-০৭-২০১৬ তারিখে তিতাস কূপ নং-২৪ এর খনন কাজের শুভ উদ্বোধনকালে কূপ খনন এলাকায় দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তিতাস কূপ নং-২ এর ওয়ার্কওভার শেষে উৎপাদন পরীক্ষণ কার্যক্রম।

পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনাব আবুল মনসুর মো: ফয়েজউল্লাহ, এনডিসি ০৬-০৩-২০১৭ তারিখে কোম্পানির কূপ খনন ও প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

২৬-১০-২০১৬ তারিখে তিতাস কূপ নং-২৩-২৪ এর খনন কাজের শুভ উদ্বোধনকালে কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ খনন কাজ পরিদর্শন করেন।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

প্রাকৃতিক গ্যাস

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে কোম্পানির আওতাধীন হরিপুর, কৈলাশটিলা, বিয়ানিবাজার ও রশিদপুর গ্যাস ফিল্ড হতে সর্বমোট ১৪৫২.৯৭ এমএমএসসিএফ গ্যাস উৎপাদিত হয়।

কনডেনসেট ও এনজিএলঃ

আলোচ্য অর্থ বছরে কোম্পানির ৪টি উৎপাদনরত গ্যাস ফিল্ড হতে মোট ৪৮৬৭১ কিলোলিটার কনডেনসেট উৎপাদিত হয়। এছাড়া এ অর্থ-বছরে কৈলাশটিলা এমএসটিই প্ল্যান্টের মাধ্যমে আহরিত ২৪৮৮১ কিলোলিটার এনজিএল আরপিজিসিএল-এর নিকট সরবরাহ করা হয়।

পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিনঃ

এ অর্থ-বছরে কোম্পানি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেট করে ১১১১৫০ কিলোলিটার পেট্রোল, ১৬৩১২ কিলোলিটার ডিজেল ও ১২৫১২কিলোলিটার কেরোসিন উৎপাদন করে।

সাফল্যঃ

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড একটি মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনিতিকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরসহ পর পর ৪টি অর্থবছরে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড জাতীয় পর্যায়ে সবোচ্চ মূসক প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস-এর সার্বিক কর্মকান্ডের কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

Signing ceremony of 3000 bpd CRU

Equipment, Vessel, Piperack Installation.

বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড ঃ

গ্যাস ক্রয়-বিক্রয় ও সিস্টেম(লস)/গেইন ঃ

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে গ্যাস ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৫৪৪.০০ এমএমসিএম এর বিপরীতে কোম্পানি ৩৫৬৯.৯২ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করে এবং গ্যাস বিক্রির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৫৪৪.০০ এমএমসিএম এর বিপরীতে ৪০৩৩.৩৪ এমএমসিএম গ্যাস বিক্রি করে। ফলে আলোচ্য অর্থ বছরে সিস্টেম গেইন এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬৩.৪২ এমএমসিএম অর্থাৎ ১২.৯৮% ।

কোম্পানির মার্জিন ও নিট মুনাফা ঃ

আলোচ্য অর্থ-বছরে কোম্পানির অন্যান্য পরিচালন আয়সহ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ২০২৩.৮১ কোটি টাকা। উক্ত রাজস্ব আয় হতে গ্যাস ক্রয় খাতে ১১৩৯.৪৮ কোটি টাকা, বাপেক্স মার্জিন খাতে ১৭.৬১ কোটি টাকা, জিটিসিএল এবং টিজিটিডিসিএল এর হুইলিং চার্জ খাতে ৫৫.১৭ কোটি টাকা, প্রাইস ডেফিসিট ফান্ড খাতে ১১৯.১৯ কোটি টাকা, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল খাতে ৯৫.২৩ কোটি টাকা, এনার্জি সিকিউরিটি ফান্ড মার্জিন বাবদ ১৭২.৭৭ কোটি টাকা ও সাপোর্ট ফর শর্টফল খাতে ৭৯.০৩ কোটি টাকা সর্বমোট ১৬৭৮.৪৮ কোটি টাকা বাদ দেয়ার পর কোম্পানির মার্জিন দাঁড়িয়েছে ৩৪৫.৩৩ কোটি টাকা। এ অর্থ বছরে কোম্পানির করপূর্ব নিট মুনাফা হয়েছে ২৩২.২৭ কোটি টাকা এবং কর পরবর্তী নিট মুনাফা হয়েছে ১৫০.৯৭ কোটি টাকা।

সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুণঃসংযোগ কার্যক্রম ঃ

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে কোম্পানির গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃ সংযোগ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন শ্রেণির মোট ১৪২৪ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর মধ্যে ক্যাপটিভ পাওয়ার ১৬ টি, শিল্প ১৭টি, বাণিজ্যিক ২৩৭টি, সিএনজি ২৪টি ও আবাসিক ১১৩০টি। তাদের নিকট পাওনা টাকার পরিমাণ ছিল ৩২.৪১ কোটি টাকা। সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকের নিকট হতে ১৯.০২ কোটি টাকা আদায়পূর্বক বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৭০৬ জন গ্রাহককে পুনঃসংযোগ প্রদান করা হয়।

ভিজিল্যান্স কার্যক্রম ঃ

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে অসাধু গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস কারচুপি ও অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার রোধকল্পে গঠিত ভিজিল্যান্স টিম ৩,৮২৩ জন গ্রাহকের আঙ্গিনা পরিদর্শন করে। অবৈধ গ্যাস ব্যবহার ও বকেয়া বিলের জন্য ১০১০ জন গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে, এ ছাড়াও বিপুল পরিমাণ অবৈধ গ্যাস পাইপ লাইন অপসারণ ও এতদ্সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম জব্দ করেছে।

গ্রাহকদেরকে প্রত্যয়নপত্র প্রদান ঃ

গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে এবং বকেয়া পাওনার পরিমাণ নিশ্চিতকরণের স্বার্থে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে সকল শ্রেণির গ্রাহকের নিকট ২,৪০,২৭৮টি প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করা হয়েছে।

পূর্ত নির্মাণ ঃ

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ১৬৯.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিজিডিসিএল এর আওতাধীন ব্রাহ্মণবাড়িয়া অফিস ভবন, ৬৯.১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রধান কার্যালয়ের স্কুল ভবন সম্প্রসারণ, ৮০.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাইজদী অফিস ভবনের সম্প্রসারণ (তয় তলা) এবং ১৩.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চাঁদপুর এর এপ্রোচ রোডের দুইপার্শ্বের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া চালুকরণ ঃ

অত্র কোম্পানিতে উন্মুক্ত দরপত্র ব্যবস্থায় ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে দরপত্র আহবানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় ০৬ (ছয়) টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

হট লাইন স্থাপন ঃ

গ্রাহকদের জরুরি গ্যাস দুর্ঘটনাজনিত তথ্যাদি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোম্পানির কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ১.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) হতে ০৫ ডিজিটের ১৬৫২৩ নম্বর বিশিষ্ট একটি শর্টকোড বরাদ্দ গ্রহণ করে Internet Service Provider M/S Nice Power & IT Solution (DOZE Internet) থেকে ৩.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি IVR System ক্রয় পূর্বক হট লাইন চালুকরা হয়েছে। হট লাইন নম্বরটি সকলের নিকট বিশেষ করে গ্যাস গ্রহকদের নিকট পরিচিত করার জন্য প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদান এবং ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাহকগণ জরুরি দুর্ঘটনার তথ্য

পাঠানোর সাথে সাথে তাদের অন্যান্য সমস্যা, যেমন-গ্রাহকদের বিল সংক্রান্ত, বিল বই সংক্রান্ত, সেবা গ্রহণের নিয়মাবলীসহ গ্যাস সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য চেয়ে থাকেন। হট লাইন নাম্বারটি চালু হওয়ার পর হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত কল সেন্টারে গ্রাহকদের নিকট হতে আগত কলের সংখ্যা মোট ৮৫৫টি।

স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ

কোম্পানির স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এবং তাদের পোষ্যদেরকে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ২০৯ আইটেমের ঔষধ যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা এবং জটিল রোগের ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা প্রদান অব্যাহত আছে।

কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের পড়াশুনায় উৎসাহী করার লক্ষ্যে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচীর আওতায় আলোচ্য অর্থ-বছরে মোট ৩০৭ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ৩২.০০ লক্ষ টাকা শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

কোম্পানির কল্যাণমূলক কর্মসূচীর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে অনুমোদিত নিতিমালা অনুযায়ী জমি ক্রয়, গৃহ নির্মাণ এবং মোটর সাইকেল ক্রয়ের নিমিত্ত ৭৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে মোট ১০৯৯.৮০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে অনুসৃত সরকারি নিতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য এ বছর ২০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে ১২.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড ঃ

রাইজার উত্তোলন ও গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন ঃ

গ্যাস সংযোগ ও বর্ধিত সংযোগ বন্ধের সরকারী নির্দেশনা থাকায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে অত্র কোম্পানিতে রাইজার উত্তোলন ও গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন করা হয়নি।

গ্রাহক সংযোগ ঃ

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ০১টি (বিদ্যুৎ)। কিন্তু আলোচ্য অর্থ-বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ০১টি বিদ্যুৎ, ০২টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, ০৩টি শিল্পসহ মোট ৬জন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ১০০% এর বেশি। ৩০ জুন, ২০১৭ তারিখে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক গ্যাস সংযোগ দাড়িয়েছে ২,২৩,৭১৫ টি।

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে প্রদত্ত নতুন সংযোগ এবং ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা নিম্নবর্ণিত ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

খাত	২০১৬-২০১৭ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০১৬-২০১৭		৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা
		প্রকৃত সংযোগ	স্থায়ী বিচ্ছিন্ন	
সারকারখানা	-	-	-	০১
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	০১	০১	-	১৫
বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ)	-	০২	-	১১০
সি এন জি	-	-	-	৫৬
শিল্প	-	০৩	-	১০৪
চা-বাগান	-	-	-	৯৪
বাণিজ্যিক	-	-	০৮	১৬৮৪
আবাসিক	-	-	৬৭	২২১৬৫১
মোট	০১	০৬	৭৫	২২৩৭১৫

গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ কার্যক্রম ঃ

কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে খেলাপী গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগ প্রদান একটি চলমান কার্যক্রম। গ্যাস বিল বকেয়া থাকার কারণে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ০২টি চা বাগান, ০১টি শিল্প, ০১টি ক্যাপটিভ পাওয়ার, ০১টি সিএনজি, ১০১টি বাণিজ্যিক ও ২,৩৯৬টি আবাসিকসহ মোট ২৫০২ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। যাদের নিকট পাওনা টাকার পরিমাণ ছিল ৫.৯০ কোটি টাকা। সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকের নিকট হতে ২.৪০ কোটি টাকা আদায়পূর্বক ০১টি চা বাগান, ০১টি শিল্প, ৪৯টি বাণিজ্যিক ও আবাসিক ১৯৮১টি সহ সর্বমোট ২০৩২ জন গ্রাহককে পুনঃসংযোগ দেয়া হয়, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

গ্রাহক শ্রেণি	অর্থ-বছর ২০১৬-২০১৭			
	সংযোগ বিচ্ছিন্ন		পুনঃসংযোগ	
	সংখ্যা	পাওনা অর্থের পরিমাণ	সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
চা বাগান	০২	০.০৯	০১	০.০২
শিল্প	০১	০.০১	০১	০.০১
ক্যাপটিভ পাওয়ার	০১	০.০২	-	-
সিএনজি	০১	২.৬৭	-	-
বাণিজ্যিক	১০১	০.৬৩	৪৯	০.৩০
আবাসিক	২৩৯৬	২.৪৮	১৯৮১	২.০৭
মোট	২৫০২	৫.৯০	২০৩২	২.৪০

নিরাপত্তা কার্যক্রম ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে সর্বমোট ১৭০২ টি দুর্ঘটনা/অনুঘটনা সফলতার সাথে মোকাবেলা করা হয়। উক্ত অর্থ-বছরে গ্যাস সম্পর্কিত বড় ধরণের কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং কেউ আহত হয়নি বা কারও জীবনহানি ঘটেনি।

গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অধিকতর জোরদার করণের লক্ষ্যে গঠিত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকিকরণ কমিটি কর্তৃক প্রতিমাসে স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিনে তদারকি করা হয়। উক্ত কমিটির তদারকি অব্যাহত আছে। কোম্পানির সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট/আবিকা/শাখার তথ্য মতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরের তুলনায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে স্বল্পচাপ পাইপলাইন ও রাইজারের লিকেজ এর পরিমাণ তুলনামূলক কমেছে। ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে সংঘটিত দুর্ঘটনা ও গ্যাস লিকেজের তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	ক্রমিক নংদুর্ঘটনার/অনুঘটনার বর্ণনা	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	দুর্ঘটনা/অনুঘটনার কারণ
১।	অগ্নি দুর্ঘটনা	০১	০০	বজ্রপাত
২।	গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক -এ লিকেজের সংখ্যা	১৩২	৩৯	দীর্ঘকালীন
৩।	রাইজার হতে লিকেজের সংখ্যা	৪৭৬	৫৩১	ব্যবহার
৪।	গ্রাহক আঙ্গিনাতে লিকেজের সংখ্যা	১৬৭	১৪৩	”
৫।	অন্যান্য	১০০১	৮৮৯	”
				নানাবিধ
	মোট	১৭৭৭	১৭০২	

সাফল্য ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে গ্যাস বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা মোট ২৭৫১.৪১ মিলিয়ন ঘনমিটারের বিপরীতে ২৯৪১.৪৩ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিপণন করা হয় এবং রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৩৮২.৯১ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত রাজস্ব আয় ১৫১৮.৬৯ কোটি টাকা। অপরদিকে, গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নিতি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২% কারিগরি সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলেও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে কোম্পানির সিস্টেম লস শূন্যতে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে পাইপ লাইন নির্মাণ এবং গ্রাহক গ্যাস সংযোগ প্রদানের বিবরণ ঃ

(ক) গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে কোম্পানির বিদ্যমান নেটওয়ার্কভুক্ত এলাকায় ৮ ইঞ্চি ১.৯৫ কিঃমিঃ, ৬ ইঞ্চি ১.৪০ কিঃমিঃ, ৪ ইঞ্চি ১.৭৫ কিঃমিঃ অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যাসের মোট ৫.১০ কিঃ মিঃ গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়।

(খ) গ্রাহক গ্যাস সংযোগ ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে পিজিসিএল-এর আওতাভুক্ত এলাকায় ০১ টি সিএনজি স্টেশন ও ২ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

বর্তমান সময় পর্যন্ত ভোলা শহরে ৩০৭৬টি মিটার বিহীন আবাসিক ১১মিটারযুক্ত আবাসিক, ৩টি বাণিজ্যিক, ১টি শিল্প, ১টি ক্যাপটিভ, ১টি ইট শিল্প সংযোগের জন্য প্রায় ০.২৯৩২৮ এমএমসিএফডি, ১টি রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টে প্রায় ৯.০০০ এমএমসিএফডি, ভোলা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে প্রায় ৩৫ এমএমসিএফডি লোড সহকারে সংযোগ দেওয়া হয়েছে। কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে প্রায় ৬৫ এমএমসিএফডি লোড সহকারে সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, ভোলায় ইতোমধ্যে আরও ০১টি ২২০ মেঃ ওঃ পাওয়ার প্ল্যান্টে (আই পিপি) গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে MOU স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে এবং M/S Aggreko International Ltd., Singapore কর্তৃক আশুগঞ্জ হতে ভোলায় স্থানান্তরিতব্য ৯৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। সরকারি খাতে খুলনা ২২৫ মেঃওঃ, ৩০০ মেঃওঃ এবং ৮০০ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পাইপলাইন নির্মাণ স্বাপেক্ষে গ্যাস সরবরাহ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রক্রিয়াধীন সংযোগ ও মঞ্জুরী প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হলে ভবিষ্যতে সর্বমোট প্রায় ১৭২ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস প্রয়োজন হবে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী কোম্পানি মোট ৩৮১.৬৩ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় বাবদ ১০৯৭২.১২ লক্ষ টাকা এবং গ্যাস সংযোগ ফি, কমিশনিং ফি, মিটার রেন্ট, এনার্জি বিলিং ইত্যাদি খাতে ৮৩.৮৫ লক্ষ টাকা আয়সহ সর্বমোট ১১০৫৬.০৭ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করেছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে এ আয়ের পরিমান ছিল ৮৪৫৭.৭২ লক্ষ টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ক্রয়কৃত গ্যাসের মূল্য ৯৫২৮.৯৮ লক্ষ এবং বিতরণ ব্যয় ১৫৪০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট রাজস্ব ব্যয় ১১০৬৯.০০ লক্ষ টাকা। অন্যান্য নন অপারেটিং আয়, ব্যাংক সুদ খাতে আয়, শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল খাতে প্রভিশন ইত্যাদি বিবেচনায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে করপূর্ব ও কর পরবর্তী নিট মুনাফার পরিমান যথাক্রমে ১৭০.৩৫ লক্ষ ও ১১০.৭৩ লক্ষ টাকা। বিগত অর্থ-বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৫৫.৯৭ লক্ষ ও ৩৬১.৩৮ লক্ষ টাকা।

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে কোম্পানির রেভিনিউ রিজার্ভ বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলধন ১১০.৭৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য অর্থ-বছরে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্পের সিডি ভ্যাট পরিশোধের জন্য পেট্রোবাংলা হতে ঋণ গ্রহণের ফলে ঋণের পরিমাণ ৩৯৭.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে কোম্পানির ১৩৫.০০ লক্ষ টাকার স্থায়ী সম্পদ ক্রয় এবং স্থায়ী সম্পদের অবচয় খাতে ২৬৯.৯৫ লক্ষ টাকা প্রভিশন করা হয়েছে।

ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি আরএমএস

ভোলায় বিতরণ পাইপ লাইনের খাল অতিক্রম কাজ

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)

বাংলাদেশের সিএনজি সম্প্রসারণ কর্মসূচি ঃ

আশি'র দশক হতে আরপিজিসিএল সিএনজি প্রযুক্তির পথ প্রদর্শক হিসেবে বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বায়ু-দূষণরোধ, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ও মানসম্মত বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ কোম্পানি বিভিন্ন কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে। আরপিজিসিএল গ্যাস খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বদা সচেষ্ট ও অঙ্গীকারাবদ্ধ। সিএনজি'র নিরাপদ ও মানসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- কোম্পানির পরিচালিত সিএনজি ফিলিং স্টেশনে অটো-বিলিং পদ্ধতিতে সিএনজি সরবরাহ।
- কোম্পানির প্রধান কার্যালয়স্থ সিএনজি সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ এবং দনিয়াস্থ জোনাল ওয়ার্কশপে নগদ/ক্রেডিট সুবিধায় যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর, সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ ও রূপান্তরিত যানবাহন সার্ভিসিং (টিউনিং, স্পেয়ার পার্টস সংযোজন, পূর্ণাঙ্গ কিট ওয়াশ, সিলিন্ডার সার্ভিসিং)-এর কার্যক্রম পরিচালনা।
- আরপিজিসিএল-এর ওয়েবসাইট (www.rpgcl.org.bd)-এ অন-লাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণের জন্য অগ্রিম বুকিং প্রদানের ব্যবস্থা।
- আমদানিকৃত সিএনজি সংশ্লিষ্ট মালামালসমূহ সেইফটি কোডস্ এন্ড ষ্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সঠিক মানের রয়েছে কি-না তা পরীক্ষান্তে এসআরও'র আওতায় মালামাল ছাড়করণের প্রত্যয়নপত্র প্রদান।
- সিএনজি স্টেশনসমূহ গ্যাস আইন, ২০১০ ও সিএনজি বিধিমালা, ২০০৫ এবং আরপিজিসিএল-এর অনুমোদন পত্রের শর্তানুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি-না সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণের জন্য চলমান স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন।
- বিপজ্জনকভাবে ভ্যানে, কাভার্ডভ্যানে ও অন্যান্য অননুমোদিত যানবাহনে সিএনজি সরবরাহ ও পরিবহন বন্ধ করার লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।
- সিএনজি ফিলিং স্টেশনে কর্মরত জনবলসহ স্থাপনায় বিদ্যমান মালামাল এবং স্টেশনে আগত জনসাধারণের যান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আরপিজিসিএল-এর অনুমোদন পত্রের শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সিএনজি স্টেশনসমূহে পত্র প্রেরণ।
- আরপিজিসিএল-এর দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের দ্বারা সিএনজি স্টেশনসমূহে কর্মরত জনবলদের 'ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায়' সিএনজি বিষয়ক কারিগরি ও নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রজ্ঞাপন ও সিএনজি বিধিমালা, ২০০৫ অনুযায়ী যানবাহনে ব্যবহৃত সিলিন্ডার এবং সিএনজি স্টেশনের ক্যাসকেড সিলিন্ডার ৫ বছর মেয়াদ অতিক্রান্তে পুনঃপরীক্ষণ বিষয়ে প্রয়োজনিয় কার্যক্রম পরিচালনা।
- নিরাপদ সিএনজি ব্যবহার বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি স্যাটেলাইট টেলিভিশনসমূহে সম্প্রচার এবং জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ কোম্পানির ওয়েব (www.rpgcl.org.bd) সাইটে সন্নিবেশ। এছাড়া এলইডি মুভিং ডিসপ্লের মাধ্যমে কোম্পানির সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপের দৃশ্যমান স্থানে বিল বোর্ড স্থাপন পূর্বক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন ।

বাংলাদেশে সিএনজি কার্যক্রমের চিত্র ঃ

জুন, ২০১৭ খ্রিঃ মাসে ০৫টি গ্যাস বিপণন কোম্পানির আওতায় সারাদেশে আরপিজিসিএল-এর একটিসহ মোট ৫৪৪ টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন এবং প্রায় ৩৪ টি যানবাহন রূপান্তর কারখানা চলমান রয়েছে। এ সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫ লক্ষ যানবাহনে নিরবচ্ছিন্নভাবে সিএনজি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। জুন, ২০১৭ খ্রিঃ মাসে চলমান ৫৪৪ টি সিএনজি ফিলিং স্টেশনের বিপরীতে ১১৮ এমএমসিএম (প্রতিদিন প্রায় ১৩৯ মিলিয়ন ঘনফুট) প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছে, যা দেশের মোট গ্যাস ব্যবহারের প্রায় ৫% । সিএনজি ব্যবহারের ফলে জ্বালানি আমদানি খাতে সরকারের প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১২৯৫ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের আলোকে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ৩৭টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও ০১টি যানবাহন রূপান্তর কারখানার নিকট হতে অনুমোদনের বিপরীতে নির্ধারিত সেবা ফি বাবদ ১০,৩১,১৭৫/-টাকাসহ শুরু হতে জুন ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪০৭টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও ৭২টি যানবাহন রূপান্তর কারখানার নিকট হতে নির্ধারিত সেবা ফি বাবদ সর্বমোট ১,২১,৩৩,৯৭৫/- (এক কোটি একুশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার নয়শত পঁচাত্তর) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। অপরদিকে আমদানিকৃত সিএনজি সংশ্লিষ্ট মালামাল সমূহ এসআরও'র আওতায় ছাড়করণের প্রত্যায়ন পত্র প্রদানের বিপরীতে সেবা ফি বাবদ ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে মোট ১,৯৩,২০০/- টাকাসহ শুরু হতে জুন, ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সর্বমোট ১৩,৬৩,০০০/-(তের লক্ষ তেষট্রি হাজার) টাকা আদায় করা হয়েছে।

সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও সিএনজি কনভারসন ওয়ার্কশপ মনিটরিং ঃ

১ম পর্যায়ে জুন, ২০১৪ খ্রিঃ পযন্ত দেশে চলমান সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন এবং যানবাহন রূপান্তর কারখানা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। ২য় পর্যায়ে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ৭৬টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন এবং ১০টি যানবাহন রূপান্তর কারখানা সরেজমিন পরিদর্শনসহ জুন ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ২১৪টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন এবং ৩২টি যানবাহন রূপান্তর কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনে সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানা আরপিজিসিএল-এর অনুমোদন পত্রের শর্ত, সিএনজি বিধিমালা, ২০০৫ ও সরকারের গ্যাস আইন, ২০১০ অনুযায়ী পরিচালনায় অসঙ্গতি পাওয়া গেলে-তা দূরীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানায় পত্র প্রদানসহ বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানার অনুমোদন সংখ্যা ও সিএনজি চালিত যানবাহনের সংখ্যা এবং সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানা মনিটরিং কার্যক্রমের চিত্র ঃ

অর্থ-বছর	অনুমোদিত সিএনজি ফিলিং স্টেশন (সংখ্যা)	অনুমোদিত যানবাহন রূপান্তর কারখানা (সংখ্যা)	সিএনজিতে রূপান্তরিত যানবাহন (সংখ্যা)	সিএনজি চালিত যানবাহন (সংখ্যা)	সিএনজি স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানা মনিটরিং-এর সংখ্যা (২০১৫খ্রিঃ হতে ২য় পর্যায় শুরু)	মন্তব্য
১৯৮৩-২০১৫	৫৯০	১৮০	২,২০,৯২০	২,৫৯,০৫০	৬০	*মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে অনুমোদন প্রদান। **বিআরটিএ'র অক্টোবর -১৬ইং মাসে প্রেরিত পত্রের তথ্যমতে ১,৯৩,২৪৩টি সিএনজি থ্রি-হুইলার অটোরিক্সার রয়েছে।
২০১৫-২০১৬	০১*	০.০০	৩২,২৮৯	৩৪,৫৪২	১০০	
২০১৬-২০১৭	০৫*	-	১০,৯১৬	২,০৪,১৫৮৮**	৮৬	
সর্বমোট	**৫৯৬**	**১৮০**	**২,৬৪,১২৫**	**৪,৯৭,৭৫০**	**২৪৬**	

সিএনজি সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা মনিটরিং ঃ

সিএনজি ফিলিং স্টেশন এবং সড়ক ও মহাসড়কে সংঘটিত সিএনজি সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা অত্র কোম্পানি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন পরবর্তী সুপারিশ ও মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন পেট্রোবাংলাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরণ করা হয়। নিরাপদ সিএনজি ব্যবহার বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি স্যাটেলাইট টেলিভিশনসমূহে সম্প্রচার ও জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ কোম্পানির ওয়েব (www.rpgcl.org.bd) সাইটে সন্নিবেশ এবং কোম্পানি কর্তৃক মনিটরিং কার্যক্রম বৃদ্ধি ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ফলে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে দেশে সিএনজি সংশ্লিষ্ট কোন দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়নি। ২০০২-২০১৬ সাল পর্যন্ত সিএনজি ফিলিং স্টেশন প্রাঙ্গনসহ সড়ক ও মহাসড়কে প্রায় ৫৮টি সিএনজি সংশ্লিষ্ট দূর্ঘটনা সংঘটিত হয়। উক্ত দুর্ঘটনাসমূহ অপর পাতায় বর্নিত কারণে সংগঠিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে ঃ

ক) অনুমোদিত ও মানসম্মত এনজিভি সিলিন্ডার, সিএনজি কিট ও যন্ত্রাংশ ব্যবহার না করা।

খ) মেয়োদোত্তীর্ণ সিলিন্ডার ব্যবহার।

গ) চালকদের অসচেতনতা ও বেপরোয়া গাড়ী চালনা।

ঘ) ইলেকট্রিক সর্ট সার্কিট-এর কারণে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

সিএনজি বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ঃ

জন-নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থে অবৈধ সিলিন্ডারে গ্যাস সরবরাহ, অবৈধ ও নিম্নমানের গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার এবং অবৈধভাবে সংযোজিত কাভার্ড ভ্যানের সিলিন্ডারে গ্যাস পরিবহন বন্ধ করার লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ০৪টি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় । অবৈধ সিলিন্ডারে গ্যাস সরবরাহের অভিযোগে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে ১,১০,০০০/-(এক লক্ষ দশ হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

আরপিজিসিএল-এর সিএনজি কর্মকান্ড ঃ

যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর, সিএনজি বিক্রয় এবং এনজিভি সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

সিএনজি সিলিন্ডার পূণঃপরীক্ষা কার্যক্রম ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে আরপিজিসিএল-এর দুটি রিটেষ্টিং সেন্টারে ১৭৬০-টি এবং বেসরকারি রি-টেস্ট সেন্টার (সাউদার্ন অটোমোবাইলস্ লিমিটেড, নাভানা সিএনজি লিমিটেড, ইন্ট্রাকো সিএনজি লিমিটেড, ইউনাইটেড সিলিন্ডার রি-টেস্টিং সেন্ট্রার) হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে ২৩,৭১০টিসহ সর্বমোট ২৫,৪৭০টি সিলিন্ডার রিটেষ্ট করা হয়েছে। বিগত ২০১৩ খ্রিঃ হতে জুন, ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত ৮১,৯৯৭টি সিএনজি সিলিন্ডার রিটেষ্ট করা হয়েছে। যা নিম্নলিখিত ছকে বিস্তারিত দেখানো হলো ঃ

অর্থ-বছর	আরপিজিসিএল-এর সিলিন্ডার রি-টেস্ট কার্যক্রম			আরপিজিসিএল-সহ বিভিন্ন বেসরকারি রি-টেস্ট সেন্টারের সর্বমোট সিলিন্ডার রি-টেস্ট সংখ্যা
	সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ	জোনাল ওয়ার্কশপ	মোট	
২০১৩-২০১৫	২,৫০০	১,৩০০	৩,৮০০	৪৩,৮০০
২০১৫-২০১৬	১,১৯১	৬৪৫	১,৮৩৬	১২,৭২৭
২০১৬-২০১৭	১,১৬১	৫৯৯	১,৭৬০	২৫,৪৭০
মোট	**৪৮৫২টি**	**২৫৪৪টি**	**৭৩৯৬টি**	**৮১,৯৯৭টি**

সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ ও সিএনজি ফিলিং স্টেশন ঃ

আরপিজিসিএল-এর সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ৪৮ টি গাড়ি সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। যানবাহন রূপান্তরের বিপরীতে এ বছর ২৫.৯১ লক্ষ টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। এ বছর কোম্পানির সিএনজি স্টেশন থেকে ১.৬৪ এমএমসিএম সিএনজি বিক্রয় হয়েছে এবং অর্জিত রাজস্বের পরিমাণ ৫৯৪.৩৮ লক্ষ টাকা। এছাড়া, সিএনজি চালিত যানবাহনে খুচরা যন্ত্রাংশ সংযোজন করে নগদ ও ক্রেডিট সহ ১০.৮৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে ০৫ বছর বা ততোধিক ব্যবহৃত ১১৬১টি এনজিভি সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষা করা হয়েছে। সিলিন্ডার রি-টেস্টিং খাতে ৩৭.৪৪ লক্ষ টাকা এবং ১৬৪ টি গাড়ি টিউনিং এর বিপরীতে ০.১৭৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

জোনাল ওয়ার্কশপ ঃ

কোম্পানির দনিয়াস্থ জোনাল ওয়ার্কশপে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৩০টি যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। যানবাহন রূপান্তরের বিপরীতে এ বছর ১৬.৬১ লক্ষ টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। এ অর্থবছরে জোনাল ওয়ার্কশপে ০৫ বছর বা ততোধিক ব্যবহৃত ৫৯৯-টি এনজিভি সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ করা হয়েছে। এখাত হতে ১৯.৩২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। সিএনজি চালিত যানবাহনের টিউনিং, সিলিন্ডার সার্ভিসিং ও টিউনিং/পূর্ণাঙ্গ কিট ওয়াশ, স্পেয়ার পার্টস সংযোজন কার্যক্রম চলমান আছে। এ কাজে সরকারি, আধাসরকারি এবং ব্যাক্তিমালিকানাধীন যানবাহনসমূহে নির্ধারিত ফি'র বিপরীতে বর্ণিত গ্রাহক সেবাসমূহ প্রদান করা হচ্ছে। সিলিন্ডার রি-টেস্ট, সিএনজিতে যানবাহন রূপান্তর ও স্পেয়ার পার্টস সংযোজন বাবদ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ৪১.৫৫ লক্ষ টাকা।

অটোবিলিং সিস্টেমস ঃ

সিএনজি বিক্রয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, নিয়ন্ত্রন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে গত মে ২০১৭ সাল হতে সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ ও সিএনজি ফিলিং স্টেশনের ০৩টি ডিসপেন্সারের মধ্যে ০২টি ডিসপেন্সারে পরীক্ষামূলকভাবে অটোবিলিং সিস্টেমস স্থাপন ও চালু করা হয়েছে। অপর একটি ডিসপেন্সারে অটোবিলিং সিস্টেমসহ গাড়ীর RFID ট্যাগ সনাক্তকরণের জন্য যন্ত্র স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সিএনজি বিক্রয় ও যানবাহন রূপান্তরের বিবরণ ঃ

আরপিজিসিএল-এর সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে অবস্থিত সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন হতে যানবাহনে সিএনজি সরবরাহ করা হয়। সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ ও দনিয়াস্থ জোনাল ওয়ার্কশপে যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর, সিলিন্ডার রি-টেষ্ট এবং সিএনজি সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়। নিম্নে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে সিএনজি বিক্রয় এবং যানবাহন রূপান্তর সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ করা হলো ঃ

অর্থ-বছর	সিএনজি বিক্রয়ের পরিমাণ(এমএমসিএম)	সিএনজি বিক্রয় (লক্ষ টাকায়)	আরপিজিসিএল কর্তৃক যানবাহন রূপান্তরের সংখ্যা	সারাদেশে ক্রমপুঞ্জীভূত রূপান্তরিত যানবাহনের সংখ্যা
২০০২-২০১৫	২৪.০০০	৩,৬০৩.৫৮	৮২২৫	২,২০,৯২০
২০১৫-২০১৬	২.০৩৪	৬৯৩.১৮	১০৩	৩২,২৮৯
২০১৬-২০১৭	১.৬৪	৫৯৪.৩৮	৭৮	১০৯১৬
মোট	-	-	৮৪০৬	২,৬৪,১২৫

এলপিজি, এমএস ও এইচএসডি উৎপাদন ও বিপণনঃ

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে দেশজ খনিজ সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার কারিগরীভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। জ্বালানি আমদানি হ্রাস, দূষণমুক্ত জ্বালানি উৎপাদন ও গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ হতে প্রাপ্ত এনজিএল-এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোম্পানির অধীনে প্রায় ৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৯৮ সালে সিলেটস্থ গোলাপগঞ্জে কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্ট (প্ল্যান্ট-১) নির্মিত হয়। পরবর্তীতে, ২০০৭ সালে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্ল্যান্ট-১ এর সন্নিকটে আরো একটি এনজিএল ও কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট (প্ল্যান্ট-২) টার্ন-কী ভিত্তিতে স্থাপন ও কমিশনিংপূর্বক চালু করা হয়। প্ল্যান্ট দুটির মাধ্যমে এনজিএল এবং কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে সালফার ও সীসামুক্ত পরিবেশ বান্ধব এলপিজি, এমএস ও এইচএসডি উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদিত এলপিজি বিপিসি'র প্রতিষ্ঠান 'এলপি গ্যাস লিমিটেড'-এর মাধ্যমে এবং উৎপাদিত এমএস ও এইচএসডি বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানির (পিওসিএল, এমপিএল ও জেওসিএল) মাধ্যমে বিপণন করা হচ্ছে।

এলপিজি, এমএস ও এইচএসডি উৎপাদন এবং বিপণনের তুলনামূলক বিবরণী ঃ

অর্থ-বছর	কাঁচামাল ক্রয়		উৎপাদন			বিপণন			প্রসেস লস (%) (ভরের ভিত্তিতে)
	এনজিএল (লিটার)	কনডেনসেট (লিটার)	এলপিজি (মে. টন)	এমএস (লিটার)	এইচএসডি (লিটার)	এলপিজি (মে. টন)	এমএস (লিটার)	এইচএসডি (লিটার)	
১৯৯৮-২০১৩ (ক্রমপুঞ্জিত)	৩৮৯৭৩০৩২১	১৩৩৭২৮৬৮১	৯২৮১৭	৩০২৬২০৯৯৪	৩৫৯৩৩৪৭৪	৯২৭৯০	৩০১৫৪১৯০৭	৩৫৬৪০০০	-
২০১৩-১৪	২,৭৬,৯৫,০০০	২,৬৯,৭১,৫৫৯	৬,২৪৯	৩,৩৪,৫৯,১৯০	৭৮,৩৮,৬৩৪	৬,২০৪	৩,৩২,৮২,০০০	৭৭,১৩,০০০	২.৭৫
২০১৪-১৫	২,৭৬,২৩,০০০	৩,৭২,৯৮,৪২১	৬,৬৯৯	৩,৯৮,৯৫,২৫৫	১,১১,২১,২০৬	৬,৭০৭	৪,০৭,৬১,০০০	১,১০,০৭,০০০	২.৪৩
২০১৫ -১৬	২,৫৭,৬৪,০০০	১,৫৪,৮১,৮৬৫	৬,০৮০	২,৩৭,৬৮,৩৮৮	৫০,০৬,৪৪৮	৬,১১১	২,২৭,০৭,০০০	৫৪,৯০,০০০	২.১১
২০১৬ -১৭	২,৪৮,৮১,০০০	৩,০৩,৭৬,২৭৩	৫,৯৩৬	৩,৫১,৮২,৩২৯	৮৬,৫৬,৭০৫	৫৭৪৯	৩,৬২,৭৯,০০০	৮২,৮০,০০০	২.৬১

বি.দ্রঃ মার্চ ১৯৯৮ হতে কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট-১ এবং অক্টোবর-২০০৭ হতে কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট-২ এ উৎপাদন শুরু হয়। প্ল্যান্ট-১ এ এনজিএল প্রসেস করে এলপিজি ও এমএস উৎপাদন করা হয় এবং প্ল্যান্ট-২ এ এনজিএল প্রসেস করে এলপিজি ও এমএস এবং কনডেনসেট প্রসেস করে এমএস ও এইচএসডি উৎপাদন করা হয়।

গৃহীত কাঁচামাল এনজিএল ও কনডেনসেট-এর পরিমাণ, এলপিজি, এমএস ও এইচএসডি-এর উৎপাদন, মজুদ ও বিপণন এবং মাসিক/বাৎসরিক প্রসেস লসের পরিমাণ ৩ (তিন) মাস অন্তর নিয়মিতভাবে পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করা হয়। উল্লেখ্য, ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের কৈলাশটিলা প্ল্যান্টের প্রসেস লস (ভরের ভিত্তিতে) ২.৬১%। কৈলাশটিলা প্ল্যান্টের প্রসেস লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি প্রসেস লসের কারণসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট হ্যান্ডলিং কার্যক্রমঃ

সিলেট অঞ্চলের গ্যাসফিল্ডসমূহ যথা: আন্তর্জাতিক গ্যাস কোম্পানি শেভরন-এর বিবিয়ানা ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের বিয়ানিবাজার, কৈলাশটিলা ও রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডস-এর গ্যাসের উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট (অপরিশোধিত তেল) জিটিসিএল-এর মালিকানাধীন ৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় ১৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইন-এর মাধ্যমে আশুগঞ্জে প্রেরণ করা হয়।

আশুগঞ্জ স্থাপনার কনডেনসেট গ্রহণের জন্য প্রতিটি ১৫,২০০ ব্যারেল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ০২ টি কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংক রয়েছে। সিলেট এলাকা হতে প্রেরিত কনডেনসেট আশুগঞ্জে স্থাপিত আরপিজিসিএল-এর দুটি স্টোরেজ ট্যাংকে গ্রহণ ও মজুত করে সেখান থেকে বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানি পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা এবং অনুমোদিত বে-সরকারি রিফাইনারিসমূহের নিকট জাহাজযোগে তেল সরবরাহের ব্যবস্থা করাই আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনার মূল কাজ। এছাড়া, জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে জরুরী প্রয়োজনে এ স্থাপনা হতে ট্যাংক লরিযোগে কনডেনসেট ডেলিভারি প্রদানের জন্য 'লোডিং-বে' নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি স্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমানে শেভরনের বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডে কনডেনসেট উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় পাইপলাইনের মাধ্যমে আরপিজিসিএল-এর আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বর্ধিত কনডেনসেট উৎপাদনের প্রেক্ষাপটে বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানিসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট কনডেনসেট সরবরাহের জন্য সরকারি নির্দেশনা রয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান, পেট্রোবাংলার নির্দেশনা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল) এর সাথে মেসার্স রূপসা ট্যাংক টারমিনালস এন্ড রিফাইনারি লিমিটেড, মেসার্স পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারি লিমিটেড এবং মেসার্স সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড-এর কনডেনসেট ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান তিনটিকে পেট্রোবাংলার নির্দেশনার আলোকে কনডেনসেট সরবরাহ করা হচ্ছে। তেল ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি অনুযায়ী বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ তেল গ্রহণের জন্য আরপিজিসিএল-এর নিকট অগ্রিম অর্থ পরিশোধ করার পর তেল সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট কনডেনসেট বিপণনঃ

২০১৬ - ২০১৭ অর্থ-বছরে মেসার্স রূপসা ট্যাংক টারমিনালস এন্ড রিফাইনারি লিমিটেড ২৪,৫৭৬ মেট্রিক টন বা ২,০২,২৯৩ ব্যারেল বা ৩,২১,৬২,০৪৪ লিটার, মেসার্স পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারি লিমিটেড ৯৮,৮২১ মেট্রিক টন বা ৮, ১৩,৮৯৯ ব্যারেল বা ১২,৯৩,৯৯,৬৪৩ লিটার এবং মেসার্স সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড ১,০৫,২৩৩ মেট্রিক টন বা ৮,৬৭,০১২ ব্যারেল বা ১৩,৭৮,৪৩,৮৩৪ লিটার কনডেনসেট গ্রহণ করেছে।

আশুগঞ্জ স্থাপনায় বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত ও স্থাপনা হতে সরবরাহকৃত কনডেনসেটের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপঃ

সময়কাল	কনডেনসেট হ্যান্ডলিং (লক্ষ লিটার)		
	গ্রহণ	সরবরাহ	প্রান্তিক মজুত
২০০১ - ২০১২	১৫,১৪৩	১৫১৪৮	২৯
২০১২ - ২০১৩	৮৩৬	৮৩৯	২৬
২০১৩ - ২০১৪	৪৫৪	৪৭৮	২
২০১৪ - ২০১৫	৮৫০	৮৪৪	৮
২০১৫ - ২০১৬	২১৫৪	২১৪৫	১৬
২০১৬ - ২০১৭	৩,৩২১	৩,৩৩৩	৪
মোট	২২,৭৫৮	২২,৭৮৭	

এলএনজি কার্যক্রম :

ক) সরকার দেশের বিদ্যমান গ্যাসের ঘাটতি ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (২০৩০) এবং রূপকল্প - ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনে যথাযথ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণসহ গৃহীত অন্যান্য এলএনজি সংক্রান্ত কার্যাবলি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এলএনজি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আরপিজিসিএলকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমান সরকারের গৃহীত অগ্রাধিকারভিত্তিক মেগা প্রকল্পসমূহের মধ্যে এলএনজি কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকল্প অন্যতম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজারে মহেশখালীতে ০৬.০৫.২০১৭ তারিখে সামিট এলএনজি টার্মিনাল কো: (প্রা:) লি: এবং এক্সিলারেট এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক নির্মিতব্য পৃথক দু'টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

আরপিজিসিএল এর আওতায় এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোম্পানির ২৪.১২.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩২৯ বোর্ড সভায় একটি এলএনজি সেল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, ০৮.০৫.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৩৪ তম বোর্ড সভায় এলএনজি ডিভিশনের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয় এবং এটি কোম্পানির মূল সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইতোমধ্যে এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কোম্পানির বিদ্যমান সংঘবিধি ও সংঘস্মারক সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত করা হয়েছে। আরপিজিসিএল-এর মাধ্যমে এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ ও এলএনজি আমদানি বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ :

১। ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ :

i) কক্সবাজারের মহেশখালীতে ৫০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য ১৮ জুলাই, ২০১৬ তারিখে পেট্রোবাংলা ও Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। টার্মিনাল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে আশা করা যায়, আগামী এপ্রিল, ২০১৮ নাগাদ Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক স্থাপিতব্য টার্মিনাল হতে জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

ii) কক্সবাজারের মহেশখালীতে ৫০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য ২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে পেট্রোবাংলা ও Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd. এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। টার্মিনাল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। আশা করা যায়, আগামী অক্টোবর, ২০১৮ নাগাদ স্থাপিতব্য টার্মিনাল হতে জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

২। Land Based LNG Terminal নির্মাণের লক্ষ্যে Terminal Developer নির্বাচন ঃ

i) গত ২৩.০২.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহেশখালী/পায়রা/কুতুবদিয়া সহ অত্র এলাকায় যেকোন সুবিধাজনক স্থানে Land Based LNG Terminal নির্মাণের লক্ষ্যে Terminal Developer নির্বাচনের জন্য ১৪.০৩.২০১৭ তারিখে EOI আহ্বান করা হয়। সর্বমোট ১০(দশ)টি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রস্তাব দাখিল করেছে। বর্তমানে প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৩। Feasibility Study কার্যক্রম :

i) কক্সবাজার জেলার মহেশখালীতে ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের লক্ষ্যে মাটি ভরাটকরণ বিষয়ে Feasibility Study সম্পাদন করার অংশ হিসেবে Environmental and social impact assessment এবং Morphological Study and Analysis সেবা প্রদানের জন্য Institute of Water Modeling (IWM)-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী Study কাজ সম্পন্ন করে IWM Draft Final Report দাখিল করেছে।

ii) মহেশখালী/কুতুবদিয়া/পায়রায় ১০০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ০২টি ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation Engineering Company, Japan. এবং Nippon Koei, Japan. এর সাথে ১৬.০৭.২০১৭ তারিখে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। Tokyo Gas চুক্তি অনুযায়ী Feasibility Study এর কাজ শুরু করেছে। আগামি এক বছরের মধ্যে study কাজ সম্পন্ন হবে।

iii) কক্সবাজারের মহেশখালীতে (সোনাদিয়ার উত্তর) দৈনিক ১০০০ এমএমসিএফ ক্ষমতাসম্পন্ন ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা গত ২০.১১.২০১৬ তারিখ China Huanqiu Contracting and Engineering Corporation (HQC) ও China CAMC Engineering Co., Ltd কনসোর্টিয়াম এর সাথে MoU স্বাক্ষর করে। টার্মিনাল স্থাপনের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠানিটি Feasibility Study আরম্ভ করেছে। ল্যান্ড বেইজড টার্মিনাল স্থাপনে উক্ত স্থানের Feasibility Study কাজ ০৬ মাস সময়ে সম্পন্ন করতে HQC, China এবং CAMCE, China একটি প্রস্তাব দাখিল করে-যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। Feasibility Study এর জন্য HQC, China এবং CAMCE, China এর সাথে ০১.০৮.২০১৭ তারিখে পেট্রোবাংলার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের Kick-off Meeting ১০.০৮.২০১৭ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

৪। Top Supervision and Monitoring সংক্রান্ত এলএনজি প্রকল্প :

i) কক্সবাজার জেলার মহেশখালী ও কুতুবদিয়ায় এবং পটুয়াখালি জেলার পায়রায় ল্যান্ড বেজইড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য টোকিও ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড গ্যাস সলিউশন (টিইজিএস) কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্টাডি এবং ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম Top Supervision and Monitoring এর জন্য পেট্রোবাংলা ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে আরপিজিসিএল-এর নিজস্ব অর্থায়নে 'Top Supervision and Monitoring' শীর্ষক এলএনজি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির জন্য চূড়ান্ত কনসালট্যান্ট নিয়োগের লক্ষ্যে ১০ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে আরপিজিসিএল এবং Monenco Iran, Proes Consultores S.A-JV এর মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্যে ইতোমধ্যে Monenco Iran, Proes Consultores S.A-JV এবং আরপিজিসিএল-এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের মধ্যে ১০/০৮/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের Kick-Off মিটিং করত: প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে।

৫। এলএনজি আমদানি কার্যক্রম :

i) **দীর্ঘমেয়াদি এলএনজি ক্রয় :**

এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে কাতারের RasGas এর নিকট হতে জি টু জি ভিত্তিতে এলএনজি ক্রয় বিষয়ে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। ১৩ জুলাই, ২০১৭ তারিখে প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটি (পিপিসি) ও RasGas এর Sales & Purchase Agreement (SPA) অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে। চূড়ান্ত SPA স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

ii) **স্বল্পমেয়াদি এলএনজি ক্রয় :**

AOT Trading AG, কর্তৃক LNG সরবরাহের নিমিত্ত AOT Trading AG এর সাথে ১৩ জুন, ২০১৭ তারিখে পেট্রোবাংলা MoU স্বাক্ষর করে। এতদিবিষয়ে AOT Trading AG হতে Sales Purchase Agreement (SPA) পাওয়া গেছে। SPA চূড়ান্তকরণের জন্য আলোচনা চলমান রয়েছে।

iii) **স্পট মার্কেট হতে এলএনজি ক্রয় :**

সরকারি অনুমোদনক্রমে বিশেষ আইনের আওতায় স্পট মার্কেট হতে Delivery Ex-Ship (DES) ভিত্তিতে এলএনজি ক্রয়ের জন্য গত ০৮ জুন, ২০১৭ তারিখ Request for expression of interest (EoI) for the shortlistings of potential LNG supplier for LNG receiving terminal on spot basis সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। উক্ত EoI এর বিপরীতে ১৭.০৮.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩৯ টি প্রস্তাব পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

৬। ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ :

i) কক্সবাজারের কতুবদিয়া উপেজেলার দক্ষিণ ধুরঙ্গ ও কৌয়ার বিল মৌজায় Land Based LNG Terminal নির্মাণের লক্ষ্যে ৫০ হেক্টর ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিভিন্ন ব্যক্তি বরাবরে বন্দোবস্তকৃত ভূমি কোম্পানির অনুকূলে অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক কক্সবাজার-এর নিকট আবেদন করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধীন আছে।

ii) **সাইট-০১**

কক্সবাজারের মহেশখালীতে দৈনিক ১০০০ এমএমসিএফ ক্ষমতা সম্পন্ন ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ৭০০ একর ভূমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে যা অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

iii) **সাইট-০২**

কক্সবাজারের মহেশখালীতে (সোনাদিয়ার উত্তর) দৈনিক ১০০০ এমএমসিএফ ক্ষমতা সম্পন্ন ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য ৫০০ একর ভূমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে যা অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

iv) **সাইট-০৩**

পায়রা বন্দর এলাকায় দৈনিক দৈনিক ১০০০ এমএমসিএফ ক্ষমতা সম্পন্ন ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য কলাপাড়া উপজেলার বানাতিপাড়া মৌজায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব ০৫.০৪.২০১৬ তারিখে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়। উক্ত স্থানে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব থাকায় ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক কর্তৃক ফেরত পাঠানো হয়। পরবর্তীতে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ৩০.১০.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পায়রা সমন্বিত উন্নয়ন সভায় পায়রা বন্দর এলাকায় এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের জায়গা চিহ্নিতকরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। বিষয়টি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

উৎপাদন ও উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রাঃ

গত ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৮,০০,০০০.০০ মেট্রিক টনের বিপরীতে ১১,৬০,৬৫৭.৮১ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদিত হয়েছে এবং ৩,৩৮৭ মিটার রোডওয়ের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

গত ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ভূ-গর্ভ থেকে ১২১৪ ফেইস থেকে সাফল্যজনকভাবে কয়লা উৎপাদন সম্পন্ন হয়েছে এবং ১২০৭ ফেইস হতে কয়লা উৎপাদন অব্যাহত আছে। ১২০৭ ফেইস এর উন্নয়ন কাজ সম্পূর্ণ রূপে সম্পন্ন হয়েছে এবং ১২১০ ফেইসের উন্নয়ন কাজ আংশিক সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও Dadicated Air Return Roadway (DARR) এবং Settling pond এর উন্নয়ন কাজ আংশিক সম্পন্ন হয়েছে।

এমপিএমএন্ডপি চুক্তিঃ

১০ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে এমপিএমএন্ডপি চুক্তি নম্বর বিসিএমসিএল ০৬.১৩৪.২০১১ এর মেয়াদ শেষ হয়েছে। ৭২ মাস মেয়াদি এ চুক্তিতে মোট কয়লা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫.৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যার বিপরীতে ৫.৫০৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদিত হয়েছে। অপরদিকে ১১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখ থেকে নতুন চুক্তি নম্বর বিসিএমসিএল ৬৪০.১৩৪.২০১৭ এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ৪৮ মাস মেয়াদি এ চুক্তিতে মোট ৩.২০৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। উক্ত চুক্তির আওতায় উল্লেখযোগ্য কাজসমূহের মধ্যে ৩.৩৮ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন তিনটি নতুন জেনারেটর স্থাপন; ৩৩ কেভি সাব স্টেশন আপগ্রেডেশন; এবং ভূ-গর্ভের পানির উত্তোলন বৃদ্ধি করার জন্য পাইপ শ্যাফট স্থাপনসহ -৪৩০ মি. ও -৫০০ মি. লেভেলে নতুন দুইটি সাম্পসহ পাম্প হাউজ স্থাপন-এর কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

খ) বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দু'টি স্টাডি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ঃ

১) বড়পুকুরিয়া কোল বেসিনের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পাদন করার লক্ষ্যে Feasibility study for extension of existing underground mining operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the northern side of the basin without interruption of the present production (1st Revised) শীর্ষক প্রকল্প।

২) দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য "Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh" শীর্ষক স্ট্যাডি প্রকল্প।

➢ **সাফল্যঃ**

- বড়পুকুরিয়া কোল বেসিন-এর উত্তর ও দক্ষিণে মাইনিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ সংক্রান্ত স্টাডি প্রকল্পটির এসএসপি গত ৩১-০১-২০১৭ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয় এবং স্ট্যাডি কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য JOHN T. BOYD COMPANY, USA এবং তাদের JV Partner Mazumder Enterprise, Bangladesh-এর সাথে ৬৮৩১.৩৭ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- গত ০২-০৩-২০১৭ তারিখ হতে প্রকল্পটির ভৌত কার্যক্রম শুরু হয়।

উত্তর-দক্ষিণ সম্প্রসারণ প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

- দীঘিপাড়া স্টাডি প্রকল্পের এসএসপি গত ০২-০২-২০১৭ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয় এবং ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য MIBRAG Consulting International GmbH, Germany and JV Partners: (i) FUGRO Consult GmbH, Germany (ii) Runge Pincock Minarco Limited, Australia-এর সাথে ১৬৭৪৬.৩৪ লক্ষ টাকা মূল্যে গত ৩০ মে, ২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- গত ০১-০৬-২০১৭ তারিখ হতে প্রকল্পটির ভৌত কার্যক্রম শুরু হয়।

দীঘিপাড়া কয়লাক্ষেত্রের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

- **সাবসিডেন্স মনিটরিং কার্যক্রমঃ**

  সিএমসি-এক্সএমসি কনসোর্টিয়াম-এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে ভূগর্ভ হতে কয়লা উত্তোলনের ফলে ভূপৃষ্ঠে সৃষ্ট সাবসিডেন্স-এর মনিটরিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপনকৃত মনিটরিং স্টেশনগুলো হতে মাইনিংজনিত কারণে সৃষ্ট ভূমি অবনমনের পরিমাণ কনসোর্টিয়াম এবং বিসিএমসিএল কর্তৃক যৌথভাবে পরিমাপ করা হচ্ছে।

বিসিএমসিএল কয়লা খনি পরিদর্শন

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড-এর খনির শিলা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এমজিএমসিএল এবং জার্মানিয়া-ট্রেষ্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি) এর মধ্যে গত ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে "Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services" সংক্রান্ত ১৭১.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী জিটিসি ছয় বছরে ৯২ লক্ষ মেট্রিক টন শিলা উৎপাদনসহ ১২টি স্টোপ ও ভূ-গর্ভস্থ রোডওয়ে এর উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। এরই ধারাবাহিকতায় জিটিসি গত ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ হতে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে খনি হতে মোট ৫৬,৫১৮.২৮ মেট্রিক টন শিলা উৎপাদিত হয়েছে। এ সময় পূর্ববর্তী বছরের অবিক্রিত শিলাসহ মোট ১,৮২,০৯৮.৯৯ মেট্রিক টন শিলা বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করা হয়েছে। যার বিক্রয় মূল্য ২,১১৭.৭১ লক্ষ টাকা। এছাড়া খনি হতে ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন শুরু হওয়ায় শিলা বিক্রয় বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। মধ্যপাড়া খনি বাংলাদেশের একমাত্র ভূ-গর্ভস্থ শিলা খনি। এ খনি হতে উৎপাদিত শিলা দেশের চাহিদা মেটানোসহ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় সম্ভব হচ্ছে।

উত্তর-দক্ষিণ সম্প্রসারণ প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

ক) সরকারি কোষাগারে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সংস্থা/কোম্পানির নাম	খাতভিত্তিক সরকারি কোষাগারে পরিশোধিত টাকার পরিমাণ						সর্বমোট
		সম্পুরক শুল্ক ও মুসক	কর্পোরেট ট্যাক্স	সিডি/ভ্যাট	ডিএসএল	রয়্যালটি	ডিভিডেন্ড	
১	পেট্রোবাংলা	৫৭৮৮.৯০	১০৮৫.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৮৭৪.৭৫
২	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ	২৭৮৬.২৮	১৪৫.২৯	০.০০	৭৪.৪১	০.০০	১৫০.১৪	৩১৫৬.১২
৩	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ	৪৬৮.০৪	১৬২.১১	০.০০	৬.৭৫	০.০০	১৪০.০০	৭৭৬.৯০
৪	বাপেক্স	২৭৭.০৫	২.৪৬	০.০০	৯.৪২	০.০০	০.০০	২৮৮.৯৩
৫	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিঃ	০.০০	৩৬০.০০	৭.৩৩	৩০.৫৬	০.০০	১৪৯.৯৫	৫৪৭.৮৪
৬	জালালাবাদ গ্যাস টি এন্ড ডি সিস্টমস লিঃ	০.০০	৩৮.৭২	০.১৭	৫.৪৯	০.০০	৩০.০০	৭৪.৩৮
৭	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০০	৭০.৭৫	৪.২৪	৪.৭৬	০.০০	৭৭.৫০	১৫৭.২৫
৮	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০০	৫৫.৯৩	১.৪২	০.০০	০.০০	৬২.৫০	১১৯.৮৫
৯	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ	০.০০	১২.৯৬	০.০০	১৪.৯৭	০.০০	১২.০০	৩৯.৯৩
১০	সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ	০.০০	২.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.১৮
১১	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লিঃ	২৪.৮১	৪৮.৮৮	৬.২১	৩৯৭.০৭	২৪.৮৩	১৫০.০২	৬৫১.৮২
১২	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোং লিঃ	৪.৭৩	৩.৭২	০.২৬	০.০০	০.৪১	০.০০	৯.১২
১৩	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোং লিঃ	০.০০	৮.০৯	৬৫.৮০	১৭৮.৩০	০.০০	১৩৬.৮০	৩৮৮.৯৯
১৪	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লিঃ	০.০০	১৩.৪২	৩০.৯৯	৩৭.২৪	০.০০	০.০০	৮১.৬৫
	সর্বমোট =	**৯৩৪৯.৮১**	**২০১০.৩৬**	**১১৬.৪২**	**৭৫৮.৯৭**	**২৫.২৪**	**৯০৮.৯১**	**১৩১৬৯.৭১**

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বাস্তবায়িত

উল্লেখযোগ্য/উন্নয়ণমূলক কর্মকান্ড ঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) ঃ

ক) আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প ঃ

১) আশুগঞ্জ-এলেঙ্গায় স্টেশন স্থাপন প্রকল্প ।

২) হাটিকুমরুল-ভেড়ামারা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।

৩) তিতাস গ্যাস ফিল্ডস উদগীরণ নিয়ন্ত্রণ এবং এ ফিল্ডের মূল্যায়ন ও উন্নয়ন।

খ) নিজস্ব তহবিলভুক্ত প্রকল্পসমূহ ঃ

১) শেরে বাংলা নগরস্থ প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকার দুটি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলা বিশিষ্ট গ্যাস ট্রান্সমিন কোম্পানি লিমিটেড-এর প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ।

২) ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর কোল বেড মিথেন এ্যাট জামালগঞ্জ কোল ফিল্ড (৩টি কোর কূপ খনন)।

৩) তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের কূপ নং ২৩, ২৪ (সরাইল) হতে খাঁটিহাতা এবং কূপ নং-২৫, ২৬ (মালিহাতা) হতে খাঁটিহাতা পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন লাইন নির্মাণ।

গ) জিডিএফভুক্ত প্রকল্প ঃ

১) তিতাস ফিল্ডে গ্যাস উদগীরণ এলাকায় কূপসমূহের ওয়ার্কওভার।

২) ৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স।

৩) বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসার স্থাপন।

৪) শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ প্রকল্প।

৫) তিতাস-২১ নং কূপ ওয়ার্কওভার

৬) শ্রীকাইল-৪ মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প।

৭) বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ১০ নং কূপ খনন।

৮) রূপকল্প -৪ খনন প্রকল্প ঃ ২টি অনুসন্ধান কূপ এবং ২টি ওয়ার্কওভার।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে "প্রকিউরমেন্ট অব গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট ফর শ্রীকাইল ফিল্ড" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বিজিএফসিএল এর অধীনে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে Expert Consultants নিয়োগের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস উদ্গীরণ সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং ৪টি নতুন কূপ (কূপ নং ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬) খনন ও প্রতিটি দৈনিক ৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে "তিতাস গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস উদ্গীরণ নিয়ন্ত্রণ এবং এ ফিল্ডের মূল্যায়ন ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় প্রকল্প সাহায্য ৬৮৫.৬০ কোটি টাকাসহ মোট ৯০৯.৩০ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায়

তিতাস ফিল্ডের গ্যাস উদ্‌গীরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়োজিত পরামর্শকগণ ২৯ জুন হতে ২৬ জুলাই, ২০১১ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা করে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশেষণপূর্বক চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনের আলোকে তিতাস ফিল্ডের ত্রুটিপূর্ণ কূপসমূহের রিমেডিয়াল কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে জিডিএফ অর্থায়নে 'তিতাস ফিল্ডের গ্যাস উদগীরণ এলাকার কূপসমূহের ওয়ার্কওভার' শীর্ষক একটি আলাদা প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৬টি গ্রুপের খনন মালামাল সংগ্রহ সম্পন্ন এবং ৪টি কূপ খনন ও ২টি প্রসেস পান্ট স্থাপনের জন্য ২ টি পৃথক লোকেশনে মোট ১৪.৯৯৩৫ একর ভূমি অধিগ্রহণপূর্বক ভূমি উন্নয়ন, রিটেইনিং ওয়াল, বাউন্ডারি ওয়াল, সংযোগ সড়ক, সিকিউরিটি পোষ্ট, আনসার সেড, রিগ প্যাড ফাউন্ডেশন ইত্যাদি পূর্তকাজ সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা ও কতিপয় মালামালসহ খনন ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ০৬ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। ঠিকাদারের মাধ্যমে তিতাস ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ নং কূপ খনন কার্য সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে ০১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তির আওতায় ২টি প্রসেস প্ল্যান্টের স্থাপন কাজও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ২টি প্রসেস প্ল্যান্টের মাধ্যমে বর্ণিত ৪টি কূপ হতে জাতীয় গ্রীডে অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ৬৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস যুক্ত করা হচ্ছে।

এডিবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে নিয়োজিত বৈদেশিক বিশেষজ্ঞগণের সুপারিশের আলোকে পেট্রোবাংলার সিদ্ধান্তানুযায়ী তিতাস ফিল্ডের ত্রুটিপূর্ণ কূপসমূহের রিমেডিয়াল কার্যক্রম গ্রহণ তথা তিতাস গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস উদগীরণ সমস্যা হ্রাসকল্পে জিডিএফ অর্থায়নে মোট ২৩৫.০০ কোটি টাকা সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'তিতাস ফিল্ডে গ্যাস উদগীরণ এলাকার কূপসমূহের ওয়ার্কওভার' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় সকল ওয়ার্কওভার মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৪টি ক্যাটাগরীতে প্রকৌশল সেবা গ্রহণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পে তিতাস ১, ২, ৫, ১০ ও ১১ নং কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পর এ কূপসমূহ হতে পূর্ববর্তী উৎপাদন হার বজায় রাখা ছাড়াও তিতাস ১০ নং কূপ হতে অতিরিক্ত দৈনিক ১৩ এমএমসিএফ ও তিতাস ১১ নং কূপ হতে অতিরিক্ত দৈনিক ০২ এমএমসিএফ গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

বাখরাবাদ ফিল্ডে উৎপাদনরত কূপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সাল হতে ভাড়া ভিত্তিতে বুস্টার কম্প্রেসর স্থাপনের মাধ্যমে উক্ত ফিল্ড হতে গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত রাখা হয়। এ ফিল্ডের কূপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হ্রাসের ধারা অনুসারে স্থাপিত বুস্টার কম্প্রেসর এর মাধ্যমে মার্চ, ২০১৬ এর পরে সঞ্চালন লাইনের চাপের সাথে সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব নয় বিধায় ভাড়া ভিত্তিতে স্থাপিত বুস্টার কম্প্রেসরসমূহ নতুন ক্রয়তব্য কম্প্রেসরের মাধ্যমে প্রতিস্থাপনের জন্য জিডিএফ-এর অর্থায়নে মোট ১১৯.৭৫ কোটি টাকা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বাখরাবাদ ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত ঠিকাদারের মাধ্যমে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ প্রতিটি দৈনিক ১৫ মিলিয়ন ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি কম্প্রেসর স্থাপনসহ কমিশনিং ও টেস্টিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ১২ মার্চ, ২০১৬ তারিখ হতে কম্প্রেসরসমূহের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদার প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের বিরাজমান ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর আওতায় GAZPROM EP INTERNATIONAL INVESTMENTS B.V. (Gazprom International) এর মাধ্যমে বাখরাবাদ ১০ নং কূপসহ আরো ৪টি কূপ (শ্রীকাইল-৪, রশিদপুর-৯, ১০ ও ১২) খননের সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে 'বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ১০ নং কূপ খনন' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ২২৪.৩৫ কোটি টাকা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে গ্রহণ করা হয়। বাখরাবাদ ১০ নং কূপটি খননের লক্ষ্যে ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে Gazprom International এর সাথে যৌথভাবে বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এর চুক্তিপত্র নং ০১-০৩-০১-০১/২০১২ তারিখ ২৬/০৪/২০১৪ এর Addendum No.6 স্বাক্ষরিত হয়। কূপটির খনন কার্য ০৯ মার্চ, ২০১৬ তারিখে শুরু হয় এবং খনন সহ কমপিশন সম্পন্নের পর গত ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখ হতে কূপটি থেকে দৈনিক প্রায় ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। কূপটির খনন কার্যে প্রয়োজনিয় পরামর্শক সেবা এসজিএফএল কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে গ্রহণ করা হয়েছে।

'অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাস্ট ট্র্যাক প্রোগ্রাম' প্রকল্পের আওতায় খননকৃত তিতাস ২১ নং কূপ হতে অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের কারণে ২০ জুন, ২০১৪ তারিখে গ্যাস উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে ১৩ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে এডিপিভূক্ত উচ্চ অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের আলোকে 'তিতাস ২১ নং কূপ ওয়ার্কওভার' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৫৩.০০ কোটি টাকা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ৪টি ক্যাটাগরীতে তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কূপটির ওয়ার্কওভার কার্যক্রম বাপেক্সের মাধ্যমে ১০ মার্চ, ২০১৬ তারিখে শুরু হয় এবং ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পর ১৬ মার্চ, ২০১৬ তারিখ হতে কূপটি থেকে দৈনিক ৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। বিজিএফসিএল এর মজুদকৃত মালামাল এ কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয়েছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্থায়নের উৎস/পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
এপ্রাইজাল অব গ্যাস ফিল্ডস (৩-ডি সাইসমিক), এসজিএফএল অংশ।	গ্যাস উৎপাদনের জন্য কূপ খনন/ ওয়ার্কওভার বা এতদসংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে রিজার্ভয়ারের সঠিক চিত্র পাওয়া।	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ৩৭৫৯.২১, জি ও বি ৩৮৬০.৬৮ ও নিজস্ব অর্থায়ন ৩১৪৫.১১ সহ মোট ১০৭৫৫.০০	রশিদপুর ফিল্ডে ৩২৫ বর্গ কিঃ মিঃ, কৈলাশটিলা ফিল্ডে ১৯০ বর্গ কিঃ মিঃ এবং সিলেট ফিল্ডে ১৯০ বর্গ কিঃ মিঃ অর্থাৎ মোট ৭০৫ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে।
অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাস্ট ট্র্যাক প্রোগাম (এস জি এফ এল অংশ)।	জুলাই ২০১০ - মার্চ ২০১৬ দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের এসজিএফএল অংশের আওতায় রশিদপুর ফিল্ডে ১টি নতুন কূপ (কূপ নং ৮) খনন করা।	জি ও বি ১৬৫২৫.০০	রশিদপুর-৮ নং কূপের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে ২৭-০৮-২০১৪ তারিখ হতে গ্যাস উত্তোলন শুরু করা হয়।
কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে ০১ টি মূল্যায়ন তেল কূপ/উন্নয়ন গ্যাস কূপ খনন (কৈলাশটিলা-৭)।	কৈলাশটিলা ৭ নং কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক ৫০০ ব্যারেল তেল অথবা দৈনিক ২৫ এমএমএসসিএফ গ্যাস উৎপাদন করা।	জিডিএফ ২১৮১৮.৭৯	কুপটি হতে ৫-৯-২০১৫ তারিখে দৈনিক কমবেশী ৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন শুরু করা হয়।
রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টে ২টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।	রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতঃ আরসিএফপি কে পূর্ণ ক্ষমতায় চালনা করা এবং পেট্রোলিয়াম পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।	এসজিএফএল এর নিজস্ব তহবিল ২১৩১.০০	প্রকল্পের আওতায় ২টি স্টোরেজ ট্যাংক (৬০,০০০ ও ২০,০০০ ব্যারেল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন) নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ট্যাংক দুটিতে তেল (কনডেনসেট) মজুদ করা হয়।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

(ক) সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর অধীন "Extension of Gas Distribution Network in Bhola and New Network at Borhanuddin" শীর্ষক প্রকল্পটি এসজিসিএল-এর নিজেস্ব অর্থায়নে ১৮৩৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গত ৩০-০৬-২০১৬ ইং তারিখে প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে । প্রকল্পের আওতায় ভোলা হতে বোরহানউদ্দিন উপজেলা পর্যন্ত ৬০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ৬" ব্যাসের ২০.০০ কিঃমিঃ ও ৪" ব্যাসের ০.৫০ কিঃমিঃ, ভোলা শহরে ৬০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ২"ব্যাসের ১০ কিঃমিঃ ও ১" ব্যাসের ১০ কিঃমিঃ এবং বোরহানউদ্দিন শহরে ৬০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ২" ব্যাসের ২.৫০ কিঃমিঃ ও ১" ব্যাসের ২.০০ কিঃমিঃ অর্থাৎ মোট ৪৫ কিঃমিঃ পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) ভোলা-বোরহানউদ্দীন সড়কে ৮" ব্যাসের ৩.২ কিঃমিঃ লেটারাল গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে।

(গ) ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহ শুরু করা হয়েছে।

(ঘ) ভোলায় প্রিয় অটোব্রিকস-এ গ্যাস সরবরাহ শুরু করা হয়েছে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

টার্ণ কী ভিত্তিতে আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃ ওঃ (দক্ষিণ) তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপলাইন ও আরএমএস নির্মাণ ঃ

এপিএসসিএল এর অর্থায়নে আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃ ওঃ (দক্ষিণ) তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপলাইন ও আরএমএস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নতুন স্থাপিত গ্যাস পাইপলাইন ও আরএমএস এর মাধ্যমে আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃ ওঃ (দক্ষিণ) তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

টার্ণ কী ভিত্তিতে আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃ ওঃ (উত্তর) তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপলাইন ও আরএমএস নির্মাণঃ

এপিএসসিএল এর অর্থায়নে আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃ ওঃ (উত্তর) তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপলাইন ও আরএমএস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নতুন স্থাপিত গ্যাস পাইপলাইন ও আরএমএস এর মাধ্যমে আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃ ওঃ (উত্তর) তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

রূপান্তরিত প্রকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের সাথে সাথে কোম্পানি স্থাপনাসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন, মেরামত ও সংস্কার ইত্যাদি কাজে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনা মোতাবেক কোম্পানির স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণার্থে ইতোমধ্যে প্রধান কার্যালয় এবং আশুগঞ্জ স্থাপনার সীমানা প্রাচীর উচুকরণ ও রংকরণ-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কোম্পানির আশুগঞ্জ ও কৈলাশটিলা স্থাপনার স্টোরেজ ট্যাঙ্ক, পাইপিং, মেশিনারিজ ইত্যাদি সংস্কার/রং করা হয়েছে। এছাড়া প্রধান কার্যালয় এবং সেন্ট্রাল সিএনজি ওয়ার্কশপ ও রি-ফুয়েলিং স্টেশন - এর বিদ্যমান খোলা প্রাঙ্গণের পুরাতন হেরিং বোন্ড মেরামতপূর্বক পরিপূর্ণ প্রাঙ্গন আরসিসি ঢালাই করা হয়েছে। এতে অবকাঠামো উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সিএনজি স্টেশনে আগত গাড়ীসমূহকে সার্ভিস প্রদানে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভোক্তাপর্যায়ে দ্রুত সার্ভিস প্রদান সম্ভব হচ্ছে। ইতি মধ্যে Auto Billing Managemnt system স্থাপন করা হয়েছে। ফলে, দ্রুত ও সচ্ছতার সাথে গ্রাহকগণের গাড়ীতে সিএনজি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত কার্যক্রম সম্পাদনের পূর্বে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রধান কার্যালয় এলাকায় মাল্টি-স্টোরিড ভবন নির্মাণকল্পে এবং আশুগঞ্জ স্থাপনায় 'কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট' স্থাপনকল্পে একটি ৮০০ ঘনমিটার ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ফায়ার ওয়াটার রিজার্ভারসহ ফুয়েল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক ও ছয়তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সাব-সয়েল টেষ্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ সকল স্থাপনা এলাকার ডিজিটাল টপো-গ্রাফিক্যাল সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আশুগঞ্জ স্থাপনার অপারেশনাল কার্যক্রম/ কনডেনসেট সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে রুম নির্মাণপূর্বক জেনারেটর স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে, আরইবি-এর পাশাপাশি নিজস্ব বিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উদ্ভাবনী কার্যক্রমঃ

কোম্পানিতে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভবনি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে কোম্পানির বিভিন্ন বিভাগ/ দপ্তরসমূহ হতে সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ; অন-লাইন সেবা চালু; দাপ্তরিক অভ্যন্তরিণ কর্মপ্রক্রিয়ার উন্নয়ন; উদ্ভাবন-সহায়ক পরিবেশ তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত উদ্ভাবনি ধারণার আলোকে কোম্পানিতে কতিপয় উদ্ভাবনী কার্যক্রম এ অর্থ-বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। যেমন -

১) সিএনজি বিক্রয়ে অটো-বিলিং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিএসটিআই কর্তৃক নিরীক্ষণ শেষে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে।

২) সিএনজি সিলিন্ডার টেস্টিং-এ অন-লাইন সেবা চালু আছে।

৩) সেবা প্রত্যাশি ও দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪) প্রধান কার্যালয়ে সার্ভার স্থাপনসহ অন-লাইন ভ্যাট একাউন্টিং সফটওয়ার প্রবর্তন করা হয়েছে।

৫) নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবার জন্য ব্যন্ডউইড্থ আপগ্রেডেশন/ ওয়েবসাইট আপগ্রেডেশন; ইত্যাদি উল্লিখযোগ্য।

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবভিত্তিক অগ্রগতি ও অর্জন বিবেচনায় স্ব-মূল্যায়নে এ কোম্পানি ইনোভেশন/ উদ্ভাবনি কর্মকান্ড বাস্তবায়নের বিপরীতে ৭৫ (পঁচাত্তর) নম্বর অর্জন সম্ভব হয়েছে, যা 'উত্তম' শ্রেণির কর্মতৎপরতা ও সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড

- ৩০" ব্যাসের ৮৪ কিঃমিঃ হাটিকুমরুল-ভেড়ামারা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

বাস্তবায়িত উন্নয়মূলক কর্মকান্ডঃ

- বিসিএমসিএল-এর আবাসিক এলাকায় "দুই ইউনিট বিশিষ্ট পাঁচতলা আবাসিক ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ (গ্রুপ-১)"-এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে, ভবনটি অফিসারদের আবাসিক ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- কোম্পানির আবাসিক ও শিল্প এলাকা এবং বিস্ফোরক ম্যাগাজিনের সীমানা প্রাচীরের ভিতর পার্শ্ব ঘেঁষে নিরাপত্তা টহলের জন্য সিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে উক্ত রাস্তা নিরাপত্তা টহলের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- সম্মানিত কয়লা ক্রেতাদের বিশ্রামাগার/রিফ্রেস-এর জন্যে কোম্পানির কোল সেল অফিস/ব্যাংক ভবনের নীচতলা প্রয়োজনীয় সংস্কার/মেরামতকরণসহ উহার সীমানা প্রাচীর ও এপ্রোচ রোড নির্মাণ কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।
- নিরাপত্তার স্বার্থে কোম্পানির শিল্প এলাকা হতে অফিস এলাকা পৃথকীকরণের জন্য ফেন্সিং নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।
- কোম্পানির আবাসিক ও শিল্প এলাকার সীমানা প্রাচীরের ভিতর পার্শ্বে বৈদ্যুতিক লাইট পোস্ট ও লাইট স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে।
- কোম্পানির পুরাতন ড্রাইভার সেড মেরামত করে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর/ক্যান্টিন চালু করা হয়েছে।
- কোম্পানির আবাসিক সাব স্টেশনের আনুভূমিক বর্ধিতকরণ কাজ শেষ হয়েছে।
- শিল্প এলাকার বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন সংলগ্ন বৈদ্যুতিক মেইন্ট্যানেন্স ওয়ার্কসপ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কোম্পানির অফিসার্স আবাসিক এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কোম্পানির পুরাতন চাইনীজ ক্যাম্পে নিরাপত্তার কাজে অবস্থানরত আনসার সদস্যদের জন্য সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

পেট্রোবাংলার ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)

ক) আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প ঃ

১) বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মান প্রকল্প।

২) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প।

৩) গ্যাস ট্রান্সমিশন ক্যাপসিটি এক্সপানশন প্রকল্প।

৪) বিহ্যাবিলিটেশন এন্ড এক্সপানশন অব এক্সিসটিং সুপারভাইজরি কন্ট্রোল এন্ড ডাটা এক্যুইজিশন সিস্টিম অব ন্যাশনাল গ্যাস গ্রীড আন্ডার জিটিসিএল।

৫) মহেশখালী-আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প।

৬) ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট

৭) ধনুয়া-এলেঙ্গা এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিমপাড় নলকা পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।

৮) ইন্সটলেশন অব প্রি-পেইড গ্যাস মিটার ফর টিজিটিডিসিএল প্রকল্প।

৯) তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন প্রকল্প।

১০) চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।

খ) নিজস্ব তহবিলভুক্ত প্রকল্পসমূহ ঃ

১) রশিদপুরে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন।

২) পেট্রোলকে অকটেন এ রূপান্তরের লক্ষ্যে আরসিএফপিতে ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট স্থাপন।

৩) কন্সট্রাকশন অব ২০ ইঞ্চি ডিএন ৩০ কিঃ মিঃ ১০০০ পিএসআইজি ট্রান্সমিশন লাইন ফরম শ্রীপুর টু জয়দেবপুর সিজিএস প্রকল্প।

৪) ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর এক্সটেনশন অব এক্সিসটিং আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং অপারেশন অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন টুওয়ার্ডস দ্যা নর্দান সাইডস অব দ্যা বেসিন উইথআউট ইন্টারাপশন অব দ্যা প্রেজেন্ট প্রোডাকশন।

৫) গাজীপুরে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ এর অফিস ভবন নির্মাণ।

৬) শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, শেরপুর মৌলভীবাজার-এ গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প।

৭) আনোয়ারা-ফৌজদারহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প।

৮) ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর ডেভেলপমেন্ট অব দিঘীপাড়া কোল ফিল্ড, দিনাজপুর।

গ) জিডিএফভুক্ত প্রকল্প ঃ

১) কৈলাশটিলা ৯নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন) খনন।

২) সিলেট ৯নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন) খনন।

৩) রশিদপুর ৯নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন) খনন।

৪) রশিদপুর ১০, ১২ ৯নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন) খনন।

৫) বাখরাবাদ ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসার স্থাপন।

৬) শাহজাদপুর-সুন্দলপুর এপ্রেইজেল/ডেভেলপমেন্ট ড্রিলিং এন্ড সুন্দুলপুর-১ ওয়ার্কওভার প্রকল্প।

৭) রূপকল্প ১ খনন প্রকল্প ঃ ৩টি অনুসন্ধান কূপ।

৮) রূপকল্প ২ খনন প্রকল্প ঃ ৪টি অনুসন্ধান কূপ।

৯) রূপকল্প ৩ খনন প্রকল্প ঃ ৪টি অনুসন্ধান কূপ।

১০) রূপকল্প ৪ খনন প্রকল্প ঃ ২টি অনুসন্ধান কূপ।

১১) বাপেক্স এর জন্য রিগ সাপেটিং যন্ত্রপাতিসহ একটি খনন এবং একটি ওয়ার্কওভার রিগ সংগ্রহ।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

রূপকল্প-১ খনন প্রকল্প ঃ

প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য অনুসন্ধান কূপসমূহঃ (১) হারারগঞ্জ #১ (২) শ্রীকাইল ইষ্ট #১ ও (৩) সালদা নর্থ #১

প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য উন্নয়ন কূপসমূহঃ (১) কসবা #২ (২) শ্রীকাইল নর্থ #২

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৬ - জুন, ২০১৮।

প্রকল্প ব্যয় ঃ ন.বৈ.মুদ্রা ৩৩,১২৫.০০ লক্ষ সহ মোট ৪৭,৭৮৩.০০ লক্ষ টাকা।

অর্থায়ন ঃ জিডিএফ।

- সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপ বাপেক্সের নিজস্ব রিগ বিজয়-১০ দিয়ে খননের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন কাজ চলছে। কূপ খননের লক্ষ্যে বৈদেশিক মালামাল ও তৃতীয় পক্ষ সেবা ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে। গত ০১-০৩-২০১৭ তারিখে শ্রীকাইল ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপের লোকেশন দেয়া হয়েছে কূপ এলাকার ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্তে ২০-০৪-২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়ার পর ২৩-০৪-২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্ট দুই জেলা (বি.বাড়িয়া ও কুমিল্লা) প্রশাসক বরাবরে ভূমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা নিতে পত্র দেয়া হয়েছে। গত ১৭-০৫-২০১৭ তারিখে ডিসি অফিস, বি-বাড়িয়া কর্তৃক হুকুম দখলের সম্ভাব্যতা যাচাই কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। শ্রীকাইল নর্থ-২ ও কসবা-২ উন্নয়ন কূপ ০২টি সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান কূপ ০২টি খননের সফলতার উপর ভিত্তি করে খনন করা হবে। প্রকল্পের জন্য ০১টি জীপ ভাড়া করা হয়েছে যা ১৬-০৩-২০১৭ তারিখ হতে প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত আছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে আরএডিপি'তে মোট ১১২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে রাজস্ব ও মূলধন খাতে যথাক্রমে ৪৫.০০ ও ৬৭.০০ লক্ষ টাকা। জুন, ২০১৭ মাস পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয় রাজস্ব খাতে ৩৯.৮৬ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ৬৬.৭৫ লক্ষ টাকা হয়েছে। এডিপি ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের জন্য ন.বৈ.মুদ্রা ৬০৭৫.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১০,০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে।

রূপকল্প-২ খনন প্রকল্প ঃ

প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য অনুসন্ধান কূপসমূহঃ (১) সালদানদী দক্ষিণ #১ (২) সেমুতাং দক্ষিণ #১ (৩) বাতচিয়া #১ (৪) সালদানদী পূর্ব #১
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৮।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ন.বৈ.মুদ্রা ২৮,৪৫০.০০ লক্ষ সহ মোট ৪১,৪৫২.০০ লক্ষ টাকা।
অর্থায়ন ঃ জিডিএফ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ ২২.০৯.২০১৬ এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২১.১২.২০১৬ ইং

- সেমুতাং সাউথ-১ কূপ খননের জন্য ৬.২ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। অধিগ্রহণকৃত জমিতে ভূমিউন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক এবং বক্সকালবার্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- সেমুতাং সাউথ-১ ও বাতচিয়া অনুসন্ধান কূপ দুটি ট্রানকি ভিত্তিতে খননের জন্য বিশেষ বিধানের অধীন ভাড়ার রিগের দরপত্র আহ্বান করা রয়েছে। সাউথ-১ কূপ খনন ঠিকাদার পিপিসি'র মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- বাতচিয়া-১ কূপ খনন ঠিকাদার নিয়োজিত করণের দরপত্র মূল্যায়ন কাজ শেষে রিগ ঠিকাদারদের সাথে নেগোসিয়েশন প্রক্রিয়াধীন আছে।
- প্রকল্প অফিসের জন্য অফিস সরঞ্জাম ও মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রকল্পের ডিপিপি'র খাতসমূহের অর্থ পুনঃনির্ধারণের জন্য আরডিপিপি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

রূপকল্প-৩ খনন প্রকল্প ঃ
প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য অনুসন্ধান কূপসমূহঃ (১) কসবা # ১ (২) মাদারগঞ্জ # ১ (৩) জামালপুর # ১ (৪) শৈলকুপা # ১
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৬ - জুন, ২০১৮।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ন.বৈ.মুদ্রা ২৪,৬৫৫.০০ লক্ষ সহ মোট ৩৮,২৬৩.০০ লক্ষ টাকা।
অর্থায়ন ঃ জিডিএফ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ ২২.০৯.২০১৬ এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২১.১২.২০১৬ ইং

- প্রকল্পের অধীণে খননতব্য কসবা # ১ অনুসন্ধান কূপের জমি ও এপ্রোচ রোড অধিগ্রহণ এর বিপরীতে বিভিন্ন Compensation এর টাকার পরিমাণ ডিসি অফিস হতে জানানো হলে টাকা পরিশোধের লক্ষ্যে ডিসি, বি.বাড়ীয়া বরাবর চেক প্রদান করা হয়েছে।
- ৩০.০৩.২০১৭ তারিখে কসবা # ১ এর লোকেশনে সাইড উন্নয়ন অর্থাৎ মাটি কাটা, মাটি ভরাট, মাড পিট তৈরী ও যোগাযোগ সড়ক নির্মান কাজের জন্য আহবানকৃত দরপত্র নং- ১২৪.৮২.০২ তারিখ ১২.০৩.২০১৭ এর বিপরীতে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ কারিগরি উপ-কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নের পর পিপিসি অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। কৃতকার্য দরদাতাকে ক্রয়াদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীণ রয়েছে।
- কসবা # ১ কূপ খননের জন্য জমি প্রাপ্তিতে বিলম্ব এবং যথাসময়ে ঠিকাদার নিয়োগ অনুমোদন না পাওয়ায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত ৮৫.০০ লক্ষ টাকা খরচ করা সম্ভব হয়নি। ফলে এডিপি-তে বরাদ্দকৃত ১৩৬.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৯.৭৪ লক্ষ টাকা খরচের পর অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করা হয়েছে।
- মাদারগঞ্জ # ১ (ভাড়াকৃত রিগ দ্বারা খনন করা হবে) এর লোকেশন ১৭.০৬.২০১৭ তারিখে পাওয়া যায়। ভূমি অধিগ্রহণ এবং লোকেশনে খনন মালামাল নিরাপদে স্থানান্তরের জন্য রোড সার্ভে শীঘ্রই করা হবে।
- জামালপুর # ১ ও শৈলকূপ া# ১ অনুসন্ধান কূপের লোকেশন পাওয়া যায়নি।

রূপকল্প-৪ খনন প্রকল্প ঃ

প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য অনুসন্ধান কূপসমূহঃ (১) শাহবাজপুর ইষ্ট # ১ (২) ভোলা নর্থ # ১
প্রকল্পের বিপরীতে খননতব্য ওয়ার্কওভার কূপসমূহঃ (১) শাহবাজপুর # ১ ও # ২
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৬ - জুন, ২০১৮।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ন.বৈ.মুদ্রা ৩৩,৪৪৫.০০ লক্ষ সহ মোট ৪৬,২১০.০০ লক্ষ টাকা।
অর্থায়ন ঃ জিডিএফ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ ২৭.০২.২০১৭ এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২১.১২.২০১৬ ইং

- শাহবাজপুর ইষ্ট-১ এবং ভোলা নর্থ-১ এর ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে।
- শাহবাজপুর ইষ্ট-১ ও ভোলা নর্থ-১ কূপ দুটি খননের নিমিত্তে * এর সাথে গত ২৯-০৩-২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং গত ৩০-০৩-২০১৭ তারিখে * প্রদান করা হয়।

- শাহবাজপুর # ২ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সমাপ্তির পর বর্তমানে প্রতিদিন কমবেশী ২০ মিলিয়ন ঘণফুট গ্যাস উৎপাদন করে পাইপলাইনে সরবরাহ করা হচ্ছে।

Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment Project:

- প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় ঃ ৩২৭৫৭.০০ লক্ষ টাকা।
- প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তির তারিখ ঃ ১৯-০৯-২০১৬।
- প্রকল্প পরিচালকের যোগদানের তারিখ ঃ ১৬-০৩-২০১৭।
- ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে অর্থ ছাড়ের পরিমাণ ঃ ১০১.০০ লক্ষ টাকা।
- ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে প্রকৃত খরচ ঃ ৮২.৬১ লক্ষ টাকা।
- ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সম্পাদিত কাজ ঃ ৬০০-৬৫০ হর্স পাওয়ার রিগ ক্রয়ের নিমিত্তে সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স SJ Petroleum Machinery Co., China এর সাথে USD ৮,৬৫৭,৯৯৭.০০ এবং BDT ৩১,৯৮৩,০০০.০০ পরিমাণ অর্থের চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং L/C Opening করা হয়।

শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর # ২) মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প ঃ

শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর # ২) মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্পে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকারের নির্মাণ পূর্ত কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে এবং দেশী/বিদেশী খনন যন্ত্রপাতি, মাড কেমিক্যালস, সিমেন্ট এন্ড এডিটিভস, ড্রিলিং বিট, লাইনার হেংগার ও কেসিং এক্সেসরিস, বিভিন্ন সাইজের কেসিং সংগ্রহ করা হয়েছে। লগিং, টেস্টিং ও সিমেন্টিং সার্ভিসেস গ্রহণের লক্ষ্যে তৃতীয় পক্ষীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। পরবর্তীতে বাপেক্সে আইডিকো-১৭০০ রিগ দ্বারা সুন্দলপুর # ২ খননের লক্ষ্যে রিগটি প্রকল্প এলাকা হাবিবপুর, নোয়াখালীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে রিগ-আপ, কমিশনিং ও টেষ্টিং সম্পন্ন করে ১০ই জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে খনন কাজ করে নির্ধারিত সময়ের পূর্বের টার্গেট পর্যন্ত খনন কাজ সম্পন্ন হয়। এরপর কেসিং, সিমেন্টিং, সিমেন্ট ড্রিলিং, ভিএসপি, পারফোরেশন, সিমেন্ট স্কুরিজিং জব, লগিং, ডিএসটি ও টেষ্টিং সম্পন্ন করা হয়েছে। কূপটিতে গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় এবং দৈনিক ৮ মিলিয়ন হতে ১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। কূপ হতে বর্তমানে গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন পাইপ লাইন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

যৌথ উদ্যোগ কার্যক্রম ঃ

ছাতক এবং ফেনী প্রান্তিক গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য ২০০৩ সালে নাইকোর সাথে বাপেক্সের যৌথ সহযোগিতা চুক্তি (JVA) স্বাক্ষরিত হয়। নাইকো কর্তৃক ছাতক গ্যাসক্ষেত্রে খনন অপারেশন চলাকালীন ব্লো-আউট সংঘটিত হয়। এ প্রেক্ষিতে ICSID এ বর্তমানে দু'টি Arbitration চলমান আছে। বাংলাদেশ সরকার এবং পেট্রোবাংলার সম্মতি, সহযোগিতা ও নির্দেশনায় বাপেক্স স্বপক্ষে রায় প্রাপ্তির আশায় আইনী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে । এ প্রেক্ষিতে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে ফ্রান্সে উক্ত মামলার শুনানী অনুষ্ঠিত হয় । বাপেক্সের পক্ষে রায় পাওয়া গেলে ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র এলাকায় অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

সরকারি নির্দেশনার আলোকে পার্বত্য চট্রগ্রাম এলাকাধীন পটিয়া, জলদী, সীতাপাহাড় এবং কাসালং ভূ-গঠনে বাপেক্সের সাথে যৌথভাবে অনুসন্ধান ও গ্যাস উত্তোলন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি অন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য EOI আহ্বান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে

প্রাথমিক প্রস্তাব মূল্যায়নের পর চারটি প্রতিষ্ঠানকে শর্ট-লিস্টেড করা হয়। গত ২০ ডিসেম্বর, ২০১৫ চূড়ান্ত প্রস্তাব দাখিলের শেষ দিন ধার্য ছিল। একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত পস্তাব দাখিল করে। প্রস্তাব মূল্যায়ন শেষে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলে তারা অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন সাড়া প্রদান করেনি।

IOC-এর কার্যক্রমে সেবা প্রদান ঃ

আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশগ্রহণ করে বাপেক্স ব্লক-৯ এর বর্তমান অপারেটর সিঙ্গাপুর ভিত্তিক ক্রিসএনার্জির জন্য বাঙ্গোরা-৬ এবং ৭ কূপদ্বয় খননের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। বাপেক্স এর বিজয়-১০ রিগ দ্বারা বাঙ্গোরা-৬ কূপের খনন কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক বাঙ্গোরা-৬ এবং ৭ কূপ খনন সফলভাবে সম্পন্ন হলে বাপেক্স এর সফলতার একটি মাইলফলক স্থাপিত হবে ।

উল্লেখ্য যে, ইত:পূর্বে ২০০৯ সালে বাপেক্স চুক্তিভিত্তিতে ব্লক- ৯ এ তাল্লো বাংলাদেশ লিঃ এর পক্ষে বাঙ্গোরা-৩ সফলভাবে ওর্য়াকওভার সম্পন্ন করে। এ ছাড়াও ব্লক-৯ এ তাল্লো বাংলাদেশ লিঃ এর জন্য ৫৭৩ লাইন কিলিমিটার ৬০-ফোল্ড টু-ডি সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং ব্লক-১২ এ Unocal Bangladesh Ltd. এর জন্য ২১ লাইন কিলোমিটার ৪০-ফোল্ড টু-ডি সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা কয়েছে ।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বিজিএফসিএল এর অধীনে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি এবং নরসিংদী গ্যাস ফিল্ডে অবস্থিত কূপসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাসের চাপ সঞ্চালন লাইনের চাপের সাথে সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে কম্প্রেসর স্থাপনের নিমিত্ত জাইকা'র আর্থিক সহায়তায় 'Natural Gas Efficiency Project [Installation of Gas Compressors at Titas (Location-C) & Narsingdi Gas Fields]' শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত প্রকল্প সাহায্য ৭২৯.০০ কোটি টাকাসহ মোট ৮৬৮.০০ কোটি টাকায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য ১৮ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ০১-০২-২০১৬ তারিখ হতে তাদের বিশেষজ্ঞ পরামর্শক মোবিলাইজেশনপূর্বক সাইটে কাজ শুরু করেছে। কম্প্রেসর ঠিকাদার নিয়োগের জন্য পরামর্শক কর্তৃক Pre-Qualification Document প্রণয়নপূর্বক জাইকা ও বিজিএফসিএল বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ৩১ মে, ২০১৬ তারিখে ৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় Tender for Prequalification বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রস্তাব ০৪-০৮-২০১৬ তারিখে খোলা হয়। প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহ মূল্যায়নে সকল প্রতিষ্ঠান Eligibility Criteria এর ন্যূনতম শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় জাইকার সম্মতি ও বিজিএফসিএল বোর্ডের অনুমোদনক্রমে Pre-qualification এর পরিবর্তে সরাসরি এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতিতে ০৬-০২-২০১৭ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয় যা ০৭-০২-২০১৭ তারিখে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১২-০২-২০১৭ তারিখ হতে দরপত্র দলিল বিক্রয় শুরু হয়।

প্রস্তাবনাসমূহ ৩১-০৫-২০১৭ তারিখে খোলা হয়েছে। পরামর্শকগণের সহায়তায় দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন শেষে মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিজিএফসিএল বোর্ড কর্তৃক ০৮-০৮-২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাইকা'র সম্মতির নিমিত্ত জাইকা বরাবর ১৭-০৮-২০১৭ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।

তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে অবস্থিত কূপসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাসের চাপ সঞ্চালন লাইনের চাপের সাথে সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে কম্প্রেসর স্থাপনের নিমিত্ত এডিবি'র অর্থায়নে "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত প্রকল্প সাহায্য ৭৫৩.০০ কোটি টাকাসহ মোট ৯১০.০০ কোটি টাকায় গ্রহণ করা হয়। এডিবি'র সাথে সরকারের ঋণ চুক্তি ও বিজিএফসিএল এর সাথে প্রকল্প চুক্তি ২৯-১২-২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক সেবা নিয়োগের নিমিত্ত ০৫-০১-২০১৭ তারিখে উঙও আহবানের বিপরীতে ১৪-০২-২০১৭ তারিখে ২০টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রস্তাবনা পাওয়া যায়। প্রস্তাবনাসমূহের মূল্যায়ন সম্পন্নপূর্বক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও Narrative evaluation criteria সহ RFP document এডিবি কর্তৃক ০৬-০৪-২০১৭ তারিখে এবং বিজিএফসিএল বোর্ড কর্তৃক ০২-০৫-২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। RFP document ০৩-০৫-২০১৭ তারিখে Short listed ৬টি ফার্ম এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত RFP document এর উপর ২৮-০৫-২০১৭ তারিখে Pre-proposal conference অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫টি Short listed ফার্মসমূহের নিকট হতে প্রস্তাব (কারিগরী ও আর্থিক) ১৮-০৭-২০১৭ তারিখে পাওয়া যায় এবং একই দিনে কারিগরি প্রস্তাবসমূহ খোলা হয়। কারিগরি প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন সম্পন্ন শেষে বর্তমানে মূল্যায়ন প্রতিবেদন এডিবি'র নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের ৬, ৭, ৯ ও ১৩ নং কূপ, নরসিংদী ১নং কূপ এবং সাময়িকভাবে বন্ধ থাকা হবিগঞ্জ ১নং কূপ ও বাখরাবাদ ১নং কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রমের জন্য পেট্রোবাংলার সিদ্ধান্তানুযায়ী জিডিএফ অর্থায়নে "তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত মোট ৩৫৪.৫০ কোটি টাকায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ৬টি গ্রুপের মালামাল সংগ্রহের লক্ষ্যে ১৬-১২-২০১৬ তারিখে দরপত্র আহবান এর বিপরীতে ০৯-০২-২০১৭ তারিখে প্রস্তাবনাসূমহ গ্রহণ করা হয়। কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়ন সম্পন্নের পর সফল দরদাতা বরাবর ১৮-০৬-২০১৭ তারিখে NOA প্রদান করা হয়েছে। সকল গ্রুপের বিপরীতে PG

গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন আছে। ৪টি ক্যাটাগরীতে তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ০৭-০১-২০১৭ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয় এবং ২৩-০২-২০১৭ তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হয়। ৪টি ক্যাটাগরীর মধ্যে ২টি ক্যাটাগরির মূল্যায়ন প্রতিবেদন ০৮-০৮-২০১৭ তারিখ বিজিএফসিএল বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়। বর্তমানে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। অবশিষ্ট ২টি ক্যাটাগরির মূল্যায়ন প্রতিবেদন আসন্ন বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে আহবানকৃত EOI ২৩-০৩-২০১৭ তারিখে খোলা হয়। প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহের মূল্যায়ন সম্পন্নের পর মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১১-০৬-২০১৭ তারিখে বিজিএফসিএল বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়েছে। Short Listed ০৬টি ফার্মের নিকট ০৩-০৭-২০১৭ তারিখে RFP প্রেরণ করা হয়েছে যা ২৪-০৮-২০১৭ তারিখে খোলা হয়েছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্থায়নের উৎস/পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
রশিদপুরে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন (১ম সংশোধিত)।	দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিবিয়ানা ফিল্ডে বর্ধিত উৎপাদিতব্য কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা।	এস জি এফ এল এর নিজস্ব তহবিল ৪৬৩৫০.০০	প্রকল্পের সার্বিক কাজ প্রায় ৫৪.৬৪% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক প্রায় ২৮০০ ব্যারেল পেট্রোল, ৩৬০ ব্যরেল ডিজেল ও ৮৪০ ব্যারেল কেরোসিন উৎপাদন করা সম্ভব হবে।
পেট্রোলকে অকটেন-এ রূপান্তরের লক্ষ্যে আর সি এফ পি-তে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপন। (২য় সংশোধিত)	রশিদপুরে বিদ্যমান দৈনিক ৩৭৫০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট এবং বাস্তবায়নাধীন দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের উৎপাদিত পেট্রোলকে ক্যাটালাইটিক রিফরমিং এর মাধ্যমে অকটেনে রূপান্তর করার জন্য দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপন।	এসজিএফএল এর নিজস্ব তহবিল ৪৯৭৯৮.৩১	প্রকল্পের সার্বিক কাজ প্রায় ৩১.৮০% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক প্রায় ২৭১০ ব্যারেল অকটেন এবং ২৫.৬৮ মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদন করা সম্ভব হবে।
কৈলাশটিলা-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন।	দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৩-ডি সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের ভিত্তিতে কৈলাশটিলা-৯ নং কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক ২৫ এমএমএসসিএফ গ্যাস ও দৈনিক ২৫০ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদন করা।	জিডিএফ ১৪০০৭.০০	কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ ও রশিদপুর-৮ নং কূপের ফলাফল ৩-ডি সাইসমিক জরীপ রিভিউ ফলাফলের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা সাপেক্ষে আপাততঃ প্রকল্পের কাজ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
সিলেট - ৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন।	দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৩-ডি সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের ভিত্তিতে সিলেট-৯ নং কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক ১৫ এমএমএসসিএফ গ্যাস অথবা দৈনিক ৩০০ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল উৎপাদন করা।	জিডিএফ ১৬০২৭.০০	
এসজিএফএল-এর সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটিলা ও রশিদপুর ফিল্ডে সম্পাদিত ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ডাটা ও প্রতিবেদনসমূহ রিভিউকরণ।	আলোচ্য স্ট্রাকচারসমূহে ইত:পূর্বে সম্পাদিত ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ডাটা ও প্রতিবেদনসমূহ পুনঃপর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ করা, নতুন স্যান্ড পুনঃনির্ধারণসহ বিদ্যমান স্যান্ডের প্রকৃত এরিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন নির্ণয় করাসহ ইত:পূর্বে নির্ধারিত কূপ লোকেশনসমূহ যৌক্তিকভাবে পুনঃনির্ধারণ করা।	এসজিএফএল এর নিজস্ব তহবিল ১৩১৮.৭৭	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ১০-১-২০১৭ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। ১৪-০২-২০১৭ তারিখে বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মেসার্স Schlumberger Seaco Inc. এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ডাটা রিভিউ কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের সার্বিক কাজ প্রায় ৫% সম্পন্ন হয়েছে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)

আশুগঞ্জ গ্যাস মেনিফোল্ড স্টেশনের অফটেক হতে আশুগঞ্জ সারকারখানা পর্যন্ত ১০" ব্যাস ও ৬৬ বার চাপের ১.০৩ কিঃ মিঃ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ কাজ ঃ

আশুগঞ্জ সার কারখানায় গ্যাসের স্বল্প চাপজনিত সমস্যা নিরসনের জন্য আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড (এএফসিসিএল) এর অর্থায়নে ৩.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে জিটিসিএল এর আশুগঞ্জ গ্যাস মেনিফোল্ড স্টেশন হতে আশুগঞ্জ সার কারখানা পর্যন্ত ১০" ব্যাস ও ৬৬ বার চাপের ১.০৩ কিঃ মিঃ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

বিজরা অফটেক, লাকসাম, কুমিল্লা হতে কুমিল্লা ইপিজেড পর্যন্ত ৮" ব্যাস ও ২৪/১০ বার চাপের ২৭ কিঃ মিঃ গ্যাস পাইপলাইন ও আরএমএস নির্মাণ কাজ ঃ

বিজিডিসিএল এর পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের আলোকে কুমিল্লা শহর, ইপিজেড ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিরাজমান গ্যাসের স্বল্প চাপজনিত সমস্যা নিরশনকল্পে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ২৯.৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বিজরা অফটেক হতে কুমিল্লা ইপিজেড পর্যন্ত ২৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ২৪/১০ বার চাপের গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ, এইচপি-ডিআরএস ফেব্রিকেশন, স্থাপন ও কমিশনিং কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২৭ কিঃ মিঃ পাইপলাইন নির্মাণ, এইচপি-ডিআরএস ফেব্রিকেশন, স্থাপন ও কমিশনিং কাজের বিপরীতে প্রাক্কলিত ৮.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ই-টেন্ডারিং আহব্বান করা হলে মেসার্স আর্ক কনট্রাকশন কোম্পানি , ঢাকা কর্তৃক ৯.৬৯ কোটি টাকা উদ্বৃত দরে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে আর্থিক ও কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। ঠিকাদার মেসার্স আর্ক কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিঃ, ঢাকা এর সাথে গত ২১-০৬-২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বন্যার কারণে কাজ শুরু হতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)

"Gas Supply to Srihotto Economic Zone, Sherpur, Moulvibazar" শীর্ষক প্রকল্প ঃ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) গঠন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ১৮ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বেজার ১ম গভর্নিং বোর্ড সভায় মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলাধীন শেরপুর এলাকায় "শ্রীহট্ট ইকোনোমিক জোন" নামের অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

গত ৯ জুন, ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে গৃহীত হয় যে, "জালালাবাদ গ্যাস কোং লিঃ স্বঅর্থায়নে প্রকল্প/কর্মসূচীর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ তা নিশ্চিত করবে"।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ৯ জুন, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "Gas Supply to Srihotto Economic Zone, Sherpur, Moulvibazar" শীর্ষক প্রকল্পটি ২৬ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে অনুমোদন লাভ করে।

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপঃ

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	"Gas Supply to Srihotto Economic Zone, Sherpur, Moulvibazar" ;
২। উদ্দেশ্য	ঃ	BEZA নিয়ন্ত্রিত "শ্রীহট্ট ইকোনমিক জোনের শিল্প গ্রাহকদেরকে ২০ MMCFD হারে গ্যাস সরবরাহ করা ;
৩। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	৩১০৪ লক্ষ টাকা (কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়ন)
৪। প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ	মার্চ ২০১৬ থেকে মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত ;
৫। জনবল	ঃ	মোট ১৩ জন (কর্মকর্তা-০৮ জন এবং কর্মচারী-০৫ জন), যা কোম্পানির বিদ্যমান জনবল হতে;
৬। প্রধান প্রধান অঙ্গ	ঃ	১২" ব্যাসের ৩.৫ কিমিঃ ও ৮" ব্যাসের ০.২০ কিমিঃ উচ্চচাপ পাইপলাইন নির্মাণ, ১টি সিএমএস, ১টি আরএমএস, ১টি অফটেক, ২টি সিপি স্টেশন নির্মাণ।

৭। প্রকল্পের ফলাফল ঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সিলেট অর্থনৈতিক অঞ্চলে ক্ষুদ্র/মাঝারী শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ৩০,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। ফলে বেকার সমস্যা লাঘব হবে, আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। বিচ্ছিন্নভাবে শিল্প স্থাপনের কারনে যে ভূমির অপব্যবহার হচ্ছে, তা রোধ হবে। স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানি বাবদ প্রচুর অর্থ সাশ্রয় হবে। গ্যাস বিক্রির মাধ্যমে কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারী কোষাগারে অধিক পরিমাণে অর্থ জমাদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এছাড়া সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

খ) প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

সম্পাদিত কার্যক্রম ঃ

i) Customer Mettering Station (CMS) এর জন্য শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের সীমানার ভিতরে ১৫০' x ১৫০' সাইজের ৫২ শতাংশ ভূমি ব্যবহারের জন্য বেজা হতে অনুমতি/সম্মতি পাওয়া গিয়েছে।

ii) বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক Regulating Mettering Station (RMS) নির্মাণের জন্য বিবিয়ানা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকায় ১০ শতাংশ ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে।

২। চলমান কার্যক্রম ঃ

(ক) Turn-key ভিত্তিতে ০১টি আরএমএস, ০১টি সিএমএস এবং ১২" ব্যাস x ৩.০০ কি.মি. পাইপলাইন সম্পাদনের জন্য M/s. Forain s.r.l., Italy-এর সাথে ০৫-০৭-২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিমূল্য (ইউরো: ২৩,২৯,২৪১.০০ + টাকা : ৫,৩৮,০০,০০০.০০) উচ্চ এর বরাদ্দ অপেক্ষা বেশি হওয়ায় এবং ইউরোর মূল্যবৃদ্ধিজনিত কারনে উচ্চ সংশোধনের আবশ্যক। RDPP ও LC খোলা প্রক্রিয়াধীন।

(খ) পাইপলাইন স্থাপনের নিমিত্তে সড়ক ও জনপথ, মৌলভীবাজার এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড হতে অনুমতি গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল)

(ক) " শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র হতে ভোলা ডিআরএস পর্যন্ত ১৬" ব্যাসের (১০০০ পিএসআইজি) ক্ষমতা সম্পন্ন ৩৩ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ" ঃ

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর "শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র হতে ভোলা ডিআরএস পর্যন্ত ১৬" ব্যাসের (১০০০ পিএসআইজি) ক্ষমতা সম্পন্ন ৩৩ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ" প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) তে অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্ধারিত ছকে প্রকল্প প্রস্তাব পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে এবং এসজিসিএল পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন মোতাবেক বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের উদ্দেশ্যে গত ২০.৮.২০১৭ তারিখে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। বোরহানউদ্দিন পিডিবির ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি ও ভোলাস্থ ভেনচার এনার্জি লিঃ ৩৪.৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ভোলায় প্রস্তাবিত এগ্রিকো ৯৫.০০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, প্রস্তাবিত ইকনোমিক জোন এবং ভোলা শহরের আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহকদেরকে গ্যাস সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে বর্তমানে স্থাপিত শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড হতে ভোলা ডিআরএস পর্যন্ত ১৬" ব্যাসের ৩৩ কি: মি: পাইপ লাইন-এ ০৭টি লিক ক্লাম্প স্থাপিত থাকায় লাইনটি প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।

(খ) "খুলনা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ" খুলনা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে NWPGCL এর অর্থায়নে এবং এসজিসিএল এর তত্বাবধানে পাইপলাইন স্থাপনের জন্য MOU স্বাক্ষর সম্পাদন পরবর্তীতে ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও প্রাপ্ত সকল দরপ্রস্তাব দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির নিকট অগ্রহণযোগ্য হওয়ায় কমিটি পুনঃদরপত্র আহবানের সুপারিশ করে। কিন্তু দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত এনডব্লিউপিজিসিএল একজন কর্মকর্তা পুনঃদরপত্র আহবানের পূর্বে আলোচ্য কাজের অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান এনডব্লিউপিজিসিএল-র মতামত গ্রহণ করা সমীচীন হবে মর্মে নোট অফ ডিসেন্ট প্রদান করে। পুনঃদরপত্র আহবানের বিষয়ে

এনডব্লিউপিজিসিএল এর মতামত গ্রহণের জন্য পত্র প্রদান করা হলে এনডব্লিউপিজিসিএল আলোচ্য পাইপলাইন স্থাপনে অনাগ্রহ প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতে রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য স্থাপিতব্য ২৪´´ ব্যাসের পাইপলাইন হতে গোয়ালপাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ২০´´ ব্যাসের গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের মাধ্যমে খুলনা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনার বিষয়টি অবহিত করে। যে কারণে আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ পিছিয়ে গেছে। আলোচ্য পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহের মিটারিং এন্ড রেগুলেটিং স্টেশন ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে।

(গ) "নতুন বিদ্যুৎ বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক ভোলায় নির্মিতব্য ১টি ২২০মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহ" নতুন বিদ্যুৎ বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক ভোলায় নির্মিতব্য ১টি ২২০মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহের জন্য Gas Sales Agreement অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর, ২০১৮ সময়ের মধ্যে উক্ত প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

(ঘ) "M/S Aggreko International Ltd., Singapore এর ৯৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ" M/S Aggreko International Ltd., Singapore কর্তৃক আশুগঞ্জ হতে ভোলায় স্থানান্তরিতব্য ৯৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২৬ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে পেট্রোবাংলার অনাপত্তি পাওয়া গিয়েছে । আগামী ডিসেম্বর, ২০১৭ সময়ের মধ্যে উক্ত প্লান্টে গ্যাস সরবরাহ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

(ঙ) "খুলনার গোয়ালপাড়াস্থ NWPGCL এর ৩০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং খালিশপুরস্থ ৮০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহ"

খুলনার গোয়ালপাড়াস্থ NWPGCL এর ২২৫ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট ও ৩০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং খালিশপুরস্থ ৮০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্টে ২৪"x ১১ কিঃমিঃ ও ২০"x ২.৫ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণ স্বাপেক্ষে গ্যাস সরবরাহ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)

ক) এলএনজি কার্যক্রম ঃ

আরপিজিসিএল-এর আওতায় এলএনজি সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় কোম্পানির কর্মপরিধি বিস্তৃতির প্রেক্ষিতে গত ০৮-০৫-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ৩৩৪তম সভায় বিদ্যমান মূল সাংগঠনিক কাঠামো-২০১৪ (পরিমার্জিত) - তে 'এলএনজি বিভাগ' অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অনুমোদিত হয়। কোম্পানিতে নবগঠিত 'এলএনজি বিভাগ' যথাযথ পরিবীক্ষণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে দেশে যথাসময়ে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণসহ গৃহীত অন্যান্য এলএনজি সংক্রান্ত কার্যাবলী ও পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখছে। অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত গৃহীত সকল প্রকল্পসমূহ সরকারের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (২০৩০) এবং রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বর্তমানে কক্সবাজার জেলার মহেশখালীর অন্তর্গত গভীর সমুদ্রে প্রতিটি ৫০০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ ক্ষমতা সম্পন্ন ০২(দুই) টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নিমার্ণের কাজ পূর্নদ্যোমে চলমান রয়েছে। একটি এপ্রিল, ২০১৮ এবং অপরটি ডিসেম্বর, ২০১৮ এর মধ্যে চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

এছাড়াও, দেশে দু'টি ল্যান্ড বেইজ্ড এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'Techno-economic feasibility study and engineering services' সম্পন্নকরণের জন্য মেসার্স টোকিও গ্যাস ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনস্ কর্পোঃ ইঞ্জিঃ কোঃ, জাপান এবং মেসার্স নিপ্পন কোই কোঃ লিঃ, জাপান প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সাথে একবৎসর মেয়াদী উক্ত স্টাডি প্রকল্পের বিপরীতে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং জুলাই, ২০১৭ হতে নির্ধারিত স্ট্যাডি কাজ চলমান আছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)

প্রকল্পের নাম	অর্থায়ন	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মেয়াদ কাল	সম্ভাব্য অর্জন
বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ ৩০" ব্যাস x ৬০ কিঃ মিঃ গ্যাস ট্রান্সমিশন পাইপলাইন প্রকল্প	আইডিএ, জিওবি ও জিটিসিএল	৮৪৯৭০.০০	জুলাই ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	এ পাইপলাইনের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি-এর অধিভুক্ত মেঘনাঘাট, হরিপুরে ও সিদ্ধিরগঞ্জে স্থাপিত ও স্থাপিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের এবং আদমজী ইপিজেড এলাকাসহ নারায়ণগঞ্জ এলাকার শিল্প কারখানা, বানিজ্যিক এবং অন্যান্য গ্রাহকদের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় গ্যাসের সরবরাহ করা সম্ভব হবে।
গ্যাস ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি এক্সপানশন আশুগঞ্জ টু বাখরাবাদ ৩০" ব্যাস x ৬১ কিঃমিঃ পাইপলাইন প্রকল্প	জিওবি ও জিটিসিএল	৭৪৩৩৭.৫৪	জানুয়ারি ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৭	এ পাইপলাইন স্থাপনের মাধ্যমে দৈনিক অতিরিক্ত ২০০-৪৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ঢাকা ও চট্টগ্রাম এলাকায় অর্থাৎ তিতাস অধিকারভুক্ত এলাকা (TFA) এবং বাখরাবাদ (BFA) অধিকারভুক্ত এলাকায় গ্যাস সঞ্চালন করা হচ্ছে।
রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড এক্সপানশন অব এক্সিস্টিং সুপারভাইসারি কন্ট্রোল এন্ড ডাটা একুইজিশন অব ন্যাশনাল গ্যাস গ্রিড আন্ডার জিটিসিএল	জিওবি এবং জাইকা।	২৯৪০০.৪৫	জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	জিটিসিএল এর গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং এর জন্য SCADA system স্থাপন করা সম্ভব হবে।
মহেশখালী-আনোয়ারা ৩০" ব্যাস x ৯১ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	জিওবি ও জিটিসিএল	১০৩৯৬৭.০০	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭	এ পাইপলাইন নির্মাণ করার মাধ্যমে আমদানিকৃত তরল প্রাকৃতিক গ্যাস মহেশখালীর অদূরে গভীর সমুদ্রে নির্মিতব্য FSRU হতে পুনরায় গ্যাসে রূপান্তরপূর্বক চট্টগ্রামে অবস্থিত বিদ্যমান কেজিডিসিএল সিস্টেম তথা "Ring Main Pipeline"-এ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।
সরাইল - খাটিহাটা এবং মালিহাটা - খাটিহাটা ২০" ব্যাস x ৩.৩ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	জিটিসিএল	১২৭৮.০০	জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৭	জাতীয় গ্যাস গ্রীডের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
ধনুয়া-এলেঙ্গা এবং বঙ্গবন্ধুসেতুর পশ্চিম পাড় - নলকা ৩০" ব্যাস x ৬৭.২ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প। (বিডি - পি ৭৮ঃ ন্যাচারাল গ্যাস ইফেসিয়েন্সি প্রজেক্ট)	জিওবি, জিটিসিএল এবং জাইকা	৯৭৯১৭.৬০	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯	ধনুয়া থেকে এলেঙ্গা পর্যন্ত ৫২ কিঃমিঃ বিদ্যমান ২৪" ব্যাসের পাইপলাইন এবং বঙ্গবন্ধুসেতুর পশ্চিম পাড় থেকে নলকা পর্যন্ত ১৫.২ কিঃমিঃ বিদ্যমান ২৪" ব্যাসের পাইপলাইন ০২টির সমান্তরাল ৩০" ব্যাসের পাইপলাইন নির্মাণ করে জাতীয় গ্যাস গ্রীডের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের নাম	অর্থায়ন	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মেয়াদ কাল	সম্ভাব্য অর্জন
শেরেবাংলা নগরস্থ প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকায় দুইটি বেজমেন্টসহ তের তলা বিশিষ্ট গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) এর প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	জিটিসিএল	১০৮৪৮.৩১	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭	জিটিসিএল এর বিভিন্ন বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার নিমিত্তে একই ভবনে পর্যাপ্ত স্থান সংকুলানের লক্ষ্যে ২টি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলা বিশিষ্ট জিটিসিএল এর প্রধান ভবন নির্মাণ করা।
আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় কম্প্রেসর ষ্টেশন স্থাপন প্রকল্প	জিওবি, এডিবি ও জিটিসিএল	১৯৬২৩৮.০০	জানুয়ারি ২০০৬ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৭	দেশের বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্রে উৎপাদিত ও ভবিষ্যতে উৎপাদিতব্য বর্ধিত পরিমাণ গ্যাস জাতীয় গ্যাস গ্রীডভূক্ত বিদ্যমান সঞ্চালন পাইপলাইনসমূহের পাশাপাশি নির্মিতব্য পাইপলাইনসমূহের সাহায্যে বিভিন্ন গ্যাস বিপণন কোম্পানির মাধ্যমে গ্রাহক প্রান্তে সুষ্ঠু চাপে ও চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ নিশ্চিতকরাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।
চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ ৩৬" ব্যাস x ১৮১ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	জিওবি, এডিবি	১৪৯৪১৩.৩৫	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	আমদানিতব্য এলএনজি, মিয়ানমার হতে আমদানিতব্য গ্যাস ও সমুদ্রগর্ভে প্রাপ্ত গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস গ্রীডের সার্বিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
আনোয়ারা-ফৌজদারহাট ৪২" ব্যাস x ৩০ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	জিটিসিএল এবং পেট্রোবাংলার অন্যান্য কোম্পানি	৭৭৬১১.০০	এপ্রিল ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	আমদানিতব্য এলএনজি, মিয়ানমার হতে আমদানিতব্য গ্যাস ও সমুদ্রগর্ভে প্রাপ্তব্য গ্যাসের মাধ্যমে কর্ণফুলী গ্যাস বিতরণ এলাকার চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহের মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস গ্রীডের সার্বিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
মহেশখালী-আনোয়ারা ৪২" x ৭৯ কি.মি. সমান্তরাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	টিজিটিডিসিএল, এসজিএফএল, কেজিডিসিএল, বিজিডিসিএল ও জিটিসিএল	১১১৪৮৮.০০	জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	আমদানীতব্য এলএনজি, মিয়ানমার হতে আমদানীতব্য গ্যাস ও সমুদ্রগর্ভে প্রাপ্তব্য গ্যাসের মাধ্যমে কর্ণফুলী গ্যাস বিতরণ এলাকার চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহের মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস গ্রীডের সার্বিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)

ক) বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উন্নয়মূলক কর্মকান্ডঃ

- বিসিএমসিএল-এর আবাসিক এলাকায় "দুই ইউনিট বিশিষ্ট পাঁচতলা আবাসিক ভবন কমপেক্স নির্মাণ (গ্রুপ-২)"-এর নির্মাণ কাজ প্রায় ৭৫% এবং 'গ্রুপ-৩' -এর নির্মাণ কাজ প্রায় ৮০% করে সম্পন্ন হয়েছে।
- কোম্পানির আবাসিক এলাকার পুরাতন টিন শেড মসজিদ ও তৎসংলগ্ন খালি স্থানে একটি পাকা দ্বি-তল মসজিদ ভবন নির্মাণকরণের লক্ষ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- সাবসিডেন্সের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ফুলবাড়ী-খয়েরপুকুর বাজার সংযোগ সড়কের বৈদ্যনাথপুর-বড়পুকুরিয়া বাজার-পাতরাপাড়া অংশ মেরামতের লক্ষ্যে রি-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
- প্রায় ২০০টি মোটর সাইকেল ও ৫৫০টি বাই-সাইকেল রাখার জন্য ৩টি টিন শেড গ্যারেজ নির্মাণের লক্ষ্যে নির্মাণ চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ অব্যাহত আছে ।
- ভূমি হতে ২০ ফুট উচ্চতায় মেঝে এবং স্ট্রাকচারের মোট উচ্চতা ২৯ ফুট সম্বলিত আরসিসি'র তৈরি ০৪ (চার)টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করার লক্ষ্যে নির্মাণ চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ অব্যাহত আছে ।

খ) কোম্পানির প্লানিং এন্ড এক্সপ্লোরেশন বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

- Feasibility Study for extension of existing underground mining operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the northern side of the basin without interruption of the present production (1st Revised) শীর্ষক প্রকল্পটি পানিং এন্ড এক্সপ্লোরেশন বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পটি প্লানিং এন্ড এক্সপ্লোরেশন বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের মানব সম্পদ উন্নয়নের সম্মিলিত সংখ্যা ঃ

ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ

স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা		বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা		সর্বমোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
কর্মসূচীর সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচরী	কর্মসূচীর সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচরী	
৩০টি	৫৪০ জন	৬৬টি	১৮১	৭২১ জন

খ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ ঃ

স্থানীয় সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		সর্বমোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
কর্মসূচীর সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচরী	কর্মসূচীর সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচরী	
৯টি	৫২ জন	১১টি	৫২	১০৪ জন

পরিবেশ সংরক্ষণ

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

- পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের প্রতিটি উন্নয়ন এবং অনুসন্ধানমূলক কাজ শুরুর প্রাক্কালে তার IEE ও EIA সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অনশোর ও অফশোরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ করার সময় পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প এলাকায় কূপ খনন চলাকালীন সময়ে পরিবেশ দূষণ এবং অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধে পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

- পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন ডিআরএস, টিবিএস, আরএমএস ও সিএমএসগুলোতে অগ্নিনির্বাপণের জন্য পানি-বালি ভর্তি বালতি এবং ফায়ার এক্সটিংগুইসার রাখা হয়। সঞ্চালন পাইপ এবং ভাল্বগুলো নির্দিষ্ট কালার কোড অনুযায়ী রং করা হয়। স্থাপনাগুলোতে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে Emergency Shutdown (ESD) Valve, Relief Valve, Slum Shut Valve আছে। স্থাপনাতে Cathodic Protection (CP) ব্যবস্থা, Pressure Gauge, Explosion Probe Light, বজ্রপাত নিরোধে Thunder Arrester ও গ্যাস ডিটেক্টর থাকে এবং গ্যাস সঞ্চালন লাইনে লিকেজ সনাক্তকরণে অডোরেন্ট চার্জ করা হয়। স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ Personal Protective Equipment (PPE) পরিধান করে থাকে।

- কোম্পানিসমূহের স্থাপনাগুলিতে শব্দ-দূষণ মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা হয়। প্রসেস প্ল্যান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্কীম পিট, গ্যাদারিং লাইন ও ট্যাংক এলাকা পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। এছাড়া, সবুজের সমারোহ এবং সৌন্দর্য বর্ধনে ঘাসের পরিচর্যা ও আগাছা নিয়মিত পরিস্কার করা হয়। প্রতিটি স্থাপনায় নিরাপদ পানি ও পরিচ্ছন্ন শৌচাগার রয়েছে। গ্যাস ফিল্ডের কূপ হতে উৎপাদিত পানি পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নিষ্কাশন করা হয়।

- বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও এয়ার কম্প্রেসরের ব্যবহৃত মবিল, মবিল ফিল্টার ও লুব অয়েল নির্দিষ্ট ড্রামে সংরক্ষণ করা হয় এবং আবর্জনা নির্দিষ্ট গর্তে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়।

- কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্থাপনাসমূহে Condensate সংগ্রহের সময় Spillage প্রতিরোধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়। কনডেনসেট লোডিং এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সময় তরল পেট্রোলিয়াম যাতে কোন অগ্নিকান্ডের মত দুর্ঘটনা না ঘটায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

- কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বর্জ্য পদার্থ এবং Solid Waste সংরক্ষণ ও অপসারণের জন্য সেইফটি কোড অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

- ডাটা সেন্টারে সংরক্ষিত যন্ত্রপাতি, ডকুমেন্টস, বিভিন্ন রিপোর্ট ইত্যাদি সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডি-হিউমিফায়ারের সাহায্যে সংরক্ষণাগারের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। পরীক্ষাগার বিভাগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়েলে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ভূ-গর্ভস্থ কয়লা উত্তোলনকালে উক্ত প্যানেলের পরিবেশ কার্যোপযোগী করে রাখার জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, আর্দ্রতা ও বিভিন্ন গ্যাস নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত বাতাসের প্রবাহ চালু রাখা হয়। বাতাসে কয়লা ডাস্ট প্রতিকারের জন্য কনভেয়ার বেল্ট এর মাধ্যমে কয়লা পরিবহনের পাশাপাশি পানি স্প্রে করা হয়। Coal Storage এ Ignition প্রতিরোধক হিসেবে কোল ইয়ার্ডে ওয়াটার স্প্রে সিস্টেম চালু থাকে। কয়লার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এর মাধ্যমে ডাস্ট আলাদা করা হয়। খনির অভ্যন্তরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রেসার মনিটর, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইমিশন ডিটেক্টর ও স্ট্রেস মনিটরের জন্য সেন্সর বসানো থাকে। প্রতিদিন এ সকল ডিভাইস হতে ডাটা নিয়ে মনিটর করা হয় । খনিতে কার্বন মনো-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে পানি ইনজেক্ট এর মাধ্যমে তা নিরসন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ৪০০ nm3/h ফ্লো রেটে নাইট্রোজেন সিমেন্ট ও ফোম ইনজেক্ট করার ব্যবস্থা থাকে। সময়ে সময়ে খনি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়ে থাকে । খনিতে কর্মরত খনি শ্রমিকদের নির্দিষ্ট ড্রেস কোড এবং পর্যাপ্ত PPE পরিধান নিশ্চিত করা হয়। খনিতে ধ্বস ঠেকানোর জন্য পর্যাপ্ত Hydraulic Powered Roof Support (HPRS) ব্যবহার করা হয় ।

- মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড'র নিয়ন্ত্রণাধীন স্থাপনায় ভূ-গর্ভস্থ গ্রানাইট আহরণ এবং ভান্ডার পর্যন্ত পরিবহনকালে Dust নিয়ন্ত্রন করার জন্য Dust Collector এবং পানি স্প্রে করা হয় ফলে Dust পরিবেশে ছড়িয়ে পরতে পারে না। Fine Dust particle সমূহ Precipitation pool এর Sedimentation pond-এ জমা হয়। বিষ্ফোরক বিধিমালা ২০০৪ অনুসরণ করে Explosive, Detonator, Power Gel সহ অন্যান্য বিষ্ফোরক দ্রব্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও হ্যান্ডেল করা এবং Lightning Arrestor ও অগ্নি নির্বাপক সামগ্রীর কার্যকারিতা নিয়মিত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোং লিঃ কর্তৃক সারফেস ওয়াটার এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটারের বিভিন্ন ফিজিক্যাল এবং কেমিক্যাল প্যারামিটার ল্যাব-এ পরীক্ষা করা হয় । পানিতে ক্ষতিকর কোন Pollutant পাওয়া গেলে তার উৎস খুঁজে বের করে তা নির্মূলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নিয়মিত বিরতিতে পানি পরীক্ষা করে ডিসচার্জ করা হয়। খনিতে কর্মরত সবাই Personal Protective Equipment (PPE) পরিধান করে থাকে। ভূ-গর্ভে অবস্থিত মেডিকেল সেন্টারে খনির কাজ চলাকালীন সময়ে সার্বক্ষণিক একজন মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট অবস্থান করে। মেডিকেল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার মত পর্যাপ্ত ঔষধ সংগৃহিত থাকে। ভূ-গর্ভস্থ এলাকায় নির্দেশনাবলী বিষয়ক ও অনুসরণীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সাইনবোর্ড যথাযথ স্থানে প্রদর্শন করা হয়।
- এছাড়া, পেট্রোবাংলা তার কোম্পানিসমূহের গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং খনিজাত পদার্থের পরিবেশ বান্ধব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মনিটরিংয়ের মাধ্যমে সময়ে সময়ে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিঃ (বাপেক্স)

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

বাপেক্স কোন প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে পরামর্শক নিয়োরে মাধ্যমে EIA (Environmental Impact Assessment) সম্পন্ন করে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে খনন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অস্থায়ী স্থাপনাগুলোতে ফলজ ও ঔষধি গাছ লাগিয়ে থাকে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিবেশ সংরক্ষণ ও সেফটি সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত আছে। সকল প্রকার অপারেশনাল ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনায় এনভায়রণমেন্ট ও সেফটি সংক্রান্ত বিষয়ে বিজিএফসিএল সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে। উৎপাদন কার্যক্রম, কূপ খনন ও ওয়ার্কওভার প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ পূর্বক পরিবেশের ক্ষতি না হয় সেভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিবেশ বিধিমালা অনুযায়ী যে কোন ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে IEE, EIA, EMP ইত্যাদি সম্পাদান পূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ও প্রতিবছর নিয়মিত নবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গ্যাসের সাথে উৎপাদিত পানি Effluent Treatment Plant (ETP) এর মাধ্যমে পরিশোধন করে পরিবেশবান্ধব উপায়ে কোম্পানির নিজস্ব জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে কোম্পানির আওতাধীন ফিল্ড/স্থাপনায় বৃক্ষরোপণ এবং এদের নিয়মিত পরিচর্যার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য বিস্ফোরক মালামাল ও Radioactive materials আমদানি ও সংরক্ষণের জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ফায়ার হাইড্রেন্ট লাইন, ফায়ার এক্সটিংগুইসার এবং ফায়ার টেন্ডার এর ব্যবস্থা আছে। সকল প্রকার রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে PPE সামগ্রী ব্যবহার করা হয়।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ড/স্থাপনাসমূহে বিদ্যমান প্রসেস প্ল্যান্টের Environment Management Plan (EMP) Study পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। বিদ্যমান প্রসেস প্ল্যান্টসমূহের পরিবেশগত ছাড়পত্র পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা থেকে গত ৩০-১১-২০১৪ তারিখে পাওয়া যায়। পরিবেশগত বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির সকল ফিল্ড ও স্থাপনাসমূহ

পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব উপায়ে কূপ হতে উৎপাদিত পানি এপিআই সেপারেটরের মাধ্যমে নিয়মিত নিষ্কাশন, কূপ/প্রসেস প্ল্যান্ট/ অফিস/আবাসিক এলাকার আগাছা নিয়মিত কেটে পরিস্কার রাখা, সকল আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়। প্ল্যান্ট এলাকার সকল ড্রেন, স্কিম পিট ও বিভিন্ন স্কীডসমূহ পরিস্কার, সেলারসমূহের পানি পাম্পের মাধ্যমে অপসারন, জেনারেটর/ কম্প্রেসর/গাড়ীতে ব্যবহৃত পোড়া মবিল ষ্টীল ড্রামে এবং ব্যবহৃত মবিল ফিল্টারসমূহ যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়।

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ফিল্ডসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাস ও কনডেনসেটের সাথে কোন কোন সময়ে লবনাক্ত পানি ও তৈলাক্ত গাঁদ উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত তৈলাক্ত গাঁদ ও লবনাক্ত পানি সঠিকভাবে পরিশোধন করে ডিসচার্জ করার জন্য প্রতিটি ফিল্ড/স্থাপনায় একটি করে Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনের লক্ষ্যে এসজিএফএল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ETP স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) হতে কারিগরি সহায়তা নেয়া হচেছ।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

কোম্পানির সকল কার্যক্রমে পরিবেশ বান্ধব নীতি অনুসরণক্রমে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার নিমিত্ত বিজিডিসিএল-এর বিভিন্ন স্থাপনায় প্রতিবছর ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করা হয়। রোপনকৃত গাছসমূহ নিয়মিত পরিচর্যা ও রক্ষনাবেক্ষণ করা হচ্ছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় কমপ্লেক্সে প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বিভিন্ন প্রকার ৩০ (ত্রিশ) টি ফজল, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করা হয়েছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রধান কার্যালয় কমপ্লেক্সসহ কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় রোপণকৃত বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের সংখ্যা ৩৭৭৫টি এর মধ্যে ফলজ ৯৯৬টি, বনজ ২৫৩৫ ও ঔষধি ২৪৪টি।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

বিদ্যমান গ্যাস সঞ্চালন/পরিবহন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং বিভিন্ন গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনসহ নতুন পাইপলাইন ও গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নির্মাণ/স্থাপন কাজ সম্পাদনকালে পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি ও কোম্পানির আদেশ-বিনির্দেশ এবং "প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১" (সংশোধনীসহ) অনুসৃত হয়। এছাড়া আবাসিক গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে "পরিবেশ ছাড়পত্র" গ্রহণপূর্বক গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়াকরণ তথা সংযোগ প্রদান করা হয়। গ্যাস সংযোগ প্রদান ও জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের সময় বাতাসে গ্যাসের নিঃসরণ যথাসম্ভব ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখা হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে কোম্পানির বিভিন্ন আঙ্গিনায় বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষাদির নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল)

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস একটি পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ামক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায় সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত জনবলের নিরাপত্তা এবং কোম্পানির গ্যাস পাইপ লাইন ও স্টেশন ডিজাইনসহ বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও পরিবেশগত কার্যক্রম যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। এ লক্ষ্যে বিষয়টির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে পিজিসিএল-এর পক্ষ হতে পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়ঃ-

(ক) কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনায় জাতীয় অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণরোধে পিজিসিএল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে এবং রোপিত বৃক্ষসমূহের নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে বড় করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উপরোন্ত নলকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের বৃক্ষশোভিত সবুজ বেষ্টণী আরো নিবিড় করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, পরিবেশগত ভারসাম্য ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি মাসে কোম্পানির Environment & Safety সেলের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থাপনা নিয়মিত পরিদর্শন করে রিপোর্ট গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

(খ) পিজিসিএল-এর গ্যাস বিতরণ এলাকায় আবাসিক গ্রাহক ব্যতীত সকল প্রকার গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়। ১০ বার পাইপ লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়াও বিস্ফোরক অধিদপ্তরের অনুমোদন নেয়া হয়। গ্রাহকের দোরগোড়ায় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিজিসিএল কর্তৃক নিরাপত্তা ও পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পাইপ লাইন, সিএমএস, ডিআরএস ও টিবিএস ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। সিএমএস, টিবিএস ও ডিআরএস-সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে কোন মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিলে যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করে তাৎক্ষণিকভাবে তা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কোম্পানির নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত পাইপ লাইনসমূহের ক্ষয়রোধের জন্য সিপি সিস্টেম স্থাপন করা আছে। মাস ভিত্তিতে এসব সিপি সিস্টেমের কার্যকারিতা যাচাই করে দেখা হয়। এ ছাড়া, জরুরি ভিত্তিতে গ্যাস লিকেজ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য Emergency Cell-এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জনস্বার্থে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের সাথে সাথে রি-ফিলিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো বিপদকালে চালানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত মহড়া দেওয়া হয়।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল)

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

পাইপে গ্যাস লিকেজ থেকে সৃষ্ট দুর্ঘটনা রোধে অত্র কোম্পানির ভোলায় DRS এ একটি অডোরাইজার ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে গ্যাস লিকেজ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য Emergency Cell-এর কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি কর্তৃক কোম্পানির অধিভুক্ত ভোলাস্থ কার্যালয়, DRS ও RMS প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরিদর্শনকালে কোন মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিলে যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করে তাৎক্ষণিকভাবে তা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যে সকল স্থাপনায় গ্যাস দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে সে সকল স্থাপনায় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র মজুদ রাখা হয়েছে। এছাড়া, এসজিসিএল এর নিজেস্ব সকল স্থাপনায় সবুজ বনায়ন সৃষ্টির লক্ষ্যে গাছ পালা লাগানো হয়েছে এবং এ তা অব্যহত আছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত সমস্যার প্রেক্ষিতে এর ভারসাম্যপূর্ণ সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করা সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। বায়ুদূষণরোধে প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুবিধ ব্যবহার তথা যানবাহনে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ সিএনজি কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং গৃহস্থালী কাজে পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি এলপিজি উৎপাদন ও স্বল্পমূল্যে বিপণন করে আরপিজিসিএল প্রশংসনীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তাবায়ন করেও আশির দশক থেকে পরিবেশ সংরক্ষণে আরপিজিসিএল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে যানবাহনে পরিবেশ বান্ধব সিএনজি'র ব্যাপক ব্যবহারের ফলে দেশে বায়ুদূষণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বিষয়ক গণসচেতনতা কর্মসূচিতে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করে দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এ বছর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালন করা হয়েছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

সরকারি নীতিমালার আওতায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে অন্যান্য বছরের ন্যায় চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরেও কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানি কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসাবে অধিগ্রহণকৃত এবং লিজকৃত ১১৩ একর জমিতে ইতঃপূর্বে বিভিন্ন প্রজাতির ৪০,০০০ গাছের চারা রোপন করা হয়। দেশব্যপী সরকারের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিসিএমসিএল-এর শিল্প ও আবাসিক এলাকার খালি স্থানে ফলজ এবং বনজ গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে খনি হতে নিষ্কাষিত পানি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে পরিমিত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। খনি হতে নিষ্কাষিত পানিতে ক্ষতিকারক পদার্থের সহনীয় মাত্রার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিমাসে পানির রাসায়নিক ও ব্যাকটেরিয়া টেষ্ট করা হয়। ভূ-গর্ভ খনি হতে প্রায় ২২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা হারে উত্তোলিত পানি ৮ কি.মি. দীর্ঘ খালের মাধ্যমে ফুলবাড়ী ও নবাবগঞ্জ থানায় প্রবাহিত হচ্ছে। শুষ্ক মৌসূমে উক্ত পানি খালের পার্শ্ববর্তী প্রায় ৩০ হাজার একর জমিতে সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়। খনি এলাকায় গাছ-পালা ও পরিবেশগত অনুকূল অবস্থা বরাজ করায় মৌসূমী পাখিরা তাদের আবাসস্থল তৈরী করে বংশ বিস্তার করছে। খনির অবনমিত এলাকায় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, পার্বতীপুর ০২টি মৎস্য অভয়াশ্রম তৈরি করেছে। কোম্পানির পক্ষ হতে প্রতিবছর উক্ত জলাধারে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল)

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

খনি এলাকার সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানির পক্ষ হতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্রাশিং ও সর্টিং প্ল্যান্টে এবং স্কীপ আনলোডিং হাউজে সৃষ্ট শিলাধুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ডাস্ট কালেক্টর স্থাপন করা আছে। ভূ-উপরিভাগে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে তা হতে উদ্ভুত শব্দ অনুমোদিত মাত্রা ৭৫ ডেবিবল-এর মধ্যে রয়েছে। ফলে অত্র খনি কাজে সংশ্লিষ্ট জনবল ও পরিবেশের উপর উদ্ভুত শব্দের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য গত অর্থ বছরে নতুন ১০০টি বিভিন্ন জাতের আমের চারা রোপন করা হয়েছে। বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রোপন কৃত গাছ নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানি সমূহের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিঃ (বাপেক্স)

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

২০১৫-২০২১ সময়ে বাপেক্স এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

১) ভূতাত্ত্বিক জরিপ-৫৭০ লাইন কিঃ মিঃ।
২) দ্বিমাত্রিক জরিপ-১২,৮০০ লাইন কিঃ মিঃ।
৩) ত্রিমাত্রিক জরিপ-২৮৪০ বর্গ কিঃ মিঃ।
৪) অনুসন্ধান কূপ খনন-৫৩টি।
৫) উন্নয়ন কূপ খনন-৩৫টি।
৬) ওয়ার্কওভার কার্যক্রম ২০টি।
৭) গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভাব্য অতিরিক্ত ৯৪৩ (বাপেক্স ৮১২) এমএমএসসিএফডি। (সময় ও চাহিদার বাস্তবতায় কর্মপরিকল্পনাটি পরিবর্তন হতে পারে)

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

১) ভূতাত্ত্বিক জরিপ-১০৬ লাইন কিঃ মিঃ
২) দ্বিমাত্রিক জরিপ-১৩৬০ লাইন কিঃ মিঃ।
৩) ত্রিমাত্রিক জরিপ-৫০০ বর্গ কিঃ মিঃ।
৪) অনুসন্ধান কূপ খনন-১টি (চলমান)।
৫) উন্নয়ন কূপ খনন-১টি।
৬) ওয়ার্কওভার কার্যক্রম ২টি, ১টি চলমান।
৭) মোট গ্যাস উৎপাদন- ১০৩৯.০৯ এম.এম.সি.এম.।
৮) মোট কনডেনসেট উৎপাদন- ৬৫৫৫.৫৩ হাজার লিটার।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ঃ

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা/প্রকল্পসমূহের বিবরণঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা)	বর্তমান অবস্থা
১।	তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ২টি নতুন কূপ খনন (তিতাস # ২৮ ও বাখরাবাদ # ১১) মেয়াদঃ জুলাই, ২০১৮ - ডিসেম্বর, ২০২২ অর্থায়নঃ জিডিএফ/জিওবি	২৫০০০.০০ (১০০০০.০০)	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নাধীন আছে।
২।	তিতাস গ্যাস ফিল্ডের ই, জি ও জে লোকেশন এ ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন মেয়াদঃ জুলাই, ২০১৯ - জুন, ২০২৪ অর্থায়নঃ জিডিএফ/জিওবি	৭৫০০০.০০ (৫৫০০০.০০)	যথাসময়ে ডিপিপি প্রণয়ন/ অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ঃ

ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (২০১৬-২০১৮) ঃ

- এসজিএফএল-এর কার্যপরিসীমায় বন্ধ হওয়া ৩টি কূপ (কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-২ ও রশিদপুর-৬) এর উৎপাদন পুনরুদ্ধারের জন্য ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সম্পাদন।

মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (২০১৯-২০২০) ঃ

- ৩-ডি সাইসমিক জরিপ রিভিউ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত কূপ খননের কার্যক্রম গ্রহণঃ
  - কৈলাশটিলা-৯নং কূপ এবং পরবর্তীতে ৮ ও ১০ নং কূপ খনন।
  - সিলেট-৯নং কূপ ও পরবর্তীতে আরো ২টি (১০ ও ১১) নং কূপ খনন।
- হরিপুর ফিল্ডের সুরমা-১/১এ (সিলেট-৮) কূপে ২০১৯ সালের মধ্যে ওয়্যারলাইন লগিং পরিচালনা করে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কূপটিকে পুনঃসম্পাদন করা।
- হরিপুর (সিলেট) ফিল্ডে ৬০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন।।
- ছাতক গ্যাস ফিল্ড উন্নয়নে কর্মকৌশল গ্রহণ।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) ঃ

- ৩-ডি রিভিউ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে রশিদপুরে একাধিক (রশিদপুর - ১১, ১২ এ, ১২বি, ১৩, ১৩এ, ১৩বি) কূপ খনন।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ঃ

বতর্মানে কোম্পানির বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের দৈনিক গড়ে প্রায় ২৮০-৩৬৯ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমএসসিএফডি) হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে যা জুন, ২০১৮ নাগাদ গড়ে দৈনিক ৩৮০ মিলিয়ন ঘন ফুটের উর্ধ্বে হবে বলে আশা করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশা পাশি বিদ্যুৎ ও শিল্প উৎপাদনের জন্য আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় সরকারি-বেসরকারি খাতে যে সকল প্রকল্প/বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন বা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলোঃ

(ক) বিবিয়ানা সাউথ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রঃ

বিবিয়ানা এলাকায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ১০ কিলোমিটার উচ্চচাপ কমন গ্যাস পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ গত ১৩-০৪-২০১৫ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। শেভরন বাংলাদেশ লি: এর বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড হতে উক্ত পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিবিয়ানা-সাউথ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আনুমানিক ৭০ এমএমএসসিএফডি হারে গ্যাস ব্যবহৃত হবে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) এর অর্থায়নে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে রেগুলেটিং এ্যান্ড মিটারিং স্টেশন (আরএমএস) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে। এ কাজে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ পরামর্শ সেবা প্রদান করবে। তদানুযায়ী জালালাবাদ গ্যাস কর্তৃক Regulating and Metering Station (RMS) নির্মাণ কাজের আর্ন্তজাতিক দরপত্র (International Tender Document) প্রস্তুতপূর্বক বিউবোর নিকট হস্তান্তর করা হয়। বিউবোর তত্ত্বাবধানে আরএমএস নির্মাণের জন্য আহবানকৃত আ বতর্মানে কোম্পানির বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের দৈনিক গড়ে প্রায় ২৮০-৩৬৯ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমএসসিএফডি) হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে যা জুন, ২০১৮ নাগাদ গড়ে দৈনিক ৩৮০ মিলিয়ন ঘন ফুটের উর্ধ্বে হবে বলে আশা করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশা পাশি বিদ্যুৎ ও শিল্প উৎপাদনের জন্য আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় সরকারি-বেসরকারি খাতে যে সকল প্রকল্প/বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন বা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলোঃ

(খ) বিবিয়ানা-৩ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রঃ

বিবিয়ানা-৩, ৪০০ মে:ও: বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দৈনিক ৭০ এমএমএসসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহের জন্য বিউবোর তত্ত্বাবধানে ১টি আরএমএস নির্মাণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়। আহবানকৃত আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে প্রাপ্ত দরপ্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন শেষে M/s Valve Italia, Italy এর সাথে বিউবো'র একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং আরএমএস টি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হলে দৈনিক ৭০ এমএমএসসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা যাবে। ২০১৮ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হতে পারে মর্মে আশা করা যায়। কাজটি চলমান রয়েছে।

(গ) ফেঞ্চুগঞ্জস্থ কুশিয়ারা ১৬৩ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রঃ

কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানি লিঃ এর নিয়ন্ত্রণে ১৬৩ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ফেঞ্চুগঞ্জ এলাকাতে স্থাপিত হবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হলে এতে দৈনিক প্রায় ২৮-৩৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ব্যবহৃত হবে। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে জালালাবাদ গ্যাসের সাথে প্রজেক্ট কোম্পানির GSA স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানি লিঃ কর্তৃক আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং আরএমএস নির্মাণ করতঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ট্রায়েল রান অপারেশনে রয়েছে। চলতি অর্থ বছরে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পুরোদমে চালু হবে মর্মে আশা করা যায়।

(ঘ) ফেঞ্চুগঞ্জস্থ ৫৫ মেগাওয়াট লিবার্টি পাওয়ার প্ল্যান্টঃ

ফেঞ্চুগঞ্জস্থ ৫৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট-এ দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত গ্যাস বরাদ্দের বিষয়টি অনুমোদনের জন্য পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঙ) মেসার্স বিয়ানীবাজার পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলাধীণ কালাপুরস্থ এলাকায় মেসার্স বিয়ানীবাজার পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড ২০ মে:ও: ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দৈনিক ৪-৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহের প্রাথমিক সম্মতিপত্র অনুযায়ী গ্যাস লোড বরাদ্দের বিষয়টি পেট্রোবাংলায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(চ) শ্রীহট্ট ইকোনোমিক জোনঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মৌলভীবাজার জেলাধীন শেরপুর এলাকায় শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিতব্য শিল্প-কারখানাসমূহে আনুমানিক ১৬ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজন হবে। জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লি: এর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন "Gas Supply to Srihotto Economic Zone" শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত

২৬-০৪-২০১৬ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩১ কোটি ০৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের মেয়াদকাল মার্চ ২০১৬ হতে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপলাইনসহ সিএমএস/আরএমএস নির্মাণের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান M/s Forain S.r.l. Italy এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ।

(ছ) বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ঃ

হবিগঞ্জস্থ শাহজীবাজার এলাকায় গ্যাসের উন্নত অবকাঠামোগত নেটওয়ার্ক বিদ্যমান থাকায় ক্রমবর্ধমান হারে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। বর্তমানে শাহজীবাজার এলাকায় চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে গড়ে ১৫ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। জালালাবাদ গ্যাসের আওতাধীন বিতরণ এলাকাটি গ্যাসের আপ-স্ট্রীম হওয়ায় শাহজীবাজার, শ্রীমঙ্গল, ছাতক সহ ক্রমবর্ধমান শিল্পায়িত এ অঞ্চলে গ্যাসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রায় ৫৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের গ্যাস সংযোগের আবেদন অনুযায়ী গ্যাস সংযোগ অনুমোদনের বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ের কমিটিতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আলোচ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে গ্যাস সংযোগের অনুমোদন পাওয়া গেলে আরো অতিরিক্ত প্রায় ৪৫-৫০ এমএমসিএফডি গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে মর্মে আশা করা যায়। আলোচ্য এলাকার বিভিন্ন শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের চাহিদাকৃত গ্যাস সরবরাহ করার মাধ্যমে কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারনের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

(জ) ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপনঃ

কোম্পানির আওতাধীন সকল শ্রেণির গ্রাহকদেরকে ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন সংক্রান্ত সরকারী নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জেজিটিডিএসএল এর আওতাধীন এলাকায় সিএনজি (কমপ্রেসর) শ্রেণির ৫৫টি, চা-বাগান শ্রেণির ০৬টি এবং শিল্প (Textile-captive) শ্রেনীর ০৫টি সহ সর্বমোট ৬৬টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য গ্রাহক প্রান্তে স্থাপনের নিমিত্ত বিভিন্ন সাইজ ও জি-রেটিং এর ইভিসিযুক্ত টারবাইন মিটার ক্রয়ের লক্ষ্যে M/S Elster GmbH, Germany এর সাথে বিগত ১৫ মে/২০১৬ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক ইভিসি মিটারসমূহ ভান্ডারে মজুদ রয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল)

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা ঃ

পিজিসিএল-এর সার্বিক উন্নয়ন কল্পে কিছু কর্ম পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। যেমন ঃ

(ক) সিরাজগঞ্জ সয়দাবাদস্থ পাওয়ার হাব এলাকায় NWPGCL এর অর্থায়নে ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডুয়েল ফুয়েল, ২য় ইউনিট) এর নির্মাণকাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। আশা করা যায় আগামী জুলাই, ২০১৮ সাল হতে আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে দৈনিক ৩৫ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভবপর হবে। অপরদিকে বর্ণিত পাওয়ার হাব এলাকায় NWPGCL এর অর্থায়নে প্রস্তাবিত ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল,৩য় ইউনিট) নির্মাণ কাজ শেষ হলে আগামী মার্চ, ২০১৮ সাল হতে উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দৈনিক ৩৫ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এছাড়া সিরাজগঞ্জ ৪০০ মেঃওঃ ১০% আইপিপি ডুয়েল ফুয়েল (Gas/HSD) কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৪র্থ ইউনিট)-এ গ্যাস সরবরাহকরণের লক্ষ্যে PGCL I

Sembcorp North West Power Company Ltd. এর মধ্যে GSA স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিরও মূল স্থাপনার পাইলিং এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। আশা করা যায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে আগামী অক্টোবর' ২০১৮ সাল হতে দৈনিক ৭৩ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভবপর হবে।

(খ) ঈশ্বরদী ইপিজেড (১ম ফেজের অবশিষ্টাংশ ও ২য় পর্যায় প্রকল্পভুক্ত) এলাকায় Bangladesh Export Processing Zone Authority (BEPZA) এর অর্থায়নে ডিআরএস আপগ্রেডেশন এর কাজ ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

(গ) বর্তমানে বগুড়া ডিআরএস এর অনুমোদিত গ্যাস প্রবাহ ক্ষমতা অতিক্রান্ত হওয়ায়, উক্ত ডিআরএস এবং সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কের গ্যাস প্রবাহ ক্ষমতা ০৫ এমএমসিএফডি হতে ২৪ এমএমসিএফডি-তে বৃদ্ধিকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

(ঘ) ঈশ্বরদী ঈক্ষু গবেষণা কেন্দ্রে বিদ্যমান DRS-টি স্থানান্তরের লক্ষ্যে ঈশ্বরদী আবিকায় নতুনভাবে একটি DRS নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত ডিআরএস-টির সাথে বিদ্যমান শহর নেটওয়ার্কের হুক-আপকরণ কাজ ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

(ঙ) Bangladesh Economic Zone Authority (BEZA) কর্তৃক প্রস্তাবিত সিরাজগঞ্জ ও নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২০১৭-২০২৫ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে যথাক্রমে ৪০ এমএমসিএফডি ও ২০ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহকরণের চাহিদাপত্র ইতোমধ্যে BEZA হতে অত্র কোম্পানিতে প্রেরণ করা হয়েছে। BEZA এর অর্থায়নে প্রয়োজনীয় গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে প্রস্তাবিত অঞ্চলসমূহে গ্যাস সরবরাহকরণ কার্যক্রম পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

(চ) রংপুর বিভাগের আওতাধীন রংপুর, নীলফামারী ও পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহে লক্ষে সম্ভব্যতা যাচাই করত: ডিপিপি প্রস্তুত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।

(ছ) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর নিজস্ব জায়গায় (২.০৮ একর) বাউন্ডারী ওয়াল (চলমান) ভূমি উন্নয়ন এবং পরমর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগসহ (চলমান) অফিস ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল)

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা ঃ

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প বন্ধ ঘোষিত হওয়ায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য তথা সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্প বিকাশের লক্ষ্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ করে এসজিসিএল-এর Franchise Area-তে নেটওয়ার্ক স্থাপনের নিমিত্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের স্বল্পতাহেতু এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে মংলা এবং পায়রা-তে গভীর ও অগভীর সমুদ্রে FSRU নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই করে উপযুক্ত অপশন নির্ধারণপূর্বক FSRU স্থাপনের প্রস্তাবসহ আলোচ্য পাইপ লাইন স্থাপনের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি প্রণয়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। কুষ্টিয়া, মংলা, ভোলা, ইকোনমিক জোন, মংলা ইপিজেড, কুষ্টিয়া ইপিজেড-এ গ্যাস সরবরাহ তথা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার বিবেচনায় এ সকল পাইপ লাইন ক্রমান্বয়ে স্থাপন করা সম্ভব হবে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)

কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে এ মন্ত্রণালয় ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনা/পরামর্শ সমন্বয় করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিম্নলিখিত উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে, যা বাস্তবায়ন শুরুর লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ক) কৈলাশটিলা প্ল্যান্টের ইউনিট-১ প্ল্যান্টটি আশুগঞ্জে স্থানান্তর করে আশুগঞ্জে একটি কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন

খ) আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় একটি অত্যাধুনিক ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;

গ) প্রধান কার্যালয় ভবনে প্রবেশপথে নিরাপত্তা জোরদারকরণ ও দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে ফ্রন্ট ডেস্ক চালু করাসহ অটোমেটিক ভেরিফায়েড এক্সেস কন্ট্রোল ও দরজা স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;

ঘ) এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কক্সবাজারে অফিস ভবন নির্মাণ এবং মহেশখালী ও সোনাদিয়ায় ল্যান্ডবেইজড টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ;

ঙ) চট্টগ্রাম এলাকায় কাফকো, সাঙ্গু ও সিইউএফএল এর জেটি ব্যবহার করে এলএনজি সরবরাহ Small Scale LNG রিসিভিং টার্মিনাল নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) বিশ্বের এলএনজি আমদানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোম্পানিতে মানবসম্পদ উন্নয়নে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য পাঁচ মেয়াদী সার্ভিস পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে জাইকা বরাবর একটি প্রাথমিক প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে;

ছ) প্রধান কার্যালয়ে দৃষ্টিনন্দন বহুতল ভবন নির্মাণ;

জ) আশুগঞ্জে অফিস ও বাংলো নির্মাণ;

ঝ) দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বর্ধিত হারে উৎপাদিতব্য কনডেনসেট বিতরণ ও পরিবহন ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে কোম্পানির আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে;

ঞ) সিএনজি'র ন্যায় অটো-গ্যাস (এলপিজি) এর রেগুলেটরী কার্যক্রম আরপিজিসিএল কর্তৃক পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে;

ট) সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের সকল ডিসপেন্সিং ইউনিট অটোবিলিং সিস্টেম এর আওতায় এনে গাড়ির নম্বর অটো রিড'র ব্যবস্থাকরণ।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা ঃ

বড়পুকুরিয়া কোল বেসিনের সেন্ট্রাল পার্টের মাইনিং কার্যক্রম উত্তর-দক্ষিণে সম্প্রসারণ সংক্রান্ত স্টাডি প্রকল্পের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সেন্ট্রাল পার্ট উত্তর ও দক্ষিণে বর্ধিতকরণ যদি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয়, তাহলে বর্তমানে উৎপাদনরত সেন্ট্রালপার্ট এর মাইনিং কার্যক্রম উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বর্ধিতকরণের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। যার কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	খনি উন্নয়ন				মন্তব্য
		অর্থ-বছর				
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	
১.	Extension of existing underground mining operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the northern side of the basin.					খনি উন্নয়ন সম্পন্ন হলে বাৎসরিক ৬.০ (ছয়) লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন সম্ভব হবে।

একইভাবে দিঘীপাড়া স্টাডি প্রকল্প সমাপ্ত হলে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দিঘীপাড়া কোল ফিল্ড উন্নয়ন যদি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বিবেচিত হয় তাহলে দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। যার কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	খনি উন্নয়ন						মন্তব্য
		অর্থ-বছর						
		২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	
১.	Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh.							খনি উন্নয়ন সম্পন্ন হলে বাৎসরিক ৩.০ (তিন) মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন সম্ভব হবে।

এছাড়াও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাপেক্ষে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক নিম্নলিখিত প্রকল্প গ্রহণ করা হতে পারে ঃ

১. "ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর দ্যা ডেভলপমেন্ট অফ এ্যান ওপেন পিট মাইন ইন দ্যা নর্দার্ন পার্ট অফ দ্যা বড়পুকুরিয়া বেসিন "।

২. "ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর দ্যা ডেভলপমেন্ট অফ জামালগঞ্জ কোল ফিল্ড "।

৩. "ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর দ্যা ডেভলপমেন্ট অফ খালাসপীর কোল ফিল্ড "।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল)

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা ঃ

দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও "রূপকল্প-২০২১" বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রজেক্টসমূহে কঠিন শিলার সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে খনির শিলা উৎপাদন ইউনিট সম্প্রসারণের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য বিদ্যমান খনির সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া আগামীতে মধ্যপাড়া খনি হতে উৎপাদিত ডাস্ট ব্যবহার করে Product Diversification এর মাধ্যমে Roof Tiles নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৬-২০১৭ এর অন্যান্য কার্যক্রম সমূহ ঃ

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

(ক) নিরাপত্তাঃ

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) এর স্থাপনাসমূহের গুরুত্ব বিবেচনায় নিরাপত্তা দৃষ্টিকোন হতে এ সকল স্থাপনা প্রথম শ্রেণির KPI (Key Point Installation) হিসেবে চিহ্নিত। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ সকল স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নাশকতা, অন্তর্ঘাত, গুপ্তচরবৃত্তি এবং যে কোন প্রকারের চুরিসহ বহি:স্থ ও অভ্যন্তরীণ হুমকি পরাভূত/প্রতিরোধ করার জন্য কোম্পানির অতন্দ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকে। কোম্পানি নিরাপত্তা প্রহরী, সশস্ত্র আনসার ও কোন কোন স্থাপনায় পুলিশ নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সর্বদা সতর্ক অবস্থায় নিয়োজিত রয়েছে। রাষ্ট্রের KPI নীতিমালার আলোকে ও KPIDC (Key Point Installation Defense Committee) এর সুপারিশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি সর্বোচ্চ গুরুত্বসহ নিস্পাদন করা হয়। নিরাপত্তা পরিপন্থী সকল বিষয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। প্রশাসনিক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশাবলী প্রতিপালনসহ এ প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে বিজিএফসিএল বদ্ধপরিকর।

(খ) সামাজিক দায়িত্বঃ

নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস উৎপাদনে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকার পাশাপাশি কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। এর ধারাবাহিকতায় সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা, সেবা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য কোম্পানি ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ৬৫টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৫৪,২৫,০০০ (চুয়ান্ন লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে তাছাড়া বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার-কে ৭৫,০০০(পঁচাত্তর হাজার) টাকা, বাংলাদেশ স্কাউটস জাতীয় রোভার মুট-কে ৫,০০,০০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মেলন উপলক্ষে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ক্রীড়া ক্ষেত্রে অন্যতম পৃষ্ঠ পোষক ও ক্রীড়া উন্নয়নের লক্ষ্যে কোম্পানি ১৯৯৯ সাল থেকে 'বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট' এবং 'বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি গোল্ডকাপ আন্তঃস্কুল এন্ড কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট' নামে দুটি পৃথক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছে। টুর্ণামেন্ট দু'টি আয়োজনের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে প্রত্যেকটিকে ০৩(তিন) লক্ষ টাকা করে মোট ০৬(ছয়) লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ২.৯৮(দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান দেয়া হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালনে কোম্পানির সার্বিক ভূমিকার নিদর্শন সকল পর্যায়ে এর পরিচিতি ও ভাবমূর্তি উজ্জল করেছে।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিসিএল)

গ্রাহকদের প্রত্যয়ন পত্র প্রদান ঃ

গ্রাহকদের সেবার মান বৃদ্ধি ও হয়রানি রোধের লক্ষ্যে প্রতি পঞ্জিকা বছর শেষে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত বিলের অর্থ সঠিক ও নির্ভুলভাবে খতিয়ানভুক্তির পর গ্রাহকদের বকেয়ার সঠিক পরিমাণ নিশ্চত করে কোম্পানি হতে সকল শ্রেণির গ্রাহকদের নিকট প্রত্যয়নপত্র প্রেরণ করা হচ্ছে। সে অনুযায়ী ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সকল শ্রেণির গ্রাহকের নিকট বকেয়া গ্যাস বিলের পরিমাণ/বকেয়া পাওনা নেই ভিত্তিতে হিসাব করে কোম্পানির সকল আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় হতে সর্বমোট ৯৬,৮৫৭ টি প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করা হয়েছে অর্থাৎ শতভাগ গ্রাহকের ঠিকানায় নির্ধারিত সময়ে তা প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস ঃ

উন্নততর গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং গ্রাহকদের বিভিন্ন প্রকার বিড়ম্বনা ও ভোগান্তি নিরসনের জন্য কোম্পানিতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস ডেস্ক চালু আছে। কোম্পানি কর্তৃক প্রণীত সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী গ্রাহকগণকে স্বল্প সময়ে প্রত্যাশিত সেবা/সহায়তা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে "ওয়ান স্টপ সার্ভিস"-এর কার্যক্রম নিবিড় মনিটরিং এর নিমিত্তে একটি কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় সর্বমোট ১৮৮ জন গ্রাহকের রাইজার স্থানান্তর, নাম পরিবর্তনসহ চুলা স্থানান্তর ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন করা হয় ও অবশিষ্ট ৫১ টি আবেদন অসম্পূর্ণ থাকায় প্রক্রিয়াধীন আছে। উল্লেখ্য, "ওয়ান স্টপ সার্ভিস একটি চলমান অবস্থা।

কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ

করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR) ঃ

কোম্পানির ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের রাজস্ব বাজেটে করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR) খাতে ৩৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বিভিন্ন ধর্মীয়, শিক্ষা, সামাজিক ও প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক সহায়তা বাবদ এ খাত হতে মোট ২৫.২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরের CSR খাত হতে ৯.০০ লক্ষ টাকা জালালাবাদ গ্যাস বিদ্যানিকেতন এর ফান্ডে স্থানান্তর করা হয়।

শিক্ষা বৃত্তি ঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সন্তানদের লেখাপড়ায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের স্বীকৃতি এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানির বৃত্তি স্কীমের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে সরকারি প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি প্রাপ্ত ০৮ জন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য ৬০ জনসহ মোট ৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ধর্মীয় ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতদ্ব্যতীত, কোম্পানিতে মহান স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও জাতীয় শোক দিবস যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উদ্‌যাপন করা হয়।

ঋণ প্রদান কর্মসূচি ঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণের লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ২০৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গৃহনির্মাণ ঋণ বাবদ ১৭,৮৮,০০,০০০/- টাকা এবং ৩জন কর্মকর্তাকে মোটর সাইকেল ক্রয় ঋণ বাবদ ৩,০০,০০০/- টাকাসহ সর্বমোট ১৭,৯১,০০,০০০/- (সতের কোটি একানব্বই লক্ষ) টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, তথ্য-প্রযুক্তি প্রসারে সরকারি নীতিমালার আলোকে আলোচ্য অর্থ বছরে ৩ জন ১ম শ্রেণি পদমর্যাদার (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব) কর্মকর্তাকে কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ঃ

পেট্রোবাংলা ও জালালাবাদ গ্যাসের মধ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) গত ১৪ জুন, ২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। সম্পাদিত চুক্তির উল্লেখযোগ্য অঙ্গসমূহের মধ্যে গ্যাস নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, মানব সম্পদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিনিয়ত কমিটির মাধ্যমে মনিটরিং করা হচ্ছে।

অন্যদিকে কর্মপরিবেশের সার্বিক উন্নয়ন, নৈতিকতার উন্নয়ন, গ্রাহক সেবার মানউন্নয়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগ, জাতীয় শুদ্ধাচরন কৌশল বাস্তবায়ন, তথ্য বাতায়ন ও হালনাগাদকরণ, অনলাইন সেবা চালুকরন ইত্যাদি বিষয়গুলো এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত থাকায় তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে জালালাবাদ গ্যাসের সকল ডিভিশন প্রধানগণ তাদের স্ব-স্ব ডিভিশনের মাধ্যমে সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন।

অনলাইন বিলিং পদ্ধতি চালুকরণঃ

অনলাইন-এ গ্যাস বিল পরিশোধের জন্য জালালাবাদ গ্যাস ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর আইসিটি ডিপার্টমেন্ট এর সাথে সফটওয়ার তৈরীর চুক্তি হয়েছে। অনলাইন বিলিং পদ্ধতিতে গ্রাহকগণ ঘরে বসে তাদের গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারবে। চুক্তি অনুযায়ী আগামী ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ সাল নাগাদ অনলাইন গ্যাস বিলিং পদ্ধতি চালুকরণ সম্ভব হবে।

ইনোভেশন কার্যক্রমঃ

জনপ্রশাসনের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে কোম্পানিতে ইনোভেটিভ টিম গঠন করা হয়েছে।

ইনোভেটিভ কার্যক্রমের মধ্যে কোম্পানিতে হটলাইন চালুকরন, ই-ফাইলিং, ই-টেন্ডারিং, ই-রিক্রুটমেন্ট, কলসেন্টার চালুকরন, ইনভেনটরী সফটওয়ার চালু ও প্রস্তুতকরন, ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম বাস্তবায়ন, কোম্পানির ওয়েবসাইট হালনাগাদকরন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া গ্রাহকদের সেবা সহজীকরণ ও দ্রুততার সাথে বিভিন্ন ইনোভেটিভ আইডিয়া ডেভলপমেন্টের জন্য ইন-হাউজ ট্রেনিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল)

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ যথাঃ কোম্পানির অধিভুক্ত ভোলাস্থ কার্যালয়, DRS ও RMS-এ পূর্ণদৃশ্যতার জন্য সিসি ক্যামেরা ও মেটাল হ্যালাইড লাগানো হয়েছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির বিভিন্ন কর্মকান্ডকে ডিজিটালাইজডকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ, যেমন: ই-ফাইলিং, রেভিনিউ সফটওয়্যার, ষ্টোর ইনভেনটরী ম্যানেজমেন্ট, ডাটা পাঞ্চকার্ড এ্যাটেনডেন্স চালু করা ইত্যাদি কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বোরহানউদ্দিন, ভোলায় ভাল্ব ষ্টেশনের মাটি ভরাট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সাথে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানির জন্য যে সকল জায়গা একুইজিশন করা হয়েছে তার সীমানা প্রাচীর দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)

গঠনমূলক ও মজবুত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উপর কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য তথা সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে। আরপিজিসিএল-এর সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বীয় অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, কর্মস্পৃহা ও দায়িত্ব পালন করে কোম্পানির উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছেন। এ বিষয়ের উপর কোম্পানির কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঃ

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ ও বহির্যোগাযোগের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আবশ্যক। এ লক্ষ্যে কোম্পানির সকল বিভাগ ও স্থাপনা-কে কম্পিউটারাইজড করে LAN সিস্টেম স্থাপনসহ উচ্চগতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট একসেস ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির ২৫ টি ডেস্কটপ কম্পিউটারের সাথে LAN সিস্টেম সম্পৃক্ত রয়েছে। ২০০৪ সাল হতে কোম্পানির সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত একটি গতিশীল ওয়েবপেজ (www.rpgcl.org.bd) চালু আছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছর হতে ব্যন্ডউইথ আপগ্রেড করে ১০.০ এমবিপিএস-এ উন্নীত করা হয়েছে। সেবা সহজীকরণ ও যথাযথ অন-লাইন পরিসেবা বাস্তবায়নের জন্য কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে সার্ভার স্থাপনসহ ভ্যাট একাউন্টিং সফ্টওয়্যার স্থাপন করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে কোম্পানির ক্রয় কার্যক্রমে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি (e-GP মাধ্যমে) ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও, কোম্পানির হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিবরণ, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানির ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তা a2i- এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কোম্পানির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের Training Server-এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ই-ফাইলিং সিষ্টেম Live Server-এ শুরু করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR)ঃ

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ কোম্পানি কর্তৃক প্রতিবছর সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে এ কোম্পানির 'সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) নীতিমালা, ২০১৬ অনুমোদন ও প্রকাশ করা হয়েছে। অনুমোদিত 'সামজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) নীতিমালা, ২০১৬ এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে চাহিদা না থাকায় কোন কর্মসূচি নেয়া হয়নি। ভবিষ্যতে এ খাতের আওতায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)

তথ্যপ্রযুক্তি ঃ

কোম্পানির ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের আলোচ্য খসড়া হিসাব প্রণয়নে কোম্পানি আইনের বিধান, International Accounting Standards (IAS), Bangladesh Accounting Standards (BAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) এবং পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রণীত Corporate Accounting Manual ও Chart of Accounts অনুসরণ করা হয়েছে। তাছাড়া সেন্ট্রাল সার্ভার ও Local Area Network (LAN) ব্যবস্থাপনার আওতায় একাউন্টিং md&UIqvi (Financial Management Software Solution-Dheeraj TM) এর মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি, ডাটা ব্যাকআপ, রিপোর্ট প্রণয়নসহ যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ কার্যাবলী দক্ষতার সাথে সম্পাদন করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধায়নে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সহযোগিতায় গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ২৭-০৩-২০১৭ তারিখে সংযুক্ত হয়েছে। গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) এর দাপ্তরিক কাজে গতি বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ডাক ব্যবস্থাপনা (চিঠি), নথি ব্যবস্থাপনা, হাজিরা প্রতিবেদন, প্রশিক্ষণে মনোনয়ন, প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন জমাদান এবং সভার নোটিশ ই-ফাইলের মাধ্যমে ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট/কমিটিসমূহ কর্তৃক সম্পাদন করা হচ্ছে ।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) এর প্রধান কার্যালয়ে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইন্টারনেট এর গতি ৩৫ এমবিপিএস হতে ১১৫ এমবিপিএস এ উন্নীত করা হয়েছে। জিটিসিএল এর কর্মকর্তাদের মধ্যে আন্তঃ যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮+১৬৬ লাইনবিশিষ্ট ডিজিটাল পিএবিএক্সটি পূর্বের প্রধান কার্যালয় হতে বর্তমান আগারগাঁওস্থ নিজস্ব প্রধান কার্যালয় ভবনে স্থানান্তরক্রমে স্থাপন করা হয়েছে।

কোম্পানির সকল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। গ্যাস ট্রান্সমিশন পাইপলাইনের চাপ ও পরিবহন ক্ষমতা সঠিক ও দ্রুত উপায়ে নিরূপণের লক্ষ্যে Energy Solutions International কর্তৃক উদ্ভাবিত Pipeline Studio Software-এর মাধ্যমে কোম্পানির বিদ্যমান পাইপলাইনসমূহকে Steady State অবস্থায় Network Analysis করা হচ্ছে। উক্ত Analysis এর মাধ্যমে বিদ্যমান পাইপলাইনের সঞ্চালন ক্ষমতা, নতুন পাইপলাইন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সঠিক তথ্য নিশ্চিত করা যায়।

সামাজিক দায়বদ্ধতা ঃ

"কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি" খাতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে কোন অর্থ বরাদ্দ না থাকায় কোম্পানির রাজস্ব বাজেট হতে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক পরিচালিত স্কুল তহবিলে ৳ ৫.০০ (টাকা পাঁচ লক্ষ মাত্র) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ৳ ৫.০০ (টাকা পাঁচ লক্ষ মাত্র) অনুদান প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত সামাজিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী ও ক্রীড়া সংগঠনের ক্রোড়পত্র ও প্রকাশনায় কোম্পানি কর্তৃক সৌজন্য বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)

ক) কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রম ঃ

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রম আরো জোরদার করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে এ তহবিল হতে সর্বমোট প্রায় ৬.৪৯ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে চীনা ঠিকাদারের অধীনে কর্মরত স্থানীয় শ্রমিক; পঙ্গুত্ব বরণ করা শ্রমিক এবং নিহত শ্রমিকের পরিবারকে প্রদত্ত মাসিক আর্থিক সহায়তা/ভোগ ভাতাও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত শ্রমিকদের প্রদেয় মাসিক আর্থিক সহায়তা/ভোগ ভাতার পরিমাণ ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই অর্থ-বছরে মাসিক আর্থিক সহায়তা/ভোগ ভাতার পরিমাণ কর্মরত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ২,১০০/- টাকার স্থলে ২,৬০০/- টাকা; খনিতে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ২,৫০০/- টাকার স্থলে ৩,০০০/- টাকা; এবং নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে ৩,০০০/- টাকার স্থলে ৪,০০০/- টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। কনসোর্টিয়ামের অধীনে খনিতে কর্মরত শ্রমিকদেরকে এমপিএমএন্ডপি চুক্তির আওতায় কনসোর্টিয়াম কর্তৃক প্রতি টন কয়লা উৎপাদনের জন্য ১৮/- টাকা করে প্রোডাকশন বোনাস প্রদান করা করা হয়। শ্রমিকদের কর্মস্পৃহা ও উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত প্রোডাকশন বোনাসের পাশাপাশি কোম্পানির সিএসআর ফান্ড হতে প্রতি টন কয়লা উৎপাদনের জন্য আরও ০৪/- টাকা করে প্রোডাকশন বোনাস প্রদান করা হতো যা আলোচ্য অর্থ বছরে বৃদ্ধি করে ০৭/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

এছাড়াও, বর্ণিত খনি শ্রমিক, তালিকাভুক্ত পঙ্গু শ্রমিক ও নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে বাৎসরিক এককালীন ৭,০০০/- টাকা এবং বিশেষ অনুদান হিসেবে আরও ৫,০০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে নিয়োজিত শ্রমিকদের কাজের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাৎসরিক এককালীন ৭,০০০/- টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২০৫ ও ১২১৪ নং ফেইস হতে কয়লা উত্তোলন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে কোম্পানির আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োজিত জনবল; এজএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়ামের অধীনে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিক এবং তালিকাভূক্ত পঙ্গু শ্রমিক ও নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা ও ৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত) টাকা করে কোম্পানির সিএসআর ফান্ড হতে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

বিসিএমসিএল-এর সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কোম্পানির সিএসআর ফান্ড হতে পার্বতীপুর ও ফুলবাড়ী উপজেলায় অবস্থিত ৬৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক-এর প্রতিটিতে ১০টি করে ভালো মানের চেয়ার ও ১টি করে বিপি মেশিন (স্টেথোস্কোপ ও স্ফিগমোম্যানোমিটার) প্রদান করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে ০৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ১২ সেট কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। ৩১টি প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/মসজিদ/মাদ্রাসা ইত্যাদি)-এ মোট ৬৫ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, কোম্পানির সিএসআর ফান্ড হতে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত ০২ জন শ্রমিক-কে উন্নত চিকিৎসার জন্য মোট ০৩ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

খ) সম্মানিত অতিথিবৃন্দের খনি পরিদর্শনঃ

পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ও বিসিএমসিএল পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ, এনডিসি (অতিরিক্ত সচিব) এবং পেট্রোবাংলার সম্মানিত পরিচালক (পরিকল্পনা) জনাব মোঃ আমিনুজ্জামান গত ১৪-১৫ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাঁরা কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনা ও কার্যক্রম সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন্ এবং বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির বর্তমান কর্মকান্ড ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কোম্পানির উদ্ধর্তন কর্মকর্তাগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। উক্ত সফরের অংশ হিসেবে কয়লা খনির পার্শ্ববর্তী এলাকায় কয়লা উত্তোলনের ফলে সৃষ্ট জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। এতদব্যতীত গত ০৪-০৬ মার্চ, ২০১৭ তারিখে বিসিএসসিএল পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্য বেগম সিদ্দিকা আক্তার, যুগ্ম-সচিব (অপারেশন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনা ও কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি গত ২৪-১১-২০১৬ ইং তারিখে বিসিএমসিএল কর্তৃক আয়োজিত কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)-এর আওতায় আর্থিক অনুদান ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে আর্থিক অনুদানের চেক, কম্পিউটার ও পার্বতীপুর ও ফুলবাড়ী উপজেলার অবস্থিত ৬৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকে চেয়ার ও বিপি মেশিন বিতরণ করেন। বিসিএমসিএল পরিচালনা পর্ষদের সম্মানীত পরিচালক, প্রফেসর ড. মুশফিক আহমেদ এবং বিসিএমসিএল পরিচালনা পর্ষদের সম্মানীত পরিচালক ড. মোহাঃ নিহাল উদ্দিন গত ০৬-০৮ মার্চ, ২০১৭ তারিখে বিসিএমসিএল-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাঁরা কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনা ও কার্যক্রম সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন এবং বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির বর্তমান কর্মকান্ড ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কোম্পানির উদ্ধর্তন কর্মকর্তাগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ-এর মাননীয় সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হক গত ২৫-১১-২০১৬ ইং তারিখে; ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ এ.কে ফজলুল হক গত ১৭-০৩-২০১৭ইং তারিখে বিসিএমসিএল-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এছাড়া গত ২৯ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী (ফিমা), মিরপুর-১৪, ঢাকা হতে ০৭ জন প্রশিক্ষণার্থী; গত ০৫ মার্চ, ২০১৭ তারিখে 'ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ' মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে দেশী ও বিদেশী ২৮ জন সেনা কর্মকর্তার একটি প্রতিনিধি দল; গত ০৩ মে, ২০১৭ তারিখে

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), সাভার, ঢাকা হতে ১০ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড পরিদর্শন করেন। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য অর্থ-বছরে বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, সৈয়দপুর সেনানিবাস-এর ভিসি, প্রো-ভিসি, রেজিস্টারসহ ৪৫ জনের শিক্ষক প্রতিনিধিদল; বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি'র রংপুর রেঞ্জের পরিচালক; মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদের সম্মানীত পরিচালক ও আয়কর অফিস, রংপুর-এর যুগ্ম কর কমিশনারসহ বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড পরিদর্শন করেন। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য অর্থ-বছরে বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, সৈয়দপুর সেনানিবাস-এর ভিসি, প্রো-ভিসি, রেজিস্টারসহ ৪৫ জনের শিক্ষক প্রতিনিধিদল; বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি'র রংপুর রেঞ্জের পরিচালক; মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদের সম্মানীত পরিচালক ও আয়কর অফিস, রংপুর-এর যুগ্ম কর কমিশনারসহ বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) পরিদর্শন করেন।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শনে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব (অপারেশন) এবং বিসিএসসিএল পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্য বেগম সিদ্দিকা আক্তার ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

বড় পুকুরিয়া কোল মাইন

গ) কোম্পানিতে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা প্রবর্তনঃ

বর্তমানে সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা-এর নথি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল করার লক্ষ্যে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে গত ২০-০৩-২০১৭ তারিখে বিসিএমসিএল-এ নথি ব্যবস্থাপনায় ই-ফাইলিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। কোম্পানির ই-ফাইলিং ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ০৩ জন কর্মকর্তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই-এ ই-ফাইলিং ToT (Training of Traniers) বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বিসিএমসিএল-এর নিজেস্ব আয়োজনে বিসিএমসিএল-এর সকল কর্মকর্তাগণকে ০৩টি গ্রুপে বিভক্ত করে ০২ দিন করে ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ঘ) 'জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মেলা ২০১৬' এবং 'উন্নয়ন মেলা ২০১৭'-এ অংশগ্রহণ ঃ

বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৬' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে ইন্টারন্যশনাল কনভেনশন সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকায় গত ৭-১০ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে 'জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মেলা ২০১৬' এর আয়োজন করা হয়। বিসিএমসিএল উক্ত মেলায় অংশগ্রহণ করে এবং এ উপলক্ষে কোম্পানির পক্ষ থেকে স্যুভেনির, পোস্টার, বিলবোর্ড মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়। এছাড়া গত ৯-১১ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে দিনাজপুর জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত দিনাজপুর জেলা স্কুল মাঠে 'উন্নয়ন মেলা ২০১৭' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় বিসিএমসিএল অংশগ্রহণ করে এবং এ উপলক্ষে কোম্পানির পক্ষ থেকে স্যুভেনির, পোস্টার, বিলবোর্ড মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়। মেলায় বিসিএমসিএল এর স্টলটি সেরা স্টল হিসেবে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

ঙ) বিসিএমসিএল কর্তৃক পরিচালিত বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলের সাফল্যঃ

১০ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখ হতে কোম্পানির পরিচালনায় বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুল চালু করা হয়। উক্ত সময়ে প্লে-গ্রুপ হতে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ০৬টি শ্রেণিতে মোট ৯৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল। বর্তমানে স্কুলটিতে পে হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ১২টি শ্রেণিতে মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪৯০ জন কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্কুলের ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের সিএসআর তহবিল এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি, বেতন ইত্যাদি বাবদ বার্ষিক আয় সমন্বয় করে অবশিষ্ট ঘাটতি ৮৫ লক্ষ টাকা স্কুল পরিচালনার জন্য প্রদান করা হয়েছে। স্কুলটিতে আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা প্রদানের সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও পরিকল্পনাধীন কলেজ শাখার জন্য পৃথক ও সুপ্রশস্ত শ্রেণিকক্ষ, সমৃদ্ধ একাডেমিক ভবন, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী ও অত্যাধুনিক আসবাবপত্রসহ যাবতীয় উপাদান-উপকরণাদি রয়েছে। আর এ জন্য ভাল ফলাফল অর্জনসহ সার্বিক বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর হতে কোম্পানির কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত স্কুল পরিচালনা কমিটির সুদক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে অত্র এলাকায় শিক্ষার আলো প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১৬ সালের পিইসি, জেএসসি এবং ২০১৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

সাল	পরীক্ষার নাম	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	ফলাফল	পাশের হার	সরকারি বৃত্তি
২০১৬	পিইসি	৪৭	A+ ৩৯ জন, A ০৮জন	শতভাগ	ট্যালেন্টপুল - ০৫ জন সাধারণ গ্রেড - ০৮ জন
	জেএসসি	৩৬	A+ ৩৫ জন, A ০১জন	শতভাগ	ট্যালেন্টপুল-০৫ জন সাধারণ গ্রেড-১১ জন
২০১৭	এসএসসি	৪৩	A+ ০৮ জন, A ৩২জন, (A-) ০৩ জন	শতভাগ	ফলাফল প্রকাশিত হয় নি।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলে পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীসহ সকলস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কোম্পানির সকল স্তরের শ্রমিকের ছেলে-মেয়েদের আংশিক বেতনে পড়াশুনা করার সুবিধা প্রদান করা হয়। এছাড়াও খনিতে কর্মরত অবস্থায় আহত, নিহত ও পঙ্গু শ্রমিকদের সন্তানদের অত্র স্কুলে সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

অশোধিত তেল আমদানি ও পরিশোধন, পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য ও লুব্রিক্যান্টস আমদানি, বিপণন ও বিতরণ এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কর্মকান্ড পরিচালনা ও তদারকির দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের ৮৮ নং অধ্যাদেশ) বলে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১লা জানুয়ারি, ১৯৭৭ তারিখ থেকে সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি, মজুদ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিপণনসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ বিপিসি'র উপর বর্তায়। বিপিসি একটি তেল শোধনাগার, তিনটি তেল বিপণন কোম্পানি, দুটি ব্লেডিং প্ল্যান্ট এবং একটি এলপিজি বোতলজাতকরণ কোম্পানির মাধ্যমে ন্যস্ত দায়িত্ববলী পালন করে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও পরিবহন খাতের কর্মকান্ড দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকা পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সংস্থার গঠন ও দায়িত্ব ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬ অনুযায়ী ১ জন চেয়ারম্যান,৩ জন সার্বক্ষণিক পরিচালক ও ২ জন সরকার মনোনীত পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা বোর্ডের নীতি নির্ধারণ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে। চেয়ারম্যান হলেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী। কর্পোরেশনের বর্তমান অনুমোদিত জনবল ১৭৭ জন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের দায়িত্বাবলি ঃ

(ক) অশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং অন্যান্য পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি সংগ্রহ ও আমদানি ;

(খ) অশোধিত পেট্রোলিয়াম পরিশোধন এবং বিভিন্ন মানের পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদন;

(গ) রিফাইনারী ও অন্যান্য সহায়ক সুযোগ-সুবিধা বা অবকাঠামো স্থাপন;

(ঘ) বেজষ্টক, আবশ্যকীয় এডিপিভস এবং অপরাপর রাসায়নিক পদার্থ ও ব্লেন্ডেড লুব্রিক্যান্টসহ লুব্রিকেটিং অয়েল আমদানি;

(ঙ) ব্লেন্ডেড লুব্রিকেটিং পণ্যাদি উৎপাদন;

(চ) ব্যবহৃত লুব্রিকেটিং বা রিভ্যাম্পিংকরণ প্ল্যান্টসহ লুব্রিক্যান্ট প্ল্যান্ট স্থাপন;

(ছ) রিফাইনারীর বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরন ও এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ফ্যাসিলিটিজ প্রতিষ্ঠা;

(জ) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য গুদামজাতকরণের অবকাঠামো বা ফ্যাসিলিটিজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঝ) তেল কোম্পানিসমূহের মধ্যে পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর কোটা/বরাদ্দ/নির্ধারণ;

(ঞ) অন্তঃদেশীয় অয়েল ট্যাংকার সংগ্রহ/ভাড়া করা;

(ট) পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণন ফ্যাসিলিটিজ প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ;

(ঠ) পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ;

(ড) ম্যানেজিং এজেন্টস হিসেবে দায়িত্বপালন বা যে কোন ফার্ম অথবা কোম্পানির সঙ্গে যে কোন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চুক্তি বা অন্য যে কোন প্রকারের চুক্তি সম্পাদন;

(ঢ) অংপ্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী তদারকি,সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ ;

(ণ) বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বা অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন; এবং

(ত) অধ্যাদেশের লক্ষ্যসমূহ প্রতিপালনের জন্য আব্যশ্যকীয় অনুরুপ অন্যান্য কার্য ও বিষয়াদি সম্পাদন।

জনবল কাঠামো ঃ

কর্মকর্তা				কর্মচারী				মন্তব্য
অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	
চেয়ারম্যান	১	১	-	ইউডিএ	০৯	০৫	৪	
পরিচালক	৩	৩	-	স্টেনোগ্রাফার/পিএ	১২	০৭	৫	
				রেকর্ড কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				কেয়ার টেকার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				ষ্টোর কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				লাইব্রেরিয়ান (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				ক্যাশিয়ার (ইউডিএ)	০১	-	০১	
সচিব	১	১	-	এল ডি এ কাম কম্পিঃ অপাঃ	২৭	১৬	১১	
মহাব্যবস্থাপক/উর্ধতন মহাব্যবস্থাপক	৬	৪	২	কম্পাউন্ডার	১	-	১	
উপ-মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক	১৩	৭	৬	টেলেক্স অপাঃ	২	-	২	
উর্ধতন আবাসিক চিকিৎসক	১	১	-	টেলিফোন অপাঃ	২	১	১	
উপ-ব্যবস্থাপক	১৫	১১	৪	ইলেকট্রিশিয়ান	১	১	-	
সহকারী ব্যবস্থাপক	১১	৩	৮	ড্রাইভার	১৩	১০	৩	
				মোট ঃ (৩য় শ্রেণি)	৭২	৪৪	২৮	
কনিষ্ঠ কর্মকর্তা (২য় শ্রেণি)	৭	২	৫	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপাঃ	১	১	-	
উপ সহকারী প্রকৌশলী (২য় শ্রেণী)	১	১	-	ডেসপাচ রাইডার	২	১	১	
				অফিস সহায়ক	২৭	২০	৭	
				নিরাপত্তা প্রহরী	১০	৮	২	
				বাস হেলপার	১	-	১	
				পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৫	৪	১	
				মোটঃ(৪র্থ শ্রেণি)	৪৬	৩৪	১২	
মোট ঃ	৫৯	৩৪	২৫	সর্বমোট (৩য়+৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী) ঃ	১১৮	৭৮	৪০	

জনবলের বর্তমান অবস্থা

	মঞ্জুরীকৃত পদ	বিদ্যমান পদ	শূন্য পদ
কর্মকর্তা	৫৯	৩৪	২৫
কর্মচারী	১১৮	৭৮	৪০
মোট ঃ	১৭৭	১১২	৬৫

বাণিজ্য ও অপারেশন্স কার্যক্রম ঃ

১। যে কোন দেশের উন্নয়নে প্রধান চালিকা শক্তি হল জ্বালানি তেল। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে এর চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানত যানবাহন, কৃষি সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। সংস্থা কর্তৃক যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ, সময়োচিত আমদানিসূচী প্রণয়ন, দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিতরণ ও সরবরাহ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ সংস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে সারাদেশে জ্বালানি তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। জ্বালানি তেলের সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে চুক্তির আওতায় বিপিসি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে জ্বালানি তেল আমদানি করছে। সম্প্রতি বিপিসি যে সব প্রতিষ্ঠান হতে চুক্তির আওতায় পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করছে, সে সকল প্রতিষ্ঠান সমূহ ঃ- Kuwait Petroleum Corporation (KPC)–Kuwait, Emirates National Oil Company (ENOC) – UAE, Petco Trading Labuan Company Limited (PTLCL)–Malaysia, Petrolimex Singapore PTE. Ltd. (Petrolimex) - Vietnam, PetroChina International (Singapore) Pte. Ltd. – China, Unipec Singapore Pte Ltd. – China, Philippines National Oil Company (PNOC EC). – Philippines, PT. Bumi Siak Pusako (BSP) – Indonesia, PTT International Trading Pte. Limited-Thailand & China Zhenhua Oil Corporation Ltd, China. এ ছাড়া অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে সৌদি আরবে Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) হতে Arabian Light Crude Oil (ALC) এবং আবুধাবীর Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) হতে Murban Crude Oil আমদানির জন্য বিপিসি'র মেয়াদী চুক্তি রয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বিভিন্ন উৎস হতে জ্বালানি তেল আমদানি করে দেশের চাহিদাপূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রেখে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

২। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ইষ্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড' এ প্রক্রিয়াকরণের জন্য ৬৬৬,৭৯২.০৬ মেট্রিক টন মারবান ক্রুড অয়েল এবং ৭১২,৫৩৭.২৪ মেট্রিক টন এরাবিয়ান লাইট ক্রুড অয়েল (এএলসি) অর্থাৎ ; ১,৩৭৯,৩২৯.৩০ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানি করা হয়। ক্রুড অয়েল আমদানি বাবদ ব্যয় ছিল ৪,১০২.৪৯ কোটি টাকা বা ৫১৮.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৩। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বিপিসি পেট্রোবাংলার আওতাধীন বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে ৩৩৫.০০ মেট্রিক টন গ্যাস কনডেনসেট ইস্টার্ন রিফাইনারিতে ক্রুড অয়েলের সাথে মিশ্রণ করে প্রক্রিয়াজাত করেছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বিপিসি ১,৩৭৯,৩২৯.৩০ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানির পাশাপাশি ৩,৫৩৮,৮৭৩.৭৮ মেট্রিক টন ডিজেল, ১৬,৪৬২.৮৮ মেট্রিক টন মোগ্যাস, ৩৭৬,০৯৫.৫৭ মেট্রিক টন জেট এ-১ এবং ৫২১,১৯৮.৬৩ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল ও রয়েছে। পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানির খাতে এ অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছে ১৫,৫৫৭.৬৫ কোটি টাকা।

৪। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বছরে যথাক্রমে ৩৮.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪,৮৫২.৮৭ মেট্রিক টন ও ৫৩.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪,৯৮০ মেট্রিক টন ল্যুব বেস অয়েল আমদানি করা হলেও ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬, ২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে বিপিসি কোন ল্যুব বেস অয়েল আমদানি করেনি। উল্লেখ্য, বেসরকারি খাতে ল্যুব বেস অয়েল ব্লেন্ডিং প্ল্যান্ট স্থাপনসহ প্রক্রিয়াকৃত ল্যুব্রিকেটিং অয়েল আমদানি ও বাজারজাতকরণ উন্মুক্ত করার ফলে ল্যুব বেস অয়েল আমদানি খাতে বিপিসি'র ব্যয় উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। এমতাবস্থায়, ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে সামগ্রীকভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানির পরিমাণ ছিল ৫,৮৩১,৯৬০.১৬ মেট্রিক টন এবং এ আমদানি বাবদ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৯,৬৬০.১৪ কোটি টাকা বা ২৪৭৫.৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৫। বাংলাদেশে ন্যাফথার চাহিদা কম থাকায় ইআরএল এ উৎপাদিত ন্যাফথা রপ্তানি করা হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বিপিসি ১,০৯,১৩০.১৬২ মেট্রিক টন ন্যাফথা রপ্তানি করে ৩৫৭.৪৪ কোটি টাকা বা ৪৫.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। আবার ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে স্থানীয়ভাবে সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম এ ৫০,৮২৫.০০ মেট্রিক টন ন্যাফথা রপ্তানি করা হয়েছে।

৬। উল্লেখ্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে স্থানীয় উৎস থেকে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য ও কনডেনসেটের আমদানির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫,৩৬,২৪৪.০০ মেট্রিক টন । প্রায় এ ছাড়া স্থানীয়ভাবে সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম হতে ২০১৬-২০১৭ সময়ে ১,০৯,৪৪৩ মেট্রিক টন মোগ্যাস এবং পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারি লিমিটেড, মংলা হতে ৬৬,১৫২ মেট্রিক টন মোগ্যাস গ্রহণ করা হয়েছে।

৭। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ইস্টার্ন রিফাইনারি লিঃ গ্যাস ফিল্ডস কনডেনসেট ও আমদানিকৃত ক্রুড অয়েলসহ মোট ১৩,৯১,৬৬৫ মেট্রিক টন পরিশোধন করে বিভিন্ন প্রকারের ১৩,৯১,৬৬৫ মেট্রিক টন পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করে। এ সময়ে এসফলটিক্ বিটুমিন প্ল্যান্টে ৫৫,৬৩৫ মেট্রিক টন বিটুমিন উৎপাদিত হয়। চট্টগ্রামস্থ এলপি গ্যাস প্ল্যান্ট ইআরএল থেকে ১০,৭৮৯.৮৫৮ মেট্রিক টন এবং কৈলাশটিলাস্থ এলপিজি প্ল্যান্ট পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানি আরপিজিসিএল থেকে ৫,৭৪৮.৭৬১ মেট্রিক টন এলপিজি গ্রহণ করে। ইআরএল এবং আরপিজিসিএল থেকে প্রাপ্ত এলপিজি এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক বোতলজাত করে (প্রতি সিলিন্ডারে ১২.৫ কেজি) এবং তা বিপিসি'র আওতাধীন প্রতিষ্ঠান পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিঃ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিঃ এবং স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিঃ এর মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়েছে।

পণ্য	বিএল পরিমাণ		গৃহীত পরিমাণ		মোট মূল্য (এফওবি)	
	মেঃ টন	ব্যারেল	মেঃ টন	ব্যারেল	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা
এএলসি	৭২৩,৬৭৬.২০	৫,৩১৪,০৬৮.০০	৭১২,৫৩৭.২৪	৫,২৯৪,০১৩.০০	২৬১.৪১৯	২,০৬৭.৫৩
মারবান	৬৬৭,৯৫৩.০০	৫,১১০,৯৮৩.০০	৬৬৬,৭৯২.০৬	৫,১০৫,৭৬০.০০	২৫৭.১০৭	২,০৩৪.৯৬
মোট	১,৩৯১,৬২৯.২০	১০,৪২৫,০৫১.০০	১,৩৭৯,৩২৯.৩০	১০,৩৯৯,৭৭৩.০০	৫১৮.৫২৬	৪,১০২.৪৯

৮। প্রসঙ্গতঃ, ২০১১ সালের পূর্বে দেশে ফার্নেস অয়েল আমদানি করা হ'ত না। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ফার্নেস অয়েলের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তা বিভিন্ন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে আমদানি করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ফার্নেস অয়েলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিদ্যুতায়নের পরিধি সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে ২০১২ সালে কেরোসিন আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সরকার সারা দেশে নিরবিচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠুভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ করে দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বিপিসি'র বাণিজ্য ও অপারেশন্স কার্যক্রম (পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি ও রপ্তানির বিবরণ) ঃ

আমদানির বিবরণ ঃ বৈদেশিক উৎস হতে আমদানির পরিমাণ ঃ-

ক) ক্রুড অয়েল ঃ

খ) পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য ঃ

পণ্য	বিএল পরিমাণ		গৃহীত পরিমাণ		মোট মূল্য (সিএন্ডএফ)	
	মেঃ টন	ব্যারেল	মেঃ টন	ব্যারেল ডলার	মিলিয়ন মার্কিন	কোটি টাকা
ডিজেল	৩,৪৮১,১০১.৫০	২৫,৯৬২,১৫৪.১২	৩,৫৩৮,৮৭৩.৭৮	২৫,৭৭২,৬৬২.০০	১,৬০৮.০৯৭	১২,৭৯৩.৩৮৬
জেট-১	৩৭৬,৪০৩.৩৬	২,৯৮৪,৬৫৮.০০	৩৭৬,০৯৫.৫৭	২,৯৮২,৯১১.০০	১৮৪.৯১৩	১,৪৭০.৫৩৬
কেরোসিন	০.০০	০.০০	-	-	-	-
অকটেন	১৬,৪৯৯.৮২	১৪০,৮২৬.০০	১৬,৪৬২.৮৮	১৪০,৫১৭.০০	৯.৬২০	৭৬.৯৫৮
ফার্নেস অয়েল	৫২১,৫৩৮.০০	৩,৩২৩,৬২৭.৯৫	৫২১,১৯৮.৬৩	৩,৩২১,৪০৬.০০	১৫৪.৮০৫	১,২১৬.৭৭২
মোট =	**৪,৩৯৫,৫৪২.৬৮**	**৩২,৪১১,২৬৬.০৭**	**৪,৪৫২,৬৩০.৮৬**	**৩২,২১৭,৪৯৬.০০**	**১,৯৫৭.৪৩৫**	**১৫,৫৫৭.৬৫২**

স্থানীয় উৎস হতে আমদানির পরিমাণঃ-

অকটেন	১৭০,৯৪৭
পেট্রোল	১৯১,৯২৬
কেরোসিন	১৬,০৪৮
ডিজেল	১২৯,৭৫২
কনডেনসেট	২৬,০৭১
লাইট এমএস	৩২৬
এমটিটি	৭৬৩
এসবিপিএস	৪১১
মোট =	**৫৩৬,২৪৪**

রপ্তানির বিবরণ ঃ

পণ্য	রপ্তানিকৃত পরিমাণ		মোট মূল্য (এফওবি)	
	মেঃ টন	ব্যারেল	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা
ন্যাফথা	১,০৯,১৩০.১৬২	৯,৯০,১৯৬	৪৫.৭০	৩৫৭.৪৪

বিপণন কার্যক্রম

(ক) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে পণ্য ভিত্তিক বিক্রয় (মেঃটন) ;

অকটেন	পেট্রোল	কেরোসিন	ডিজেল	এলডিও	জেবিও	ফার্নেস	লুব
১৮৬৯১১	২৩২৩৫৯	১৭০৯৯৩	৪০০০০৪৪	৬৬০	১৭১৩৩	৮০৬৪৪০	১৮৭৫২

এলপিজি	বিটুমিন	এসবিপি	এমটিটি	জেটএ-১	মোট
১৬৩৭০	৫৫০২৮	৮৬৫	৬৪৭৫	৩৭৬৭০০	৫৮৮৮৭৩০

(খ) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বিভাগ ভিত্তিক বিক্রয় (মেঃটন);

বিভাগের নাম	পরিমাণ	শতকরা হার
চট্টগ্রাম	১২১৭৮১৫	২০.৬৮
সিলেট	১৭৫১২০	২.৯৭
ঢাকা	২২৪১০৫৫	৩৮.০৬
ময়মনসিংহ	১৪০০০৭	২.৩৮
রাজশাহী	৭০৬৪১৭	১২.০০
রংপুর	৩৫৭১৯০	৬.০৬
খুলনা	৮৫৯৯৪৬	১৪.৬০
বরিশাল	১৯১১৮০	৩.২৫
মোট	৫৮৮৮৭৩০	১০০.০০

(গ) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে সেক্টর ভিত্তিক বিক্রয় (মেঃটন) ;

সেক্টরের নাম	পরিমাণ	শতকরা হার
বিদ্যুৎ	১৩৭২২৬০	২৩.৩০
শিল্প	৩৭০৮৪৮	৬.৩০
কৃষি	৯০৫৬২৩	১৫.৩৮
গৃহস্থালি	১৮২৫৪৯	৩.১০
যোগাযোগ	৩০৩৮৫১১	৫১.৬০
অন্যান্য	১৮৯৩৯	০.৩২
মোট	৫৮৮৮৭৩০	১০০.০০

(ঘ) ০১-০৭-২০১৭ তারিখে বিভাগ ভিত্তিক ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা ;

বিভাগের নাম	ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা
চট্টগ্রাম	৩৫৪
সিলেট	১৪৪
ঢাকা	৫৬৭
ময়মনসিংহ	১০২
রাজশাহী	৩০৪
রংপুর	৩১১
খুলনা	২৯০
বরিশাল	৪৯
মোট	**২১২১**

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ ঃ

বিপিসি'র প্রতিষ্ঠালগ্ন অর্থাৎ ৩৮(আটত্রিশ) বছর পূর্বে দেশের জ্বালানি তেলের বার্ষিক চাহিদা ছিল প্রায় ১১ (এগারো) লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ফলে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্বালানি তেলের চাহিদা ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ছিল প্রায় ৫৭(সাতান্ন) লক্ষ মেট্রিক টন। বার্ষিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৫% বিবেচনায় নিয়ে আগামী ২০২১-২২ অর্থ-বছর নাগাদ জ্বালানি তেলের প্রাক্কলিত চাহিদা প্রায় ৭৫.০০ (পঁচাত্তর) লক্ষ মেট্রিক টন হতে পারে। সে লক্ষ্যে সরকার দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরো সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে চলমান কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে বেশ কিছু প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে, কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে এবং ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আরো প্রকল্প বিবেচনাধীন রয়েছে।

২) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যসমূহ ঃ

বিপিসি দেশে জ্বালানি তেল আমদানি, পরিশোধন, মজুদ ও সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী যথোপযোগী অবকাঠামো গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মকান্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। সে প্রেক্ষিতে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ১৩ টি প্রকল্পের মধ্যে ০২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সংলগ্ন কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপোতে জেট-ফুয়েল মজুদ এর জন্য ৭৫০০ মেট্রিক টন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে উড়োজাহাজের জ্বালানি তেল জেট-এ-১ সংরক্ষণের জন্য ৭৫০০ মেট্রিক টন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে জ্বালানি নিরাপত্তা আরো সুদৃঢ় হবে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সংলগ্ন কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপোতে (কেএডি) পাইপলাইনের মাধ্যমে জেট-এ-১ সরবরাহের জন্য সমীক্ষা (Feasibility Study) কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে পিতলগঞ্জ হতে কেএডি পর্যন্ত প্রায় ১৬ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, সুষ্ঠু, নিরবচ্ছিন্ন ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে জেট-এ-১ কেএডিতে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ফলাফল
১।	ক) ডেভেলপমেন্ট অফ ল্যান্ড এ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অব ৩*২৫০০ মেঃ টন জেট-এ-১ ষ্টোরেজ ট্যাংক অন ডেভেলপড ল্যান্ড এ্যাট কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো, ঢাকা। খ) ০১.০৭.১১-৩০.০৬.১৭	১১৭৫.০০	প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার ফলে দেশের জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা ৭৫০০ মেঃ টন বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সাথে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিমানের জ্বালানি তেলের সরবরাহ সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২।	ক) ফিজিবিলিটি স্টাডি অফ জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম কাঞ্চনব্রিজ, পিতলগঞ্জ টু কেএডি ডিপো, ঢাকা ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক। খ) ০১.০১.১৬-৩১.১২.১৬	৫০২.০০	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পিতলগঞ্জ হতে কেএডি ডিপো পর্যন্ত জেট-এ-১ পাইপলাইন নির্মাণের ড্রইং, ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। ফলে কনস্ট্রাকশন অব জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম কাঞ্চন ব্রীজ, পিতলগঞ্জ টু কেডিএ ডিপো, ঢাকা ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক শীর্ষক প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

৪) বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

ক) ডেভেলপমেন্ট অফ ল্যান্ড এ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অব ৩*২৫০০ মেঃ টন জেট-এ-১ ষ্টোরেজ ট্যাংক অন ডেভেলপড ল্যান্ড এ্যাট কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো, ঢাকা।

খ) ফিজিবিলিটি স্টাডি অফ জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম কাঞ্চনব্রিজ, পিতলগঞ্জ টু কেএডি ডিপো, ঢাকা ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক।

৫) বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

ক) এডিপিভুক্তঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ফলাফল
১।	ক) ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন। খ) সেপ্টেম্বর ১৫-ডিসেম্বর ১৮	৫৪২৬২৬.৮৩	ক্রুড অয়েলের জাহাজ হতে ১.০০ লক্ষ মেঃটঃ জ্বালানি তেল ৯/১০ দিনের পরিবর্তে ২ দিনে এবং আমদানিতব্য ৭০ মেঃটঃ ডিজেল ১০৮ ঘন্টার পরিবর্তে ২৮ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। এতে অপারেশন কার্যক্রম আরো সহজ, সুষ্ঠু ও গতিশীল হবে।

খ) নিজস্ব অর্থায়নেঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ফলাফল
১।	ক) কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনস্টলেশন। খ) ০১.০৭.০৭-৩১.০৩.১৮	২০৪৫৬.০০	১.০০ লক্ষ মেঃ টন ধারন ক্ষমতার এ ডিপোটি তৈরী হলে দেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি সরবরাহ করা সহজতর হবে। জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা আরো সুদৃঢ় হবে।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ফলাফল
২।	ক) কনস্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অফ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (২২ তলা বিশিষ্ট)। খ) ০১.০৭.১৩-৩০.০৬.১৭	৬৭৬৬.৪৯	পিওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে।
৩।	ক) চট্টগ্রাম টার্মিনালে ৪ তলা ভবন নির্মান প্রকল্প, গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম। খ) ০১.০১.১৬-৩০.০৬.১৮	৯৫৪.০০	যমুনা অয়েল কোম্পানি লিঃ এর প্রধান স্থাপনায় টার্মিণাল ভবন নির্মাণ হলে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশে কাজ করতে পারবে।
৪।	ক) প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড কনস্যালটেন্সি সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২. খ) ০১.০৪.১৬-৩১.০৩.১৯	১৪১৮৭.০০	ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২-শীর্ষক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কাজ মনিটরিং ও তদারকি করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে। ফলে রিফাইনারীর ২য় ইউনিট স্থাপন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।
৫।	ক) কনস্ট্রাকশন অব ২০ স্টোরিড যমুনা অফিস বিল্ডিং(যমুনা ভবন) এ্যাট কাওরান বাজার,ঢাকা (সেকেন্ড ফেজ) খ) ০১.০৭.২০১৫-৩০.০৬.২০১৯	১২৩৮২.০০	জেওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিস নির্মাণের ফলে নিজস্ব ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এছাড়া ফ্লোর ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানির সুনির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা হবে।
৬।	ক) কনস্ট্রাকশন অব ১৯ স্টোরিড মেঘনা ভবন উইথ ০৩ বেজমেন্ট ফ্লোর এ্যাট আগ্রাবাদ কর্মাশিয়াল এরিয়া, চট্টগ্রাম ক) ০১.০৭.২০১৬-৩০.০৬.২০১৯	৫৩৭৩.০০	এমপিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিস নির্মাণের ফলে নিজস্ব ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এছাড়া ফ্লোর ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানির সুনির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা হবে।
৭।	ক) ফিড সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২। খ) ০১.১০.২০১৬-৩০.০৯.২০১৭	৩৭১৮১.০০	ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২-শীর্ষক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কাজ মনিটরিং ও তদারকি করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে রিফাইনারীর ২য় ইউনিট স্থাপন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।
৮।	ক) এয়ারক্রাফ্ট রি-ফুয়েলিং ফ্যাসিলিটিজ এ্যাট কক্সবাজার এয়ারপোট। খ) ০১.০১.২০১৬-৩১.১২.২০১৬	২৩৩০.০০	কক্সবাজার এয়ারপোর্ট এ এয়ারক্রাফ্ট রি-ফুয়েলিং ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন করা যাতে করে জাতীয় ও আন্তজার্তিক বিমান সংস্থা কক্সবাজার এয়ারপোর্ট থেকে তাদের ফ্লাইট পরিচালনা করতে পারে।
৯।	ক) ফিজিবিলিটি স্টাডি অফ কনস্ট্রাকশন অব অয়েল পাইপ লাইন ফ্রম, চিটাগাং টু ঢাকা। খ) ০১.০৬.২০১৬-০১.০৮.২০১৭	৭০৩.০০	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল জেট-এ-১ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
১০।	ক) কন্সট্রাকশন অব ৪ স্টোরিড বিপিসি টার্মিনাল বিল্ডিং এ্যাট বাঘাবাড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ। খ) জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৭	৮৫২.০০	দেশের উত্তরাঞ্চলে বিপিসি'র অধীনস্ত কোম্পানিসমূহের (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা) পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টের ব্যবস্থাপনা, সমন্বয়, বিতরণ ও বিপণনের উন্নতিতে সাহায্য করা।

৮) ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা ঃ

দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা হিসেবে নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হবে ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ফলাফল
১।	ক) ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২। খ) জানুয়ারী ১৮-ডিসেম্বর ২০	১৬৭৩৯.০৯	ইআরএল এর পরিশোধন ক্ষমতা তিনগুন বৃদ্ধি পাবে। ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ উপযোগী স্পেসিফিকেশনের জ্বালানির উৎপাদন করা সম্ভবপর হবে, যা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাকে সুসংহত রাখবে। অন্যদিকে জ্বালানি খাতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে।
২।	ক) জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম কাঞ্চন ব্রীজ, পিতলগঞ্জ টু কেডিএ ডিপো, ঢাকা ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক। খ) জুলাই ১৬ হতে জুন ১৮	১৫০.০০	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবস্থিত ডিপোতে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন ও সহজ হবে। ফলে এয়ারপোর্টে আগত উড়োজাহাজসমূহে জেট-এ-১ সরাবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত ও সহজ হবে।
৩।	ক) কনস্ট্রাকশন অব অয়েল পাইপলাইন ফ্রম চট্টগ্রাম-ঢাকা। খ) জুলাই ১৬ হতে জুন ১৯	২৫০০.০০	পেট্রোলিয়াম পণ্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা বা ঢাকার নিকটবর্তী যে কোন এলাকা পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে আনয়ন করা। তাতে সময় ও অর্থ দুটিই সাশ্রয় হবে।
৪।	ক) ইন্দো-বাংলা প্রোডাক্ট পাইপলাইন ফম শিলিগুড়ি মার্কেন্টিং টার্মিনাল (এসএমটি), ইন্ডিয়া টু পার্বতীপুর ডিপো ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক(৩*১০,০০০ মেঃ টন) বাংলাদেশ। খ) জুলাই ১৬-জুন ১৮	৫২০.০০	পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত থেকে বাংলাদেশে জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
৫।	ক) জয়েন্ট ভেঞ্চার এলপিজি ইম্পোর্ট, স্টোরেজ এন্ড বটলিং প্ল্যান্ট এ্যাট মংলা। খ) ০১.০১.১২-৩০.০৬.১৮	২১,০৪৭.০০	এলপি গ্যাস আমদানি করে মজুদ, বোটলিং ও বিপণন করা হবে। ফলে এলপি গ্যাসের চাহিদানুযায়ী সরবরাহ করা সম্ভবপর হবে, যা পরিবেশ সহায়ক।

আর্থিক কার্যক্রমঃ

১। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ৫৮,৩১,৯৬০ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল আমদানি করতে মার্কিন ডলার ২,৪৭৫.৯৭ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ১৯,৬৬০.১৪ কোটি ব্যয় করে। এর মধ্যে ১৩,৭৯,৩২৯ মেঃ টন ক্রুড অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ৫১৮.৫৩ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ৪,১০২.৪৯ কোটি এবং ৪৪,৫২,৬৩১ মেঃ টন পরিশোধিত তেল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ১,৯৫৭.৪৪ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ১৫,৫৫৭.৬৫ কোটি। একই সময়ে রিফাইনারিতে প্রক্রিয়াকৃত চাহিদার অতিরিক্ত ন্যাফথা রপ্তানি করে প্রায় মাঃডঃ ৪৫.৭০ মিলিয়ন সমপরিমাণ প্রায় ৩৫৮.২৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

২। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে আইটিএফসি-জেদ্দা থেকে মাঃডঃ ৭০০.০০ মিলিয়ন ঋণ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি মাঃডঃ ৬০৫.৫৬ মিলিয়ন ঋণ পরিশোধ করা হয়।

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

১। কোম্পানির পরিচিতি ঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৃটিশ-ভারত উপনিবেশিক সময়কালে এর সৃষ্টি। কোম্পানির পূর্বসূরী প্রতিষ্ঠান "রেংগুন অয়েল কোম্পানি" ঊনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বের এই অংশে পেট্রোলিয়াম ব্যবসা শুরু করে এবং বর্তমানে এটি দেশের বৃহত্তম তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের মধ্যে অন্যতম। কোম্পানির ঐতিহাসিক পটভূমি নিম্নরূপঃ

* ১৮৭১ সালে "রেংগুন অয়েল কোম্পানি" তাদের প্রধান ব্যবসায়িক কার্যক্রম বার্মায় পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্কটল্যান্ডে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয় (উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত বার্মা বৃটিশদের নিকট বৃটিশ-ভারতের একটি প্রদেশ হিসেবে পরিচিত ছিল)।

* ১৮৮৮ সালে রেংগুণ অয়েল কোম্পানি বার্মা অয়েল কোম্পানি হিসেবে পুনর্গঠিত হয়। কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম সে সময় আসাম ও বাংলাসহ বৃটিশ-ভারত এর অন্যান্য প্রদেশে বিস্তার লাভ করে। কোম্পানির প্রদান কার্যালয় ছিল ১৯১ ওয়েস্ট জর্জ স্ট্রীট, গ্লাসগো, ইউ কে।

* ১৮৮৮ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি প্রথমবারের মত তেল আহরণের জন্য বার্মায় ড্রিলিং সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে। পূর্বে বার্মায় হাতে খননকৃত কূপ হতে তেল আহরণ করা হতো।

* ১৯০৩ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি চট্টগ্রামে তাদের "মহেশখালী তেল স্থাপনা" প্রতিষ্ঠা করে।

* ১৯০৮ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি চট্টগ্রামে ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করে।

* ১৯১৪ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে একটি কুপ খনন করে।

* ১৯২০ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানির প্রধান পরিবেশক মেসার্স বুলক ব্রাদার্স, চট্রগ্রামের সদরঘাটে তাদের ব্যবসায়িক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।

* ১৯২৯ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি মেসার্স বুলক ব্রাদার্স এর ৪.১ একর জমিসহ সদরঘাটস্থ কার্যালয় এর দায়িত্বভার গ্রহণ করে এর নিজস্ব ব্যবসায়িক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।

* ১৯৪৭ সাল উপমহাদেশ বিভাগের পূর্ববর্তী সময় দুটি প্রধান কোম্পানি বার্মা অয়েল কোম্পানি (বিওসি) এবং বার্মা শেল অয়েল ষ্টোরেজ এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (বিএসওসি) এ অঞ্চলে তেলের ব্যবসা পরিচালনা করত, যা বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ।

* ১৯৪৮ সালে বার্মা শেল অয়েল তেজগাঁও বিমান বন্দরে এভিয়েশন ডিপো প্রতিষ্ঠা করে।

* তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের তেল বিপণন পরিস্থিতি বিবেচনা করে বার্মা শেল তাদের শেয়ার বিওসি (বার্মা অয়েল কোম্পানি) কে হস্তান্তর করে এবং ১৯৬৫ সালে বিওসি এর ৪৯% শেয়ার নিয়ে বার্মা ইস্টার্ণ লিমিটেড নামে নতুন একটি কোম্পানি গঠিত হয়। অবশিষ্ট শেয়ার পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও বেসরকারি ব্যক্তি মালিকদের ইস্যু করা হয়।

* ১৯৭৭ সালে বার্মা ইস্টার্ণ লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অংগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

* ১৯৮৫ সালে বিওসি (বার্মা অয়েল কোম্পানি) তাদের বাংলাদেশের সমস্ত সম্পত্তি (বার্মা ইস্টার্ণ লিমিটেড এর শেয়ারসহ) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর অনুকূলে হস্তান্তর করে। বিওসি এর সমস্ত শেয়ার বিপিসি-কে হস্তান্তরের শর্তানুযায়ী বার্মা ইস্টার্ণ লিমিটেড এর নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে এবং তদনুযায়ী ১৯৮৮ সালে কোম্পানির নাম পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এ রূপান্তরিত হয়।

পিওসিএল এর কার্যাবলি ঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড দেশের বৃহত্তম পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণন কোম্পানি এবং অন্যতম বৃহত্তম কৃষি কীটনাশক বিপণন কোম্পানিও বটে। পেট্রোলিয়াম ও এগ্রো-কেমিক্যালস্ ব্যবসা পরিচালনার জন্য সারাদেশে কোম্পানির বিশাল নেটওয়ার্ক রয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের মাধ্যমে কোম্পানি দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে নির্ধারিত মূল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। কোম্পানির প্রধান লক্ষ ও উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাসময়ে নির্ধারিত মূল্যে জনগণের দোরগোড়ায় জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সুচারুরূপে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদন। তাছাড়া কৃষিজাত কীটনাশক পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে এ কোম্পানি দেশের কৃষি নির্ভর অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

পিওসিএল এর ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক নিম্নরূপ ঃ

		২০১৬-২০১৭
ফিলিং স্টেশন	-	৬৬৬
এজেন্ট	-	৯১৫
প্যাকড্ পয়েন্ট ডিলার	-	২২৮
এল পি জি ডিলার	-	৭১৭
বার্জ ডিলার	-	৫০
মোট	-	**২৫৭৬**

এগ্রো-কেমিক্যালস্ পরিবেশক

২০১৬-২০১৭
৩২২

পিওসিএল এর স্থায়ী জনবল কাঠামো ঃ

৩০শে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত কোম্পানির বিভিন্ন পর্যায়ে জনবল নিম্নরূপ ঃ

ক) কর্মকর্তা	-	২৯৫ জন
খ) কর্মচারী	-	৮১৬ জন
মোট	-	**১১১১ জন**

ডিপো নেটওয়ার্ক

ক) জ্বালানি তৈল ডিপো	ঃ	১৭টি
খ) এগ্রো-কেমিক্যালস্	ঃ	৩৩টি
গ) এভিয়েশন ডিপো	ঃ	০৪টি
মোট	-	**৫৪টি**

রোড ট্যাংকার থেকে এলপিজি খালাসকরণ

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (জেওসিএল) বিগত পাঁচ দশক ধরে জ্বালানি তেল বিপণনের মাধ্যমে জাতিকে সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে সর্বোত্তম ভূমিকা রাখতে এ কোম্পানি অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১৯৬৪ সালে ২ (দুই) কোটি টাকা মূলধন নিয়ে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় তেল কোম্পানি হিসেবে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেড (পিএনওএল) নামক কোম্পানিটি যাত্রা শুরু করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ অ্যাবানড্যান্ড প্রোপার্টি (কনট্রোল, ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিস্‌পোজাল) আদেশ ১৯৭২ (পিও নং ১৬, ১৯৭২) বলে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেডকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহন করা হয় এবং নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল অয়েল্‌স লিমিটেড। অতঃপর ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭৩ তারিখে এক সরকারি আদেশ বলে এর পুনঃনামকরণ করা হয় যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (জেওসিএল)। প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২১-৪-৭৩ তারিখে ২১ এম-৪/৭৬ (এন আর) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এ কোম্পানি পেট্রোবাংলার আওতাধীন একটি এডহক কমিটি (অয়েল কোম্পানিজ এডভাইজারী কমিটি) দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯৭৫ সলের ১২ মার্চ কোম্পানি আইন, ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রাইভেট কোম্পানি হিসেবে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এ নিবন্ধিত হয়, যার অনুমোদিত মূলধন ১০ (দশ) কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা।

পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালের বিপিসি অধ্যাদেশ নং LXXXVIII (যা ১৩ নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এক্সট্রা-অর্ডিনারীতে প্রকাশিত হয়) এর ৩১(সি) ধারায় বর্ণিত তালিকায় এ কোম্পানির সম্পত্তি ও দায়-দেনা সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ইন্দোবার্মা পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিমিটেড (আইবিপিসিএল) এর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ও দায়-দেনা এ কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন গঠনের পর থেকে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি সাবসিডিয়ারি হিসেবে কাজ করে আসছে।

২০০৫-২০০৬ অর্থ-বছরের মুনাফা থেকে ৫.০০ কোটি টাকা বোনাস শেয়ার ইস্যু করে এ কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। গত ২৫ জুন, ২০০৭ তারিখে এ কোম্পানিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং এর অনুমোদিত মূলধন ৩০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ১০-৮-২০০৭ তারিখে পুনরায় ৩৫.০০ কোটি টাকার বোনাস শেয়ার ইস্যু করে পরিশোধিত মূলধন ৪৫.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন তাদের মালিকানাধীন শেয়ার থেকে প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যের ১,৩৫,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার অর্থাৎ; ১৩.৫০ কোটি টাকার শেয়ার ডাইরেক্ট লিস্টিং পদ্ধতির আওতায় অফ-লোড এর লক্ষ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ ০৯-০১-২০০৮ তারিখে তালিকাভূক্ত হয় এবং যথারীতি উপরোক্ত শেয়ার পুঁজিবাজারে অবমুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবশিষ্ট শেয়ার থেকে আরও ১৭ শতাংশ শেয়ার ২৫-৭-২০১১ তারিখে অবমুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বিভিন্ন অর্থ-বছরে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনক্রমে বোনাস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন ১১০.৪২ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানা যথাক্রমে ৬০.০৮% ও ৩৯.৯২%।

এ ছাড়াও জেওসিএল বাংলাদেশে বিশ্বমানের মবিল ব্রান্ডের লুব্রিক্যান্ট এবং গ্রীজ বাজারজাত করে থাকে। এর প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে। এছাড়া ৪টি বিভাগীয় অফিস এবং ৫টি আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস রয়েছে।

কোম্পানির প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রামে অবস্থিত এবং সারা দেশে ১৬টি ডিপো রয়েছে। এছাড়াও জেওসিএল এর বিদ্যমান ৬৯৮ টি ডিলার, ১৩৭৫টি ডিস্ট্রিবিউটর, ২৭৫টি প্যাকড পয়েন্ট ডিলার, ৭৮৪টি এলপিজি ডিলার এবং ১৮টি মেরিন ডিলার এর দ্বারা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের নিকট পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদান করে থাকে।

কোম্পানি পরিচালনার জন্য বর্তমানে ৯ সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালকসহ ৮ জন পরিচালক সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং ১ জন পরিচালক সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ভোটে নির্বাচিত। কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার নীতিনির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যা বিপিসি এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।

প্রধান কার্যালয়	ঃ	যমুনা ভবন, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪১০০, বাংলাদেশ।
আবাসিক কার্যালয়	ঃ	যমুনা ভবন, ২ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
বিভাগীয় কার্যালয়	ঃ	চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা ও বগুড়া।
প্রধান স্থাপনা	ঃ	গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
ডিপো	ঃ	সমগ্র দেশে ১৬ টি ডিপো রয়েছে।
ব্যবসার প্রকৃতি	ঃ	কোম্পানির প্রধান কার্যক্রম হলো পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল ও গ্রীজ, বিটুমিন এবং এলপি গ্যাস গ্রহণ, মজুতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন।

কোম্পানির বর্তমান স্থায়ী জনবল

	অর্গানোগ্রাম মোতাবেক অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল	কম (-)/বেশী (+)
কর্মকর্তা	২৪২	১৩১	-১১১
কর্মচারী (গ্রুপ-২)	১৩৭	১০৭	-৩০
শ্রমিক (গ্রুপ-১)	২৮৬	২১১	-৭৫
সিকিউরিটি গার্ড (গ্রুপ-১)	১৪১	৮১	-৬০
মোট	**৮০৬**	**৫৩০**	**-২৭৬**

জ্বালানি তেলের হ্যান্ডলিং, মজুদকরণ, সেফটি ও সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণসহ দেশের সর্বত্র জ্বালানি তেল বন্টন ও বিপণন সংক্রান্ত ব্যাপক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কোম্পানির মানব সম্পদের মান উন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ, কর্মশালায় অংশগ্রহণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ চলমান রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিভিন্ন পদে নিয়োগ নীতিমালা অনুসরন করে ৮ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ পত্র প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ২৫ জন কর্মকর্তা ও ৪০ জন সিকিউরিটি গার্ডসহ ৫০ জন শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগের পরিকল্পনা আছে।

৫ বছরে কোম্পানির বিপণন কার্যক্রম ও সাফল্য

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বিগত ৫ বছরে কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ সেক্টরে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ করে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বিদ্যুতের বর্ধিত চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি খাতে নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে যথাসময়ে ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল সরবরাহের মাধ্যেমে এ কোম্পানি জাতীয় উন্নয়নে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলছে।

মেঃ টন

পণ্য	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
অকটেন (এইচওবিসি)	২৯৯০৩	৩০৩৭৭	৩১৯০৯	৪০১১২	৫০৮৫১
পেট্রোল (এমএস)	৫০৫১৭	৫৬৫২১	৫৪৮৯৩	৪৫৭৮৫	৭৫৫৮৭
কেরোসিন (এসকেও)	১১১৮৮০	১০৫১৫১	৯৬১৮৩	৭২৯৪০	৫৮৭১৮
ডিজেল (এইচএসডি)	৯৪০৮১৮	১০৫৫৩০২	১০৯৩১৪০	১১৯২৯৬২	১২০৯৬৩৪
ফার্নেস অয়েল (এফও)	৩৬৬৩৩২	৩৫৬৪১৬	৩২১৮৯৭	২৩৬৩৭৫	২৪৭০৯৮
জেবিও	৬১৯৫	৫৯৪৫	৫১৩৭	৪২৪৫	৪৪৮৩
লুব অয়েল	৪৫৯১	৪৯৪০	৪৮৩৫	৪৩১৬	৪৫৮৫
গ্রীজ	৪৬	৭২	৪৫	২২	৩৬
এমটিটি	০	০	০	০	৩৫
এলপিজি	৪৮৯৫	৪১৭৪	৪১৬১	৪০৫৮	৩৯০৪
বিটুমিন	৯৭৮০	১২৭৭৯	১২৬৫০	৫৩২৪	১৩০২০
মোট	১৫২৪৯৫৭	১৬৩১৬৭৭	১৬২৪৮৫০	১৬০৬১৩৯	১৬৬৭৯৫১
হ্রাস/বৃদ্ধি		১০৬৭২০	(৬৭২৭)	(১৮৭১১)	৬১৮১২
%		৬.৯৯	(০.৪১)	(১.১৫)	৩.৮৫

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কোম্পানির প্রধান স্থাপনা এবং বিভিন্ন ডিপোতে ২০১১-১৬ সালের মধ্যে সরকারি নির্দেশে জ্বালানি তেল ধারণক্ষমতা ১.৩৩ লক্ষ মে. টন হতে ১.৮৩ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করা হয়েছে। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন ডিপোতে জ্বালানি তেল পরিবহনের জন্য পরিবহন বহরে ২৬টি ট্যাংকার যুক্ত করে ট্যাংকার সংখ্যা ৬২টিতে উন্নীত করা হয়েছে।

কোম্পানির প্রধান স্থাপনা এবং বিভিন্ন ডিপোর জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা

মেঃ টন

প্রধান স্থাপনা/ডিপো	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম	৯৪০৮৯	৮৭৭০০	৭৯৮৬০	৮৩২৪০	৮৩২৪০
ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জ	১১১৬৪	২১৪৭০	২১৪৭০	২১৪৭০	২১৪৭০
দৌলতপুর ডিপো, খুলনা	১০৫৭৯	২৬৩৭৬	২৬৩৭৮	২৬৩০২	২৬৩০২
বাঘাবাড়ি ডিপো, সিরাজগঞ্জ	১৫০৪২	২৩৩২০	২৩৭৮৯	২৩৭৮৯	২৩৭৮৯
পার্বতীপুর ডিপো, দিনাজপুর	৫০৯৩	৫১১৭	৫৩০৫	৫৩০৫	৫৩০৫
রংপুর ডিপো, রংপুর	১০৪১	১০৯২	১০৯৭	১০৯৭	১০৯৭
চিলমারী ডিপো, কুড়িগ্রাম	৬৮৩	৬৭১	৬৭১	৬৭১	৪৭০
চাঁদপুর ডিপো, চাঁদপুর	৪৫৪১	৪৩৬৫	৪৪৪১	৪৪৪১	৪৪৪১
ভৈরববাজার ডিপো, কিশোরগঞ্জ	১৪৮৩	১৪৮৩	১৫৫৬	১৫৫৬	১৫৫৬
সিলেট ডিপো, সিলেট	২৭৫৪	২৭৫৯	২৭২৩	২৭৮৫	২৭৮৫
শ্রীমঙ্গল ডিপো, মৌলবীবাজার	১৯৬৯	১৯৬৭	১৯৬৯	১৯৬৯	১৯৬৯
সাচনাবাজার ডিপো, সুনামগঞ্জ	৪৫২	৫৭৫	৪৪৯	৫৫৫	৫৫৫
বরিশাল ডিপো,বরিশাল	৩৯১৯	৩৬২৫	১০৬২৫	১০৬২৫	১০৬২৫
ঝালকাঠি ডিপো, ঝালকাঠি	৬৬৯	৫৫৮	৫৫২	৫৫২	৫৫২
সর্বমোট	**১৫৩৪৭৮**	**১৮১০৭৮**	**১৮০৮৮৫**	**১৮৪৩৫৭**	**১৮৪১৫৬**

৫ বছরে আর্থিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বিগত ০৫ বছরে আর্থিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। কোম্পানির বিগত ০৫ বছরের লাভ/ক্ষতির বিবরণী, স্থিতি পত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আয়কর পরবর্তী মুনাফা ১০১.৪৫ কোটি টাকা হতে ২২৫.৩২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। আয়কর হিসাবে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ ৩৩.৩৫ কোটি টাকা হতে ৭৪.৬০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। শেয়ার প্রতি আয় ১৮.৭৯ টাকা হতে ২০.৪০ টাকায় উন্নীত হয়েছে।

০৫ বছরের সমন্বিত আয়ের বিবরণী

(কোটি টাকায়)

	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
মোট বিক্রয়	১০৯৩০.৮৬	১১৫৬৩.৫৭	১২৮৫০.৯৮	১২৭৬৪.৯৩	১২৪৫৪.৮৫
বিক্রয় পরিব্যয়	(১০৭৪৯.৩৪)	(১১৪২৩.২১)	(১২৭০৩.৮৬)	(১২৫৯১.৬৩)	(১২৩৬৭.৬৫)
নীট আয়	১৮১.৫২	১৪০.৩৬	১৪৭.১২	১৭৩.৩০	৮৭.২০
মোট খরচ	(৫৪.৬৮)	(৬৬.৯৯)	(৬৭.৪৫)	(৯৭.৮৪)	(১০৩.৭৫)
অন্যান্য পরিচালন আয়	২৫.৯৮	২৪.৪৬	৩১.৫৫	৪১.২১	৪৯.৫৮
পরিচালন মুনাফা	১৫২.৮২	৯৭.৮৩	১১১.২২	১১৬.৬৭	৩৩.০৩
অন্যান্য আয়	১৩৭.২৬	১৭৯.৭৮	২১২.০৯	১৯৯.০৪	২৪০.৭৯
নীট মুনাফা	২৯০.০৮	২৭৭.৬১	৩২৩.৩১	৩১৫.৭১	২৭৩.৮২
শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল	(১৪.৫০)	(১৩.৮৮)	(১৬.১৭)	(১৫.৭৯)	(১৩.৬৯)
আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	২৭৫.৫৮	২৬৩.৭৩	৩০৭.১৪	২৯৯.৯২	২৬০.১৩
আয়কর	(৬৭.৬৭)	(৬৪.৭২)	(৭৫.৪৭)	(৭৪.৬০)	(৬৪.২৩)
আয়কর পরবর্তী মুনাফা	২০৭.৯১	১৯৯.০১	২৩১.৬৮	২২৫.৩২	১৯৫.৯০
শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	৭.০২	৯.১৩	১০.০৪	১১.০৪	১১.০৪
শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	২৯.৬২	২১.৮১	২৩.০৮	২০.৪০	১৭.৭৪

০৫ বছরের আর্থিক অবস্থার বিবরণী

(কোটি টাকায়)

	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
তহবিলের উৎস					
শেয়ার মূলধন	৭০.২০	৯১.২৬	১০০.৩৯	১১০.৪২	১১০.৪২
মূলধন সঞ্চিতি	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮
সাধারণ সঞ্চিতি	৩৩১.০০	৪৩১.০০	৫৬৬.০০	৫৬৬.০০	৭১৬.০০
অবন্টিত মুনাফা	৭৩.৬০	১১৯.৯৫	১২৫.৩৭	২৫০.৩০	১৮৫.৭৮
বিনিয়োগের বাজার মূল্য অনুযায়ী লাভ		৩৫৩.১০	৩৮২.৭৯	৫৬৭.৯৮	৫৫৬.৩৯
মোট তহবিল	**৪৯০.০৮**	**১০১০.৫৯**	**১১৮৯.৮৩**	**১৫০৯.৯৮**	**১৫৮৩.৮৭**
তহবিলের প্রয়োগ					
মোট স্থায়ী সম্পদ	৫১.৪৫	৬৪.২৫	৭১.৭০	৮০.৮৭	৮৫.৯১
আনুতোষিকের জন্য সঞ্চিতি	(২০.৫৭)	(২৩.৩৯)	(২৩.৪১)	(৪২.৯২)	(৬১.৭২)
বিলম্বিত কর	৩.৯৪	৩.৮৭	২.৮০	৬.৬৬	১০.৬১
বিনিয়োগ	২৮৪.২৮	৮১৬.৬৫	৯১০.৬৯	১২২৮.৩৪	১৯০৫.১৯
চলতি সম্পদ	১৬৭৬.৪৬	১৫৪৪.৬০	২১৫৩.৪৭	২৮৩৫.৯৯	৩৩৯৪.৩৮
চলতি দায় দেনা	(১৫০৫.৪৮)	(১৩৯৫.৩৯)	(১৯২৫.৪২)	(২৫৯৮.৯৭)	(৩৭৫০.৫০)
নীট চলতি সম্পদ	১৭০.৯৮	১৪৯.২১	২২৮.০৫	২৩৭.০৩	(৩৫৬.১২
নীট সম্পদ	**৪৯০.০৮**	**১০১০.৫৯**	**১১৮৯.৮৩**	**১৫০৯.৯৮**	**১৫৮৩.৮৭**
মোট শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	৭.০২	৯.১৩	১০.০৪	১১.০৪	১১.০৪
শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ	**৬৯.৮১**	**১১০.৬৮**	**১১৮.৫৩**	**১৩৬.৭৪**	**১৪৩.৬৭**

৫ বছরে কোম্পানির মুনাফা ও শেয়ার প্রতি আয় যা নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

অর্থ-বছর	করপূর্বক মুনাফা (কোটি টাকায়)	করোত্তর মুনাফা (কোটি টাকায়)	শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	ঘোষিত লভ্যাংশ (%)	
				নগদ	স্টক
২০১১-১২	২৭৫.৫৮	২০৭.৫১	২৯.৬২	৪৫	৩০
২০১২-১৩	২৬৩.৭৩	১৯৯.০১	২১.৮১	৯০	১০
২০১৩-১৪	৩০৭.১৪	২৩১.৬৮	২৩.০৮	৯০	১০
২০১৪-১৫	২৯৯.৯২	২২৫.৩২	২০.৪০	১০০	--
২০১৫-১৬	২৬০.১৪	১৯৫.৯০	১৭.৭৪	১০০	--

জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি ঃ

এ কোম্পানির ২৫% মালিকানা ও মবিল সাউথ এশিয়া ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ৭৫% মালিকানায় দুইটি যৌথ উদ্যোগী কোম্পানি "মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস লিমিডেট (এমজেএলএল)" ও "মবিল যমুনা ফুয়েলস লিমিটেড (এমজেএফএল)" গঠনের জন্য গত ২৬-০৭-১৯৯৮ তারিখে চুক্তি হয়। পরবর্তীতে মবিল সাউথ এশিয়া ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড তাদের মালিকানার ৭৫% শেয়ার ইস্ট কোস্ট গ্রুপের নিকট হস্তান্তর করে এবং "মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস লিমিডেট (এমজেএলএল)" ও "মবিল যমুনা ফুয়েলস লিমিটেড (এমজেএফএল)" এর নামকরণ করা হয় যথাক্রমে "এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড" ও "ওমেরা ফুয়েলস লিমিটেড"। এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড পুঁজিবাজারে ৪০ কোটি টাকার শেয়ার অবমুক্ত করায় ইস্ট কোস্ট গ্রুপ, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫২.০৮%, ১৯.৪৬% ও ২৮.৪৬%।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড :

কোম্পানির ব্যবসা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ বছরে প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রাম, দৌলতপুর, ফতুল্লা, বরিশাল, পার্বতীপুর ও চাঁদপুর ডিপোতে মোট ৫৫,২০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ১৩টি ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকার কাওরান বাজারে অবস্থিত 'যমুনা ভবন' এর ১ম পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করে কোম্পানির লিয়াজোঁ অফিস ও বিপিসি'র লিয়াজোঁ অফিস স্থানান্তরপূর্বক ২য় তলা ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। সুনামগঞ্জের সাচ্না বাজারে স্থায়ী ডিপো স্থাপনের জন্য ৫ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে। বিপিসি'র তত্ত্বাবধানে নির্মাণাধীন মংলায় অয়েল ইন্সটলেশন ও এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পে অর্থলগ্নী করা হয়েছে। কোম্পানির উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে কোম্পানির নীট আয় আরও বৃদ্ধি পাবে এবং শেয়ার প্রতি আয়ও অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পাবে।

- সিলেট ডিপো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডিপো সংলগ্ন ০.৩৭৬০ একর জমি গত ০৫-০৫-২০১৪ তারিখে ক্রয় করা হয়েছে।
- কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান কার্যালয়, পতেঙ্গাস্থ প্রধান স্থাপনা, ফতুল্লা, দৌলতপুর, চাঁদপুর ও সিলেট ডিপোতে জ্বালানি তেলের পরিচালন ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ১৫(পনের)টি স্টোরেজ ট্যাংকে রাডার টাইপ অটো গেজিং সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- জিওবি এর অর্থায়নে সিরাজগঞ্জস্থ বাঘাবাড়ীতে ১০০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানি তেলের ১(এক)টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- কোম্পানির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য প্রধান স্থাপনাসহ ফতুল্লা, দৌলতপুর, চাঁদপুর, বাঘাবাড়ি, শ্রীমঙ্গল, রংপুর, বরিশাল এবং ভৈরববাজার ডিপোতে সিসিটিভি স্থাপন ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম টারমিনালের ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম আধুনিকায়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- সিলেট ডিপোতে অফিস বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে।

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প:

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্পব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ০৪(চার) তলা অফিস ভবন নির্মাণ	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮	৯৫৪.০০	কাজ চলমান আছে।
প্রধান স্থাপনার ফায়ার পন্ড এর উন্নয়ন	জুন, ২০১৮	৮৫.৪৭	কাজ চলমান আছে।
প্রধান স্থাপনা ও প্রধান কার্যালয়ে সিসিটিভি ক্যামেরা/ আর্চওয়ে স্থাপন	সেপ্টেম্বর, ২০১৭	৪০.৫৫	কাজ চলমান আছে।
প্রধান স্থাপনা ও দৌলতপুর ডিপোতে স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ/রেলওয়ে সাইডিং উন্নয়ন	ডিসেম্বর, ২০১৭	৩৪৯.০০	সম্পন্ন হয়েছে এবং নতুন ভাবে কাজ শুরু হয়েছে।
পরিচালন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ফতুল্লা ডিপোর জেটির উন্নয়ন	ডিসেম্বর, ২০১৭	১৬০.০০	কাজ চলমান আছে।
যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা (২য় ফেজ-৩য় থেকে ২০তম তলা)	জুলাই,২০১৫ হতে জুন, ২০১৯	১২,৩৮৩.০০	কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন।
প্রধান স্থাপনায় ৫ হাজার মে. টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন ২০১৮	৬৬০.০০	কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন।
ফতুল্লা ডিপোর ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম এর আধুনিকায়ন	জুন, ২০১৮	৩৭৫.০০	কাজ চলমান আছে।

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

- প্রধান স্থাপনার অপারেশন্স সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির পতেঙ্গাস্থ প্রধান স্থাপনায় অবস্থিত পন্টুন জেটি/"এলজে-৩" এর স্থলে ডলফিন অয়েল/আরসিসি পাকা জেটি নির্মাণ;
- প্রধান স্থাপনা/ডিপোর সিকিউরিটি ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে পরামর্শক নিয়োগ;
- প্রধান স্থাপনায়/ডিপোতে ট্যাংকার, ট্যাংকলরী ও ট্যাংকওয়াগন লোডিং-আনলোডিং এবং প্রোডাক্ট ডেলিভারী সংক্রান্ত পরিচালন কার্যক্রম ম্যাকানাইজড এন্ড অটোমেটেড ব্যবস্থায় পরিচালনার লক্ষ্যে কনসালটেন্ট নিয়োগ ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ;
- কোম্পানির মালিকানাধীন বিভিন্ন জায়গায় আর্থিকভাবে লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- সিলেট অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে সিলেট ডিপো সংলগ্ন ক্রয়কৃত জমিতে পূর্ণাঙ্গ ডিপো নির্মাণ;
- সুনামগঞ্জের সাচনাবাজার বার্জ ডিপোর পরিবর্তে ক্রয়কৃত ৫(পাঁচ) একর জমিতে স্থায়ী ডিপো নির্মাণ;
- ঝালকাঠি বার্জ ডিপোর পরিবর্তে জমি ক্রয়পূর্বক উক্ত জেলার সুবিধাজনক স্থানে স্থায়ী ডিপো নির্মাণ;
- কোম্পানির সকল আঞ্চলিক অফিস/ডিপোর জ্বালানি তেলের পরিচালন, বিক্রয় ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়ন;
- প্রধান স্থাপনা এবং ডিপোসমূহে ফায়ার ফাইটিং সুবিধাদির আধুনিকায়ন;
- কোম্পানির দৈনন্দিন কার্যক্রমে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের নিমিত্তে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ;

প্রধান স্থাপনাসহ সকল ডিপোসমূহের আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ।

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড

১) কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলি ও জনবল কাঠামো ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (এমপিএল) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণন কাজে নিয়োজিত আছে।

১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) গঠনের পর বিপিসি'র অধ্যাদেশ-৮৮ এর আওতায় দু'টি তেল বিপণন কোম্পানি মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর পরিচালনার দায়-দায়িত্ব ০১-০১-১৯৭৭ হতে বিপিসি'র নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-কে একীভূত করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ১৯৭৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ৭ই মার্চ, ১৯৭৮ তারিখের এক সার্কুলার মোতাবেক মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিঃ ও পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিঃ উভয় প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করে বর্তমান মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (এমপিএল) হিসেবে নামকরণ করা হয়। ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ হতে এ নব গঠিত কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়।

কোম্পানি ১০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন এবং ৫ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ২৯ মে, ২০০৭ তারিখে কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১০৮.২১ কোটি টাকা (৩০ জুন, ২০১৭ তারিখে)।

কার্যাবলি ঃ

১.১ সমগ্র দেশব্যাপী চাহিদার নিরীখে পেট্রোলিয়াম সামগ্রী, বিটুমিন, তরলকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) এবং লুব্রিকেন্টস সংগ্রহকরণ, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ;

১.২ ফিলিং ষ্টেশন/ডিলার/এজেন্ট হতে নিয়মিতভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্যের নমুনা সংগ্রহপূর্বক গুণগতমান পরীক্ষা, পরিমাপ, নির্ধারিত মূল্য যাচাইকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১.৩ সমগ্র দেশে সমগ্র পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ ও প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

১.৪ খরা মওসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও মূল্য পরিস্থিতি নিবিড় পর্যবেক্ষণ;

১.৫ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থাপিত দেশের সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তৈল সরবরাহ করা।

জনবল কাঠামো ঃ

কোম্পানির ২০১৬ সনের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসারে জনবল নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

লোকবলের বর্ণনা	অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম মতে লোকবল সংখ্যা	বর্তমান লোকবল
কর্মকর্তা	২৩০	১৪৩
কর্মচারী	১৪০	১২০
শ্রমিক, সিকিউরিটি গার্ড	৩৭০	১৯০

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে লোকবল নিয়োগের পরিসংখ্যান

১. কর্মকর্তা- ১৮ জন।

২. কর্মকর্তা পদে ৩ জন এর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।

৩. বিভিন্ন গ্রেডে ১৯ জন কর্মকর্তা নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২) ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যের বিবরণ ঃ

আলোচ্য অর্থ-বছরে কোম্পানি সমগ্র দেশের ভোক্তা পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষতঃ কৃষি সেচ মৌসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় যথাসময়ে এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল বিশেষভাবে ডিজেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অত্র কোম্পানি সংস্থা কর্তৃক গঠিত কন্ট্রোল সেলের সমন্বয়ক এর দায়িত্ব পালন করে। এছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল ও গুণগত মান সম্পন্ন লুব্রিকেটিং অয়েল (BP Brand) সরবরাহ করা হয়। অত্র কোম্পানি ৭৪৯টি ফিলিং স্টেশন, ৯০৯টি এজেন্সী পয়েন্টস, ২৪৩টি প্যাকড্ পয়েন্টস্ ডিলার এবং ১২৬০টি এলপিজি ডিলারস্ এর সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ বিপণন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। কোম্পানি ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে সর্বমোট ২০,৭৬,১৪৪ মেঃটন পেট্রোলিয়াম সামগ্রী বিক্রয় করে। উল্লেখিত অর্থ-বছরে কোম্পানি দেশের মোট চাহিদার ৩২% পেট্রোল, ৩৮% অকটেন, ৪১% কেরোসিন, ৩৯% ডিজেল, ৪১% ফার্নেস অয়েল এবং ৫১% লুব অয়েল বিক্রি করে। সর্বোপরি উক্ত অর্থ-বছরে এ কোম্পানি দেশের মোট চাহিদার ৩৯% পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিক্রয়ে সক্ষম হয়।

৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের হিসাব বর্তমানে নিরীক্ষা পর্যায়ে আছে। পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী করোত্তর মুনাফা দাড়াঁয় ১৫৪,৮০,৫১,৮৫৯ টাকা। আলোচ্য হিসাব বছরে নেট এসেট ভ্যালু দাড়াঁয় ৯১৮,৯১,২৬,৯৬২ টাকা, নেট এসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ৮৪.৯১ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় দাড়াঁয় ১৪.৩১ টাকা।

৪) কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ/চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ (টাকা)
০১.	প্রধান স্থাপনা (উত্তর), চট্টগ্রামে স্টোর কর্ণার হতে বিটুমিন ইয়ার্ড পর্যন্ত ৩ মিঃ হতে ৪.৮৭ মিটার পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ।	২০,২১,৭৫৮.৫০
০২.	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ট্যাংক ফার্ম দক্ষিণ গেইট হতে পদ্মা সাইট রোড পর্যন্ত আরসিসি পেভমেন্ট রোড ৩ মিঃ হতে ৪.৮৭ মিটারে প্রশস্থকরণ।	১৮,০২,৮২১.১০
০৩.	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ট্যাংক-৪৬০ থেকে ট্যাংক-৪৬৩ পর্যন্ত দক্ষিণ পাম্প হাউজ-এ প্রোডাক্ট এইচওবিসি রিসিভিং পাইপ লাইন এবং প্রোডাক্ট এমএস ডেলিভারী পাইপ লাইন পরিবর্তন।	১৬,১১,৬৫৯.৭৮
০৪.	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ওপেন শেড লুব ১-২ ও এমএন্ডআর বিল্ডিং এ স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড সেপারেশন ওয়াল ও সারফেস ড্রেন নির্মাণ।	১৪,৪০,৪৯১.৫৭
০৫.	ফতুল্লা ডিপো, নারায়নগঞ্জে পাম্প হাউজ নির্মাণ।	৪৩,৪৪,১৬৩.০০
০৬.	গোদনাইল ডিপো, নারায়নগঞ্জে আরসিসি পেভমেন্ট, কার্পেটিং, ড্রেনেজ সিস্টেম নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	৮০,৭৮,২৬৫.৩০
০৭.	গোদনাইল ডিপো, নারায়নগঞ্জে জেটির প্বার্শে পাইপ লাইনের নিচে সাপোর্ট নির্মাণ।	১৪,৩৩,৭১০.৩০
০৮.	এমএমএসসি, ঢাকায় বাউন্ডারী ওয়াল, এম.এস স্লাইডিং গেইট, ওয়েটিং শেড নির্মাণ ও রংকরণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১৭,১৪,২৩৪.৮৫
০৯.	দৌলতপুর ডিপো, খুলনাতে ৩ তলা অফিস ভবন নির্মাণ।	১,৭২,৯৩,১৯৩.৬৪
১০.	চাঁদপুর ডিপো, চাঁদপুরে ফিলিং গেন্ট্রি নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	৪৭,৪৩,৮১৫.১০

৫) কোম্পানির বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প / উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলঃ-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ/চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ (টাকা)
০১	প্রধান কার্যালয়- চট্টগ্রাম, ৪টি রিজিওনাল অফিস এবং কোম্পানির সকল ডিপোতে টার্ন কি ব্যাসিস এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (ইআরপি) সলিউশন এর ডিজাইন, উন্নয়ন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ এবং ডাটা সেন্টারসহ ল্যান ও ওয়ান সংযোগের জন্য আনুষঙ্গিক সকল হার্ডওয়্যার ক্রয়।	৪,৯৯,৪৪,৪৪৯.০০
০২	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে বাউন্ডারী ফেনসিং (রিভার সাইড) পূণঃস্থাপন।	৫০,৬০,৫০০.০০
০৩	ফতুল্লা ডিপো, নারায়নগঞ্জে মেইন গেইট থেকে জেটি ও ইয়ার্ড পর্যন্ত ফিলিং গেন্ট্রি, আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১,২৬,০৭,৯০০.০০
০৪	ফতুল্লা ডিপো, নারায়নগঞ্জে ফিলিং গেন্ট্রি নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	৭৬,৪৮,৩০০.০০
০৫	ফতুল্লা ডিপো, নারায়নগঞ্জে ফায়ার হাইড্রেন্ট টাইপ ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ।	২,৭৮,৬৫,৭৫১.২০
০৬	গোদনাইল ডিপো, নারায়নগঞ্জে ফায়ার হাইড্রেন্ট টাইপ ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ।	৩,২২,৮৯,৬৮১.৬০
০৭	দৌলতপুর ডিপো, খুলনাতে ফায়ার হাইড্রেন্ট টাইপ ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ।	২,৭৭,৫৪,০৮০.৯০
০৮	গোদনাইল ডিপো, নারায়নগঞ্জে ফার্নেস অয়েল ফিলিং পয়েন্ট সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	৪৮,৬৩,৩০০.০০
০৯	দৌলতপুর ডিপো, খুলনাতে জেটি মেরামত ও বর্ধিতকরণ এবং ফায়ার পাম্প হাউজ নির্মাণ।	৭৪,৯৬,৯০০.০০

৬) মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট সমূহে মনোনয়ন দেয়া হয় ঃ

১। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনষ্টিটিউট
২। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
৩। বিএসটিআই
৪। পরিবেশ অধিদপ্তর
৫। ঢাকা/চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ
৬। পরমাণু শক্তি কমিশন
৭। ঢাকা/চট্টগ্রাম ষ্টক একচেঞ্জ লিমিটেড
৮। শিল্প সম্পর্ক ইনষ্টিটিউট
৯। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট
১০। ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টাফ কলেজ
১১। ইনষ্টিটিউট অব কষ্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টস অব বাংলাদেশ
১২। সোসাইটি ফর এডভান্সমেন্ট অব কম্পিউটার টেকনোলজী
১৩। ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টস বাংলাদেশ।

এছাড়া কর্মকর্তাদের উন্নতর শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান কার্যালয়ে একটি আধুনিক ট্রেনিং সেন্টার চালু করা হয়।

৭) পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ঃ

৭.১ কোম্পানি কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশের যাতে কোন বিপর্যয় না হয় সেক্ষেত্রে কোম্পানি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান। এ লক্ষ্যে গ্রাহককে নির্ভেজাল ও মানসম্পন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে কোম্পানির ডিপো/স্থাপনাসমূহে টেষ্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে;

৭.২ মেইন ইনষ্টলেশন্স ও ডিপোসমূহে যাতে জ্বালানি তেলের স্ল্যাশ ছড়িয়ে পরিবেশ দূষণ না হয় সে লক্ষ্যে মেইন ইনষ্টলেশন্স ও ডিপোর ড্রেনেজ সিষ্টেমে অয়েল ওয়াটার সেপারেটর স্থাপন করা হয়েছে।

৭.৩ কোম্পানির ডিপো/স্থাপনায় যাতে কোন ধরণের দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;

৭.৪ কোম্পানির ডিপো/স্থাপনায় ফায়ার ফাইটিং এর ব্যবস্থাকরণসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল মোতায়ন করা হয়েছে;

৭.৫ পরিবেশ সংরক্ষণের পদক্ষেপ হিসেবে কোম্পানি ডিপো/স্থাপনায় নিয়মিতভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়;

৭.৬ তৈল সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মচারীকে প্রতিবছর নির্দিষ্ট পোষাক সরবরাহ করা হয় এবং উক্ত পোশাক পরিধানপূর্বক কাজে মোতায়েন করা হয়;

৭.৭ তাছাড়া যাতে অন্য কোন প্রকার দুর্ঘটনা না ঘটে সে জন্য সব ধরণের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা করা হয়।

৭.৮ সংস্থার পত্র সূত্র নং- ২৮.০৩.০০০০.০০৮.২৭.০৪৮.১৩-২৪৯ তারিখ ০৬-০৭-২০১৭ এর মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক দেশব্যাপী কোম্পানির বিভিন্ন ডিপো ও স্থাপনায় নিম্নোক্ত সংখ্যক বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে ঃ-

ক্রমিক নং	স্থাপনা/ডিপো	বৃক্ষরোপণের সংখ্যা
০১.	প্রধান স্থাপনা	২৫টি
০২.	গোদনাইল ডিপো	৪০টি
০৩.	ফতুল্লা ডিপো	২০টি
০৪.	দৌলতপুর ডিপো	২২টি
০৫.	বাঘাবাড়ী ডিপো	১০টি
০৬.	চাঁদপুর ডিপো	১০টি
০৭.	ভৈরব বাজার ডিপো	১০টি
০৮.	শ্রীমঙ্গল ডিপো	১০টি
০৯.	মোগলাবাজার ডিপো	১২টি
১০.	ঝালকাঠি ডিপো	১৫টি
১১.	বরিশাল ডিপো	১১৩টি
১২.	রংপুর ডিপো	১০টি
১৩.	ইপিওএল ডিপো	১০টি
	সর্বমোট =	**৩০৭টি**

৮) কোম্পানির ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা ঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ
০১.	চট্টগ্রামস্থ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ৩টি বেইজমেন্ট ফ্লোরসহ ১৯ তলা মেঘনা ভবন নির্মাণ।
০২.	গোদনাইল ডিপো, নারায়ণগঞ্জে অফিস বিল্ডিং নির্মাণ।
০৩.	ঝালকাঠি ডিপো, ঝালকাঠিতে ১৩০০ মেঃ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।
০৪.	বরিশাল ডিপো, বরিশালে ৭০০ মেঃ টন ক্ষমতাসম্পন্ন অকটেন স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।
০৫.	ভৈরব ডিপো, কিশোরগঞ্জে ১৩০০ মেঃ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।
০৬.	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ৫০০ কেভিএ জেনারেটর ক্রয়।
০৭.	ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জে ২০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার এম.টি.টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

৯) অন্যান্য কার্যক্রমঃ

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) এর আওতায় কোম্পানি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অনুদান প্রদান করে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) নীতিমালা এর আওতায় ২০১৬-২০১৭ সনে অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ-

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	টাকার পরিমাণ
০১.	বায়তুল করিম জামে মসজিদ	১,০০,০০০/-
০২.	কদলপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যায়ল	৫,০০,০০০/-
০৩.	মীরপাড়া জামে মসজিদ, যশোর	১,০০,০০০/-
০৪.	কুতুবদিয়ার ৫০ জন দরিদ্র ও আশ্রয়হীনের মধ্যে কম্বল বিতরণ	২৬,২৫০/-
০৫.	উত্তরবঙ্গের ১০০ জন দরিদ্র ও আশ্রয়হীনের মধ্যে কম্বল বিতরণ	৫২,৫০০/-
০৬.	মীরা পাড়া জামে মসজিদ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	৫০,০০০/-
০৭.	বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবা কল্যাণ ফাউন্ডেশন	৫,০০,০০০/-
০৮.	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	৫০,০০০/-
০৯.	আলাওল একাডেমী	১,০০,০০০/-
১০.	উত্তর কেতুরঙ্গা হুসাইনিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা	৫০,০০০/-
১১.	বায়তুস সালাত জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম	৫০,০০০/-
১২.	উত্তর জয়নগর মৌলভীর পুল ঈদগাহ জামে মসজিদ	৫০,০০০/-
	সর্বমোট =	**১৬,২৮,৭৫০/-**

এছাড়াও সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস সমূহে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা/ ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন, অনুদান প্রদানসহ গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

আলোকচিত্রে কোম্পানির কার্যক্রম ঃ

কোম্পানির ৩৮-তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট পরিচালকবৃন্দ।

পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি: এর বৃক্ষ রোপণ অভিযান-২০১৭

ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড

১) কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলি ঃ

জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির চালিকা শক্তি পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত দেশের একমাত্র জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড। এ শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি কোম্পানি আইন, ১৯১৩ (১৯৯৪ সালে সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অংগ প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৮ সালে প্রায় ১৫.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ইস্টার্ন রিফাইনারির বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা দৈনিক প্রায় ৩৪,০০০ ব্যারেল।

কোম্পানির সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব ১৯১৩ (১৯৯৪) সালের কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যাস্ত। পরিচালকমন্ডলীর চেয়ারম্যান এবং পরিচালকবৃন্দ ১৯৯৪ সনের কোম্পানি আইন এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর আওতায় সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন।

জনবল কাঠামো ঃ

অনুমোদিত অর্গানোগ্রামে ২২৩ জন কর্মকর্তা ও ৬৫২ জন শ্রমিক-কর্মচারীর পদের বিপরীতে বর্তমানে ১৯৬ জন কর্মকর্তা, ৪৯৯ জন শ্রমিক-কর্মচারী কর্মরত আছেন।

ইআরএল এর ইউনিট ও উৎপাদন ক্ষমতা ঃ

প্রসেস প্ল্যান্ট

ক) প্রসেস ইউনিট

১। ক্রুড ডিস্টিলেশন ইউনিট	১৫ লক্ষ মেঃ টন/বছর
২। ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট	৭০ হাজার মেঃ টন/বছর
৩। এ্যাসফলটিক বিটুমিন প্ল্যান্ট	
ক) ভ্যাকুয়াম ডিস্টিলেশন ইউনিট	২ লক্ষ মেঃ টন/বছর
খ) বিটুমিন ব্লোয়িং ইউনিট	৭০ হাজার মেঃ টন/বছর
৪। লং রেসিডিউ ভিস-ব্রেকার ইউনিট	৫ লক্ষ ২২ হাজারমেঃ টন/বছর
৫। মাইল্ড হাইড্রোক্রেকিং ইউনিট	৫৭ হাজার মেঃ টন/বছর
৬। ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেটর	৬০ হাজার মেঃ টন/বছর

খ) এনসিলারী ইউনিট

১। ড্রাম তৈরী ও বিটুমিন ফিলিং ইউনিট	১ হাজার ১শত ড্রাম/দিন
২। হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট	৭৯০ মেঃ টন/বছর
৩। এল পি জি, গ্যাসোলিন ও কেরোসিন মেরঙ ইউনিট	

গ) ইউটিলিটি ইউনিট

১। স্টীম জেনারেশন ইউনিট (৪ বয়লার)	৮০ মেঃ টন/ঘন্টা
২। পাওয়ার জেনারেটর (এসটিজি- ২ ও ডিজেল জেনারেটর- ২)	৭ মেগাওয়াট

স্টোরেজ ট্যাংক

উৎপাদিত পণ্য ঃ

প্রারম্ভকালে ইআরএল মূলতঃ একটি ফুয়েল রিফাইনারি হিসাবে সীমিত কলেবরে স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে নন-ফুয়েল পণ্য যথা- জুট ব্যাচিং অয়েল, মিনারেল টারপেনটাইন (এমটিটি), এসবিপি, বিটুমিন প্রভৃতি উৎপাদন শুরু হয়। রিফাইনারির প্রধান কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানিকৃত "ক্রুড অয়েল" বা অপরিশোধিত খনিজ তেল। বড় অয়েল ট্যাংকারে আমদানিকৃত "ক্রুড অয়েল" বঙ্গোপসাগরের কুতুবদিয়া পয়েন্ট থেকে ছোট লাইটারেজ ট্যাংকারে পরিবহন করে আর এম-৭ ডলফিন জেটি থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে ইআরএল এর ক্রুড ট্যাংকে মজুদ করা হয়। মজুদকৃত "ক্রুড অয়েল" পাতন প্রক্রিয়ায় পরিশোধনের মাধ্যমে সাতটি ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টে ভাগ করা হয়।

ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টগুলোর বিভিন্ন আনুপাতিক মিশ্রনে ১৩ টি ফিনিস্‌ড প্রোডাক্ট উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত ফিনিস্‌ড প্রোডাক্টগুলো হলোঃ

(১) এল পি জি (লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস)

(২) এস বি পি এস (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট)

(৩) মোটর গ্যাসোলিন (রেগুলার)

(৪) মোটর গ্যাসোলিন (প্রিমিয়াম)

(৫) ন্যাফথা

(৬) মিনারেল টারপেনটাইন

(৭) কেরোসিন

(৮) জেট এ-১ (এভিয়েশন ফুয়েল)

(৯) এইচ এস ডি (হাই স্পিড ডিজেল)

(১০) জে বি ও (জুট ব্যাচিং অয়েল)

(১১) এল ডি ও (লাইট ডিজেল অয়েল)

(১২) এফ ও (ফার্নেস অয়েল)

(১৩) বিটুমিন।

উৎপাদিত ফিনিস্‌ড প্রোডাক্ট

উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে এলপিজি, এলপিগ্যাস লিমিটেড এর মাধ্যমে এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্য পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল এর মাধ্যমে সারাদেশে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অভিন্ন মূল্যে বাজারজাত করা হয়।

মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার

মান নিয়ন্ত্রন ঃ

ইআরএল এ উৎপাদিত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণের জন্য আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন একটি গবেষণাগার রয়েছে। গবেষণাগারে টিবিপি, জেফটট, সেনট্রিফিউজ, সিএফআর (কো-অপারেটিভ ফুয়েল রিচার্জ ইঞ্জিন), অটো ডিস্টিলেশন, ডিজিটাল রিফ্যাকটোমিটার, গ্যাস ক্রোমেটোগ্রাফ সহ বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট এর সাহায্যে আন্তর্জাতিক মানের পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করা হয়।

২) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের উৎপাদন কর্মকান্ড ঃ

ক) ক্রুড ডিষ্টিলেশন ইউনিট (সিডিইউ) এ প্রক্রিয়াকরণ ও অপরিশোধিত তেল প্রাপ্তি ঃ আমদানিকৃত ক্রুড, স্থানীয় ভাবে প্রাপ্ত কনডেনসেট ও প্রারম্ভিক মজুদ সহ মোট ১৪৮১৯৭৬ মেট্রিক টন কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাওয়া যায় এবং ১৩৯১৬৬৫ মেট্রিক টন প্রক্রিয়াজাত করে ১৩৫৭৫৯২ মেট্রিক টন ফিনিস্ড প্রোডাক্ট পাওয়া যায় এবং অবশিষ্ট ৯০৩১১ মেট্রিক টন মজুদ আছে।

খ) সেকেন্ডারী কনভারশন প্ল্যান্ট ঃ রিফাইনারি থেকে প্রাপ্ত ৩৩৬৮৫০ মেঃ টন আরসিও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ৭৮৮ মেঃ টন ন্যাপথা, ৩৬৩২৫ মেঃ টন ডিজেল ও ২৯২২০৩ মেঃ টন ফার্নেস অয়েল পাওয়া যায়।

গ) এ্যাসফলটিক বিটুমিন প্ল্যান্ট ঃ রিফাইনারি থেকে প্রাপ্ত ১১৭০২৫ মেঃ টন আরসিও প্রক্রিয়াকরনের মাধ্যমে ৫৫৬৩৫ মেঃ টন বিটুমিন, ২৫৩২৯ মেঃ টন ডিজেল ও ৩৩৬২১ মেঃ টন ফার্নেস অয়েল পাওয়া যায়।

ঘ) মোট পণ্য উৎপাদন (সকল প্ল্যান্ট থেকে উৎপাদিত) ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে এলপিজি ১১৪৫৪ মেঃ টন, ন্যাফথা ১৫৩২৪৯ মেঃ টন, এসবিপিএস (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট) ৪৩৭ মেঃ টন, মোটর গ্যাসোলিন (রেগুলার) ৩৯৮৯৬ মেঃ টন, মোটর গ্যাসোলিন (প্রিমিয়াম) ৫৬২০ মেঃ টন, মিনারেল টারপেনটাইন ৬০১৭ মেঃ টন, কেরোসিন ১৪৯১৭৯ মেঃ টন, এইচ এস ডি (হাই স্পিড ডিজেল) ৫৩৯৫০৮ মেঃ টন, জে বি ও (জুট ব্যাচিং অয়েল) ১৭৭৩৩ মেঃ টন, এল ডি ও (লাইট ডিজেল অয়েল) ৪৮১৮ মেঃ টন, এফ ও (ফার্নেস অয়েল) ৩৭৪০৪৬ মেঃ টন, বিটুমিন ৫৫৬৩৫ মেঃ টন উৎপাদন করা হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের আর্থিক কর্মকাণ্ড ঃ

ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ, প্রোডাক্ট ইম্প্রুভমেন্ট ইনসেন্টিভ, আরসিও প্রক্রিয়াকরণ, ক্রুড অয়েল আমদানি ও রপ্তানি হ্যান্ডেলিং কমিশন, বিটুমিন বিক্রয়ে মার্জিন ইত্যাদি খাতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে কোম্পানির আয় ১৮৫২০.০২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১৬৭৩০.৯৪ লক্ষ টাকা (খসড়া)।

সরকারি কোষাগারে জমাদান ঃ

বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে আয়কর, ভ্যাট, আমদানি ও আবগারি শুল্ক, ভূমি উন্নয়ন কর, ঋণের উপর সুদ পরিশোধ ইত্যাদি বাবদ কোম্পানি সর্বমোট ১৬৩১.০০ লক্ষ টাকা (অনিরিক্ষিত) সরকারি কোষাগারে পরিশোধের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রেখেছে।

অগ্নিনির্বাপণ ঃ

পেট্রোলিয়াম পণ্য অত্যন্ত দাহ্য বিধায় এ প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে দু'টি ফোম টেন্ডার ইউনিট ও একটি আরআইভি সহ মোট ৬টি অগ্নিনির্বাপণ গাড়ি সদা প্রস্তুত থাকে এবং পুরো ইউনিট এলাকায় ফায়ারওয়াটার নেটওয়ার্ক রয়েছে যা অগ্নিনির্বাপণ ও প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অগ্নিনির্বাপণ ইউনিট

৪। মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ

শুরু থেকেই ইআরএল এ নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত প্রশিক্ষনার্থীদের পেট্রোলিয়াম অয়েল রিফাইনিং ও প্রসেসিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এছাড়া, প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট যথা-শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আই আর আই), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), বুয়েট, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য পেশামূলক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/সেমিনার কার্যক্রমে প্রেরণ করা হয়।

দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিপিসি ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে দেশের বাহিরেও কর্মকর্তাদের কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়া পেট্রোলিয়াম শিল্পে ভবিষ্যৎ দক্ষ জনবলের চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে 'শিক্ষানবিস স্কীম', 'প্রবেশনারী ইঞ্জিনিয়ার স্কীম' ও 'ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনালস স্কীম' এর মাধ্যমে ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদি বাস্তব কাজে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমেও ইআরএল মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কারখানার অভ্যন্তরীণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ বজায় রাখতে সর্বদা সচেষ্ট ও বদ্ধপরিকর, যা কর্মরত কর্মকর্তা, শ্রমিক-কর্মচারী ও কারখানার সন্নিকটস্থ এলাকাবাসীর জন্য একান্ত প্রয়োজন। প্ল্যান্টের ইউনিটগুলো এমনভাবে অপারেট করা হয় যাতে পরিবেশ দুষণের শিকার না হয়। সকল ধরণের অস্বাস্থ্যকর সালফাইডযুক্ত গ্যাস সুউচ্চ কলামের মাধ্যমে উপরেই পুড়িয়ে ফেলা হয়। সীসামুক্ত বায়ু বজায় রাখার স্বার্থেই ১৯৯৯ সাল হতে TEL/TML ব্যবহার বন্ধ করে অকটেন তৈরিতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। হাইড্রোজেন সালফাইড লিকেজ এর ব্যাপারে ইআরএল পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উন্নত ধরনের ডিজাইনে অয়েলি ওয়াটার ও বৃষ্টির পানির সেপারেশন সিস্টেম চালু আছে, যাতে উক্ত মিশ্রণ পরিবেশের কোন ক্ষতি করতে না পারে। এ ছাড়াও সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক রিফাইনারী ও এর আশপাশ এলাকার সার্বিক পরিবেশ সুন্দর, দুষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখা হয়।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ঃ

বিভিন্ন সময়ে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ-

- এ্যাসফল্টিক বিটুমিন প্ল্যান্ট
- এলপিজি সুইটিনিং ইউনিট
- এলপিজি স্পেয়ার্স
- ক্রুড অয়েল এন্ড প্রডাক্ট ট্যাংক
- ৩ মেগাওয়াট এস টি জি (ইউনিট-১)
- রিভারমুরিং স্থানে ডলফিন জেটি (আরএম-৭)
- সেকেন্ডারী কনভারসন প্ল্যান্ট (এসসিপি)
- প্রসেস বয়লার স্থাপন (বয়লার-সি এবং বয়লার-ডি)
- ২ মেগাওয়াট ডিজেল জেনারেটর (ইউনিট-১)
- হোয়াইট অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক
- ট্রেনিং সেন্টার বিল্ডিং
- কোয়ালিটি কন্ট্রোল এর বর্ধিতকরন ও আধুনিকায়ন
- ফায়ার ফাইটিং ও সেফটি সিস্টেম এর বর্ধিতকরন ও আধুনিকায়ন
- পুরাতন ক্রুড অয়েল ডিস্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন
- ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন (ট্যাংক-জি এবং ট্যাংক-এইচ)
- আরসিও স্টোরেজ ট্যাংক
- মেরক্স-১ রিভাম্পড
- কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংক
- ৩ মেগাওয়াট এস টি জি (ইউনিট-২)
- ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট (ইউনিট-১)
- সি ডি ইউ এর ফার্নেস পরিবর্তন
- আর ও প্ল্যান্ট স্থাপন
- অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম স্থাপন
- ২ মেগাওয়াট ডিজেল জেনারেটর (ইউনিট-২)
- এম এস স্টোরেজ ট্যাংক (ট- ৫১)
- ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল ট্যাংক (ট- ৫২, ট- ৫৩, ট- ৫৪)
- এনজিসি ইউনিটের ফার্নেস প্রতিস্থাপন
- সি সি টিভি স্থাপন

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ঃ

- **ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) ঃ**

আমদানীকৃত ক্রুড অয়েল ও ফিনিস্ড প্রোডাক্ট সহজে, নিরাপদে ও স্বল্প খরচে খালাস এবং স্থানান্তরের লক্ষ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসপিএম মহেশখালী দ্বীপের পশ্চিম পাশে উপকুল থেকে ৯ কি.মি দূরে স্থাপিত হবে। ঐ স্থানের

সমুদ্রের গভীরতা ২২ মিটারের অধিক বিধায়, ১,২০,০০০ DWT জাহাজ থেকে ৪৮ ঘন্টায় আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল ও ফিনিস্‌ড প্রোডাক্ট আনলোড করতে পারবে। জাহাজ থেকে আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল ও ফিনিস্‌ড প্রোডাক্ট পাম্প করে ৩৬// ব্যাসের ২ (দুই) টি পাইপ লাইনের মাধ্যমে এসপিএম হয়ে মহেশখালী স্টোরেজ ট্যাংকে মজুদ করা হবে। স্টোরেজ ট্যাংক থেকে তেল ১৮// ব্যাসের দুইটি পাইপ লাইনের মাধ্যমে অফসোর হয়ে গহিরা দিয়ে কর্ণফুলী নদীর পূর্বপাড় পর্যন্ত আসবে। এরপর HDD পদ্ধতির মাধ্যমে এটি কর্ণফুলী নদী অতিক্রম করে POCL হয়ে ইআরএল এ পৌঁছবে। মোট অফসোর পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য ১৪৬.০০ কিঃমিঃ এবং অনসোর পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ৭৪.০০ কিঃমিঃ। সর্বমোট ২২০ কিলোমিটার পাইপ লাইন স্থাপিত হবে। প্রকল্পের পরামর্শক হিসাবে ILF Consulting Engineers, Germany কে এবং প্রকল্পের ইপিসি ঠিকাদার হিসাবে China Petroleum Pipeline Bureau (CPP) কে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৬ মে, ২০১৭ খ্রীঃ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ।

- **ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন ঃ**

  প্রারম্ভকালে দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা ছিল খুবই সীমিত। দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা ১৯৪৮ সালের ১.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১৯৬৮ সালে ১১.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন, ১৯৭৮ সালে ১৩.২১ লক্ষ মেট্রিক টন, ১৯৮৮ সালে ১৭.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১৯৯৮ সালে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টনের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে এর চাহিদা প্রায় ৬৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। ইআরএল এর উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১৫ লক্ষ মেট্রিক টনে সীমাবদ্ধ থাকায় বর্তমানে দেশের এক পঞ্চমাংশ চাহিদাও পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না, যা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে এবং এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে।

  এমতাবস্থায়, ইআরএল এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হলে, একদিকে যেমন দেশের অধিকাংশ চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে তেমনি অপর দিকে উৎপাদন ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এ লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ বাৎসরিক ৩০ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যে ৩০ একর জমি লিজ গ্রহণ করা হয়েছে এবং আরো ১৫ একর জমি লীজ গ্রহণ করার কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

  গত ১৯.০৪.২০১৬ তারিখে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট হিসাবে Engineers India Limited (EIL), INDIA ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৮.০১.২০১৭ তারিখে প্রকল্পের ''ফ্রন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন'' (FEED) কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ফ্রান্সের টেকনিপ (TECHNIP) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। বর্তমানে এই কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে।

- ট্যাংক ফার্মে ফ্লো মিটার স্থাপন
- ইআরএল ল্যাবরেটরী আধুনিকীকরণ
- কলাম ১০সি০১ (এবিপি ইউনিট), রিএ্যাক্টর আর-১২০১ ও আর- ১২০৪ (রিফরমিং ইউনিট) প্রতিস্থাপন
- প্রসেস বয়লার প্রতিস্থাপন (বয়লার-সি)
- পাম্প ও অটো গেজিংসহ ন্যাফথা লাইন স্থাপন
- এ্যারো কনডেনসার বর্ধিতকরণ
- কুলিং টাওয়ার প্রতিস্থাপন
- সি সি টিভি সিস্টেম বর্ধিতকরণ

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা ঃ

দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি, কারখানা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে সর্বোপরি প্ল্যান্টের সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, কোম্পানির দক্ষ জনবল সৃষ্টি, সাংগঠনিক কাঠামো দৃঢ়করণ এবং ইআরএল এর সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা আছে।

- অনলাইন করোশন মনিটরিং স্থাপন
- অর্গানাইজেশন রি স্ট্রাকচারিং
- টাইম এ্যাটেনডেন্ট ও ভিজিটর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন

কোম্পানিকে অব্যাহতভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে চালু রাখার জন্য সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও শ্রমিক/কর্মচারীদের সর্বাত্নক সহযোগিতা ও আন্তরিক নিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্তব্যনিষ্ঠা, দক্ষতা, আন্তরিক সহযোগিতা ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় থাকার ফলে বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কোম্পানি অদ্যাবধি সুনামের সাথে একটি লাভজনক ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত।

এল পি গ্যাস লিমিটেড

ক) কোম্পানির পরিচিতি ঃ

ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল)-এ ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াজাত করার সময় উপজাত হিসেবে উৎপাদিত এলপিজি সংরক্ষণ করে বোতলজাতপূর্বক গার্হস্থ রান্নার কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ১৯৭৭-৭৮ সালে চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গায় এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্পটি নির্মাণ করে, যা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। স্থাপনকাল হতে ইহা বিপিসি'র একটি প্রকল্প হিসেবে পরিচালিত হচ্ছিল। পরবর্তীতে এ প্রকল্পটি "এলপি গ্যাস লিমিটেড" নামে বিপিসি'র একটি সাবসিডিয়ারী হিসাবে ৩ মার্চ, ১৯৮৩ সালে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা হয়। ১৯৮৮ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়। সরকারি পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ উৎস পেট্রোবাংলার রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত ও বাজারজাত করার লক্ষ্যে বিপিসি কর্তৃক ১৯৯৫ সালে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার কৈলাশটিলায় আরো একটি এলপিজি স্টোরেজ, বটলিং ও ডিস্টিবিউশন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। কৈলাশটিলা এলপিজি প্রকল্পটি ২০০৩ সালে এলপি গ্যাস লিমিটেড চট্টগ্রামের সাথে একীভুত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫০.০০ কোটি টাকা, পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকা এবং শেয়ারের অবিহিত মূল্য ১০/- টাকা।

খ) কার্যাবলি ঃ

এলপি গ্যাস লিমিটেডের চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলায় অবস্থিত দুইটি এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে যথাক্রমে ইআরএল ও আরপিজিএল-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত করা হয়। অতঃপর বোতলজাতকৃত এলপিজি বিপিসি'র নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত বিপণন কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে বাজারজাত করার লক্ষ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল-কে বিপিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে সরবরাহ করা হয়। এক শিফ্‌টে এলপি গ্যাস লিমিটেড-এর চট্টগ্রামস্থ প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১০,০০০ মেট্রিক টন এবং কৈলাশটিলাস্থ প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৮,৫০০ মেট্রিক টন। এলপি গ্যাস লিমিটেডের শতভাগ শেয়ারের মালিক বিপিসি।

গ) জনবল কাঠামো ঃ

কোম্পানিতে অনুমোদিত এবং বর্তমানে জনবলের সংখ্যা নিম্নের সারণী-১ এ উপস্থাপন করা হলো ঃ

সারণী-১

	অর্গানোগ্রাম মোতাবেক		কর্মরত জনবল	
	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট
কর্মকর্তা	২১	১০	১২	০৫
কর্মচারী	৬৫	৫৭	৪৮	৩৫
মোট	৮৬	৬৭	৬০	৪০

(২) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

বর্তমানে এলপি গ্যাস লিমিটেডের বাল্ক এলপিজি'র বিকল্প কোন সংস্থান না থাকায় প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কর্মকান্ড সম্পূর্ণরূপে সরকারী পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ উৎস ইআরএল ও আরপিজিসিএল হতে প্রাপ্ত এলপিজি'র উপর নির্ভরশীল। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে কোম্পানির চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলা বটলিং প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম নিম্নের সারণী-২ এ উপস্থাপন করা হলো। দেশে এলপি গ্যাসের বর্ধিত চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বিপিসি'র অর্থায়নে মংলায় ও চট্টগ্রামে বার্ষিক ১.০০ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার আমদানি নির্ভর দুইটি এলপিজি স্টোরেজ, বটলিং ও বিতরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে উৎপাদনের পরিমাণ

সারণী-২

বছর		চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	মোট
		উৎপাদন (মেঃ টনে)	উৎপাদন (মেঃ টনে)	উৎপাদন (মেঃ টনে)
২০১৬-২০১৭	ঃ	১০,৭৯৪	৫,৫৮৮	১৬,৩৮২

(৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

কোম্পানির ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের আর্থিক কর্মকান্ডের (নিরীক্ষিত নয়) সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নের সারণী-৩ এ উপস্থাপন করা হলো ঃ

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের কোম্পানির আর্থিক কর্মকান্ডের পরিসংখ্যান (নিরীক্ষিত নয়)

সারণী-৩

লক্ষ টাকায়

বছর	করপূর্ব লাভ/(ক্ষতি)				লভ্যাংশ প্রদান
	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	অবচয় তহবিল	মোট	
২০১৬-১৭	(৯৫.৭৮)	(৩৫.৫০)	২১০.১৫	৭৮.৮৭	লভ্যাংশ ঘোষণার কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

(৪) বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ঃ

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প নিম্নরূপ ঃ

ক) চট্টগ্রাম প্ল্যান্টের অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদারের লক্ষ্যে ফায়ার ওয়াটার পন্ড নির্মাণ করা।

খ) এলপি গ্যাস লিমিটেডের কৈলাশটিলা প্ল্যান্টের উৎপদান ক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পুরাতন মেশিনারী প্রতিস্থাপন কার্যক্রম।

(৫) বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ

বিপিসি'র অর্থায়নে অত্র কোম্পানির অধীনে গৃহিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক) বার্ষিক ১.০০(এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার "LPG Import, Storage, Bottling & Distribution Plant at Mongla" শীর্ষক প্রকল্পটি দেশী/বিদেশী খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইওআই আহবান করতঃ আরএফপি প্রদান করা হয়েছে।

খ) বার্ষিক ১.০০(এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার আমদানি নির্ভর অপর একটি প্রকল্প পিপিপি'র আওতায় চট্টগ্রামের লতিফপুর মৌজায় বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সীতাকুন্ড উপজেলার লতিফপুর মৌজাস্থ সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় ১০.০০(দশ) একর খাস জমি ক্রয় করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম এর বরাবরে আবেদন করা হয়েছে এবং বর্তমানে আবেদনটি ভূমি মন্ত্রণালয়ে অপেক্ষাধীন রয়েছে।

গ) বিপিসি'র সার্কুলেশনের পুরাতন সিলিন্ডার প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে ২৭,০০০ নতুন সিলিন্ডার আমদানি করার লক্ষ্যে ঋণপত্র খোলা হয়েছে।

(৬) মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিআইএম, পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহিত ও পরিচালিত কোম্পানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অত্র কোম্পানি হতে জনবল প্রেরণ করা হয়েছে।

(৭) পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

দেশের সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যেই ১৯৭৭-৭৮ সালে দেশে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামস্থ এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির সকল প্রকার অপারেশন্সসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলত দেশের বনাঞ্চল ধবংসরোধ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোম্পানিটি বর্তমানে দেশে গৃহস্থালি রান্নার কাজে ব্যবহৃত গাছ ও লতা-গুল্মের বিকল্প হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে উৎপাদিত বার্ষিক প্রায় ১৬,০০০ মেট্রিক টন এলপিজি বোতলজাত করে সারাদেশে ভোক্তাসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

(৮) ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা ঃ

দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের সীমাবদ্ধতা থাকায় গৃহস্থালি রান্নার জ্বালানি হিসেবে লাইন গ্যাসের সংযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে। বোতলজাত এলপিজি সারাদেশের ভোক্তাগণের নিকট সূলভ মূল্যে ও সহজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে পটুয়াখালির পায়রা বন্দর এলাকায় বার্ষিক ৪.০০ (চার) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার একটি প্রকল্প গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া বহুতল ভবনসহ বাণিজ্যিক, শিল্প ও আবাসিক ব্যবহারকারীদের জন্য বোতলজাত ও বাল্ক এলপিজি সরবরাহের লক্ষ্যে সারাদেশে এলপিজি সরবরাহ ও বাজারজাত নেটওয়ার্ক তৈরীর জন্য কোম্পানির পরিকল্পনা রয়েছে।

(৯) অন্যান্য কার্যক্রম (যদি থাকে) ঃ

অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে কোম্পানির খালি জায়গায় বৃক্ষরোপন করা, জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ গ্রহণ, সিএসআর-এর আওতায় বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিষ্ঠানের এমপ্লয়ীদের ও দুস্থ ব্যক্তিদের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

ষ্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

বিগত ১৯৬৫ সালে এসো ষ্ট্যান্ডার্ড ইনকর্পোরেটেড (এসো) এবং দি এশিয়াটিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (এশিয়াটিক)- এর যৌথ উদ্যোগে ৫০ঃ ৫০ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে ষ্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি (প্রাইভেট) লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০,০০০/- টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১৯,৭৬,০০০/- টাকা। প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের ৯৮,৮০০ টি 'এ' ক্লাশ সাধারণ শেয়ার এবং ৯৮,৮০০ টি 'বি' ক্লাশ সাধারণ শেয়ার। এসো 'বি' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার এবং এশিয়াটিক 'এ' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার।

বিগত মার্চ, ১৯৭৫ তারিখে 'এসো আন্ডারটেকিং এ্যাকুইজিশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫'- এর আওতায় এসোর শেয়ার সরকার অধিগ্রহণ করে এবং বিপিসি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ মোতাবেক এসোর অধিগ্রহণকৃত কোম্পানির ৯৮,৮০০ টি বি-ক্লাশ সাধারণ শেয়ার বিপিসি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়। অর্থাৎ, বর্তমানে কোম্পানির ৫০% মালিকানা "বি" ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং অবশিষ্ট ৫০% মালিকানা "এ" ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দি এশিয়াটিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ঃ

কোম্পানির আর্টিকেলস অব এ্যাসোসিয়েশনের ৬৮ নং ধারা মোতাবেক 'এ' ক্লাশ ও 'বি' ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনীত সম সংখ্যংক (দুই জন করিয়া মোট ৪ জন) পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদ গঠিত এবং ৭০ ধারা মোতাবেক "বি" ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনিত পরিচালকগণের মধ্য হতে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির নীতিনির্ধারণ ও সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনায় দিক-নির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিচালক/চেয়ারম্যান মহোদয় হচ্ছেন ঃ-

"বি" ক্লাস শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ হতে মনোনিত পরিচালকগণ ঃ

১। জনাব নাজিমউদ্দিন চৌধুরী - চেয়ারম্যান।
সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

২। জনাব শংকর প্রসাদ দেব - পরিচালক।
অতিরিক্ত সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এবং পরিচালক (অর্থ)
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করর্পোরেশন

"এ" ক্লাস শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ হতে মনোনিত পরিচালকগণ ঃ

১। জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ -পরিচালক।
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
দি এশিয়াটি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,ঢাকা।

২। জনাব মিশু মিনহাজ -পরিচালক ।
পরিচালক
দি এশিয়াটি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।

কার্যাবলি ঃ

এ প্রতিষ্ঠানের কক্সবাজার, সাভার, রংপুর ও মোংলা অয়েল ইন্সটলেশন সহ ০৪ টি ডিপো-কাম-সেলস্ সেন্টার রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে অবস্থানরত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিপণন ও বিতরণ কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে। এ প্রতিষ্ঠান বিপণন কোম্পানি হিসেবে লুবজোন ব্রান্ডের লুব অয়েল, বিটুমিন, এল পি গ্যাস, ডিজেল, ফার্ণেস অয়েল ও কক্সবাজার বিমানবন্দরে Aviation Fuel (II JET-AI) এয়ারক্রাফট রিফুয়েলিং এর মাধ্যমে বিপণন করছে। এল পি গ্যাস ডিলারের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে এল পি গ্যাস সরকারি নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। লুব অয়েল ব্লেন্ডিং এর পাশাপাশি নিজস্ব লুবজোন ব্রান্ডে লুব অয়েল ব্লেন্ডিং করে সমগ্র বাংলাদেশে লুব্রিকেটিং অয়েল সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ও যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর চাহিদা মোতাবেক লুব্রিকেটিং অয়েল ব্লেন্ডিং পূর্বক সরবরাহ করে থাকে।

জনবল কাঠামো ঃ

অর্গানোগ্রাম ঃ

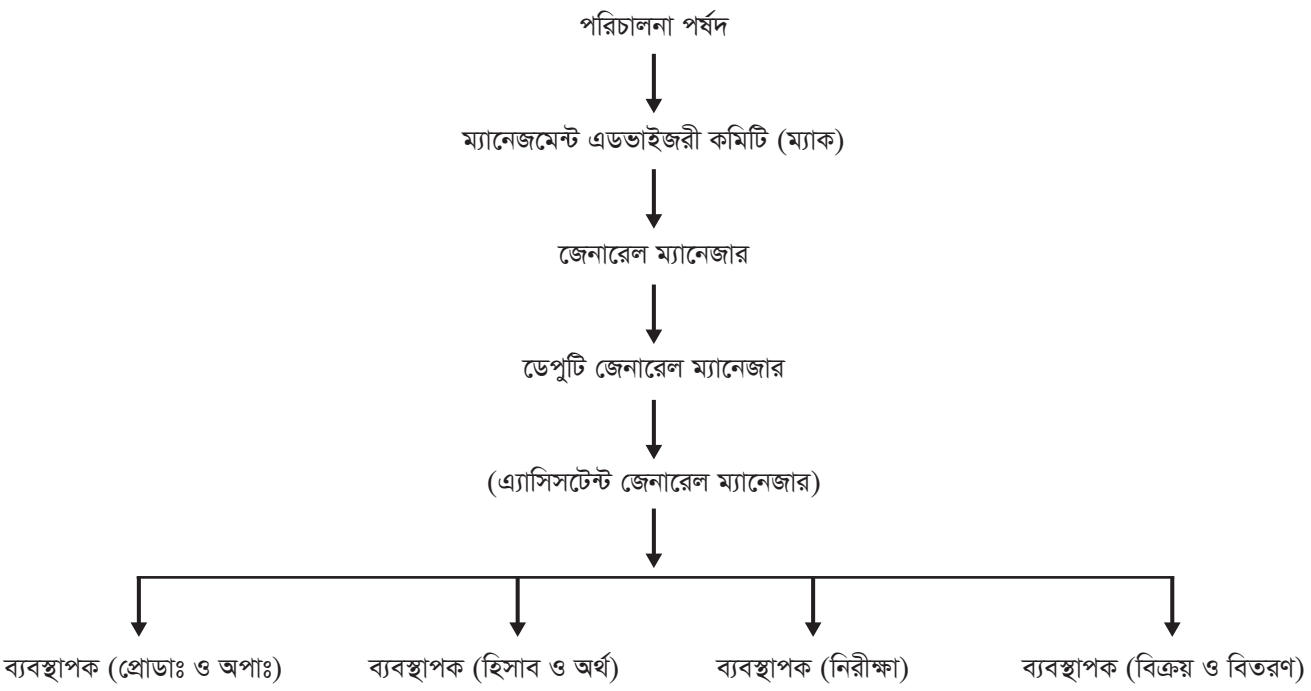

মোট অফিসার = ৫১ জন
শ্রমিক/কর্মচারী = ৬১ জন

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

এ প্রতিষ্ঠান ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ১,৪৬৮.০০ মেঃ টন লুব অয়েল উৎপাদন (ব্লেন্ডিং) করেছে। ব্লেন্ডিং এর পাশাপাশি ১,৪৬৭.৭৮ মেঃ টন লুব অয়েল বাজারজাত করেছে। এছাড়া ৩,৮৭০.৭৫ মেঃ টন এল পি গ্যাস, ১৬,৫০৬.৮৫ মেঃ টন বিটুমিন, ৫৩,৫০৪.২৫ মেঃ টন ডিজেল, ৮০,৪৮৮.৬০ মেঃ টন ফার্ণেস অয়েল এবং ৬৬৮.৮৮ মেঃ টন Aviation Fuel (II JET-AI) বাজারজাত করেছে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে অত্র প্রতিষ্ঠান কর পূর্ব ৳ ১,৭৯১.৬৩ লক্ষ টাকা এবং কর উত্তর ৳ ১,১৬৪.৫৬ লক্ষ টাকা মুনাফা করতে সক্ষম হবে। সরকারি কোষাগারে ৳ ১১০.৮০ কোটি টাকা জমা দিয়েছে। প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ারের বিপরীতে ৳ ১৪৭.৩০ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। বিগত ৫ বছরের আর্থিক চিত্র নিম্নে প্রদান করা হল ঃ-

লক্ষ টাকায়

অর্থ-বছর	কর উত্তর মুনাফা	লভ্যাংশ প্রদান	লভ্যাংশের শতকরা হার	মন্তব্য
২০১২-২০১৩	১,৬৮,৫৭,৩১৪.০০	২৬.৬৫	২৬৬.৫৯	বিগত ১৯৬৫ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি কোন লোকসান হয় নি।
২০১৩-২০১৪	৩,৮৯,৯৭,৯৭১.০০	৪৯.৩৪	৪৯৩.৪০	
২০১৪-২০১৫	৭,৯৩,৩৩,৭৮৫.০০	১০০.৩৭	১০০.৭০	
২০১৫-২০১৬	৯,৭০,১১,১০৪.০০	১২২.৭৩	১২২৭.৩০	
২০১৬-২০১৭	১১,৬৪,৫৬,১৫৪.০	১৪৭.৩০	১৪৭৩.০০	

৫ বৎসরের সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমা ঃ

(কোটি টাকায়)

অর্থ-বছর	শুল্ক কাষ্টমস	ভ্যাট	সর্বমোট
২০১২-২০১৩	২১.৮৯	৩৪.৪৬	৫৬.৩৫
২০১৩-২০১৪	২৯.১৬	৫৪.৬৭	৮৩.৮৩
২০১৪-২০১৫	৪১.৮৭	৬৫.৫৪	১০৭.৪৩
২০১৫-২০১৬	৮৩.৫৩	৭৪.২১	১৫৭.৭৪
২০১৬-২০১৭	৪১.৮১	৬৮.৯৯	১১০.৮০

৫ বছরের উৎপাদন ঃ

(লক্ষ লিটার)

বছর	লুব্রিকেটিং অয়েল
২০১২-২০১৩	৫৩.০৫
২০১৩-২০১৪	৪৫.১৭
২০১৪-২০১৫	৫৮.৪৭
২০১৫-২০১৬	৩৮.৭৮
২০১৬-২০১৭	১৮.৬৯

৫ বছরের বিক্রয় ঃ

(মেঃ টন)

বছর	লুব্রিকেটিং অয়েল	এল পি গ্যাস	বিটুমিন	ফার্নেস অয়েল	ডিজেল
২০১২-২০১৩	৪৭১৫.৬৭	৪৩২৮.১৫	১৪৬৫৫.৬৭	৪১৮৩.২১	১৬০০৩.৫৬
২০১৩-২০১৪	১৯১৬.১২	৩৯৭৪.৬৮	১০১৬৭.৪৫	৫১৩৯১.৭৯	৩১২৩৫.৮৮
২০১৪-২০১৫	১৮১৪.০৩	৪৩৩১.৪০	১২৭১১.১৬	৫০৪৯৯.৪৭	৩৩০৬২.৩০
২০১৫-২০১৬	১৪৩৯.৮৩	৩৫৪৯.২৩	১১৮২৩.৫১	৩৭৪৭৮.৫১	৩৩১৭১.৫২
২০১৬-২০১৭	১৪৬৭.৭৮	৩৮৭০.৭৩	১৬৫০৬.৮৫	৮৩৭৫৯.৬২	৫২৮০২.৭২

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ঃ

কক্সবাজার বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নিত করার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার প্রেক্ষিতে এ প্রতিষ্ঠান উক্ত বিমান বন্দরে একটি এ্যাভিয়েশন ডিপো স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন প্রকল্পটি কক্সবাজার সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জায়গা বরাদ্ধ পাওয়া সাপেক্ষে আগামী ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে রিফুয়েলারের মাধ্যমে বিমানে তেল সরবরাহ করে হচ্ছে।

এভিয়েশন ফুয়েল ষ্টোরেজ করার লক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানের মূল স্থাপনায় ২০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ষ্টীল ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে অতি স্বল্প সময়ের মাঝে অপারেশন কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি আইন বাস্তবায়নে এ প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি ওয়েব সাইটে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু কিছু তথ্য ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে।

লুব বেইস অয়েল ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৬৫ সালের প্রস্তুতকৃত ৮ টি ষ্টীল ষ্টোরেজ ট্যাংক অপসারণ করে তৎস্থলে ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ পর্যায়ক্রমে নতুন ৭ টি ষ্টীল ষ্টোরেজ ট্যংক নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩ টি ষ্টোরেজ ট্যাংকের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, আগামী অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ নাগাদ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে বেইস অয়েলের মজুদ ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১৪,০০০ মেঃ টন।

এভিয়েশন অয়েল সরবরাহ কাজ তরান্বিত করার লক্ষে এ প্রতিষ্ঠানে একটি এভিয়েশন ট্যাংক ও পাম্প হাউজ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

লুব্রিকেটিং অয়েল এর প্যাকিং ও গুনগত মান বৃদ্ধির লক্ষে সিঙ্গাপুর হতে ২ টি অটো ড্রাম ফিলিং মেশিন আমদানি করে অপারেশন কাজ পুরোদমে শুরু করা হয়েছে।

মোংলা অয়েল ইনট্রলেশনে নির্মাণ ট্যাংক নির্মাণ কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে একটি ১০০ কিলোয়াট জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে।

বিপনণ কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় গত অর্থ বছরে নির্মাণকৃত ৬ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবনটি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে ইতোমধ্যে আরো একটি তলা বৃদ্ধি করে ৭ তলা করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কাজে গতিশীলতা আনয়নের জন্য প্রধান কার্যালয়ে অপটিক ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুত গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ করা হয়েছে। জাতীয় ও কোম্পানির অভ্যন্তরিণ নিরাপত্তার স্বার্থে যাবতীয় কার্যক্রম সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে।

অফিসে এমপ্লীজদের উপস্থিতি, কাজে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ডিজিটাল ফিঙ্গারিং এটেনডেন্টস মেশিন স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

সারা দেশে জ্বালানি তেলের দৈনন্দিন চাহিদার কথা বিবেচনা করে রেলওয়াগানের মাধ্যমে দেশের যে সকল অঞ্চলে তেল সরবরাহের সুযোগ আছে, সে সকল অঞ্চলে জ্বালানি তেল পৌছানোর লক্ষ্যে রেলওয়ে স্লাইডিং লাইন স্থাপন করে ওয়াগন সেড নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ওয়াগন সেড থেকে অপারেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এ প্রতিষ্টানের কর্মপরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় জায়গার সংকুলান না হওয়ায় ছয় তলা বিশিষ্ট ১০৭৫ বর্গফুট আয়তনের একটি অফিস ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত অফিস ভবন থেকে অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

নতুন বিল্ডিংয়ের সম্মূখে ফাঁকা জায়গা, প্রধান ফটক থেকে গুদামঘর পর্যন্ত রাস্তা এবং ফার্নেস অয়েল ও ডিজেল ডেলিভারি পয়েন্টের সম্মূখে লোডিং পয়েন্ট হেভি আর সিসি ঢালাইয়ের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

ফ্লাক্সি ব্যাগ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত লুব বেইস অয়েল ষ্টীল স্টোরেজ ট্যাংকে গ্রহণের লক্ষে একটি ফ্লাক্সি ব্যাগ আনলোডিং পয়েন্ট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত পয়েন্টে অপারেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সম্প্রতি ইতালি থেকে ডিজেল পাম্প আমদানি করা হয়েছে এবং চাহিদা অনুযায়ি ডিজেল ডেলিভারী লাউনে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত পাম্প এর মাধ্যমে অপারেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন ঃ

জ্বালানি তৈল টার্মিনালের অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সার্বক্ষণিক অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থা রয়েছে। আপাতকালীন অগ্নি নির্বাপণের জন্য হাইড্রেন্ট লাইন স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি টার্মিনালের অভ্যন্তরে ৮০,০০০ (আশি হাজার) লিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পানির ট্যাংক নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ঃ

জ্বালানি তেল এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা হিসাবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মতে ফায়ার সেফটি কোড অনুয়ায়ী অত্র প্রতিষ্ঠানে একটি ফায়ার হাইড্রেন্ট লাইন কার্যকর আছে এবং একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পোর্টেবল/ট্রলি টাইপ ফায়ার এক্সটিংগুইসার স্থাপন করা হয়েছে।

ফার্নেস অয়েল সরবরাহের লক্ষ্যে একটি ডেলিভারী পয়েন্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ

অত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আরও গতিশীল এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে জ্বালানি চাহিদা বিবেচনা করে নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিপিসি'র অনুকুলে মংলায় বরাদ্দকৃত জায়গা থেকে ২.৫ একর জায়গা এ প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ জায়গায় ৪ টি ষ্টীল ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে খুব সল্প সময়ের মাঝে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিপর্ণন কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় গত অর্থ বছরে নির্মাণকৃত ৬ তলা বিশিষ্ট ১০৭৫ বর্গফুট আয়তনের অফিস ভবনটি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে ইতোমধ্যে আরো একটি তলা বৃদ্ধি করে ৭ তলা করা হয়েছে এবং দের্ঘ্য বৃদ্ধি করে ১৯২৫ বর্গফুট আয়তনের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ আরম্ভ করা হয়েছে।

যানবাহণ রাখার লক্ষ্যে একটি ষ্টিল স্ট্রাকচার সেড গ্যারেজ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। বিদেশ হতে আমদানিকৃত এডিটিভস রাখার লক্ষ্যে একটি ষ্টিল স্ট্রাকচার সেড গুদাম ঘর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

এভিয়েশন অয়েল জেডএ-১ এ প্রতিষ্ঠানের ষ্টোরেজ ট্যাংকে গ্রহণের লক্ষ্যে এর এম ৫ ও আর এম-৬ হতে ষ্টোরেজ ট্যাংক পর্য়ন্ত একটি এভিয়েশন রিসিবিং পাইপ লাইন নির্মানের কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

এইচ এস ডি সরবরাহ সহজিকরনার্থে এ প্রতিষ্ঠানের ষ্টোরেজ ট্যাংকে হতে জাহাজে সরবরাহ করার জন্য পুর্বের স্থাপিত এইচ এস ডি ডেলিভারী পাইপ লাইন এর এম ৫ ও আর এম-৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

অত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আরও গতিশীল এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে জ্বালানি চাহিদা বিবেচনা করে নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিপিসি'র অনুকুলে মংলায় বরাদ্দকৃত জায়গা থেকে ২.৫ একর জায়গা অত্র প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে। উক্ত বরাদ্দ জায়গায় ৪ টি ষ্টীল ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণপূর্বক অয়েল ইনষ্টলেশন নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

কোম্পানি তার জনবলের অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়া, কর্মপরিচালনা এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়ণে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সেবা সহ বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। এ লক্ষে বিভিন্ন সময়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের কে দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য এ প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় প্রতি বছর জুলাই মাসে বিভিন্ন ধরণের গাছ রোপন করা হয়েছে। বর্জ্য উৎপন্ন হয় এমন ধরণের কোন পণ্য তৈরী করা হয় না। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য এসএওসিএল সর্বদা সচেষ্ট।

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার মূলক প্রকল্পের আওতায় সিতাকুন্ডের লতিফপুর মৌজায় ১০ একর খাস জায়গায় একটি এল পি গ্যাস প্ল্যান্ট নির্মানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এ লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ১০ একর জায়গা দীর্ঘমেয়াদি বন্দেবস্তের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনাধিন রয়েছে।

মোংলা অয়েল ইনস্টলেশন নির্মান ট্যাংক নির্মাণ কাজ দক্ষিনাঞ্চলে জ্বালানি তেল সরবরাহ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে একটি ২৫০ কেবিএ পাওয়ার ষ্টেশন স্থাপন করা কাজ দুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

কোম্পানির পুরাতন গুদামঘরটি ভেঙ্গে নতুন ভাবে একটি দ্বিতলা গুদাম ঘর নির্মাণ করা হবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সয়েল টেষ্ট করে ড্রয়িং এর কাজ এবং টেন্ডারের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ সালের মধ্যে নির্মাণ কাজটি সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

নদী পথে উৎপাদন কেন্দ্রে জ্বালানি তেল সরবরাহের জন্য ২ টি কোষ্টাল ট্যাংকার আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। বিপিসি প্রস্তাবিত কমন পাইপ লাইনে অত্র প্রতিষ্ঠানকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এছাড়া লুব অয়েল মজুদ সংরক্ষণ বৃদ্ধির জন্য পূর্বের ৪ টি ষ্টিল ষ্টোরেজ ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

দেশের জ্বালানি চাহিদা ও জাতীয় জনগুরুত্ব বিবেচনা করে চট্টগ্রাম প্রধান স্থাপনার পাশাপাশি বিগত ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রিঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ হতে ১.০৩ একর জায়গা নিয়ে নারায়নগঞ্জের কাঁচপুর ল্যান্ডিং ষ্টেশনের নিকটে এ প্রতিষ্ঠান লিজ ল্যান্ড লাইসেন্স চুক্তি সম্পন্ন করেছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সারা দেশে জ্বালানি তেলের দৈনন্দিন চাহিদার কথা বিবেচনা করে রেলওয়ে ওয়াগনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জ্বালানি তেল পৌঁছানোর লক্ষ্যে রেল লাইন স্থাপনের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। যথাশিঘ্র সম্ভব রেল কর্তৃপক্ষ রেল লাইন স্থাপনের কাজ শুরু করবে।

নদী পথে উৎপাদন কেন্দ্রে জ্বালানি তেল সরবরাহের জন্য ২ টি কোষ্টাল ট্যাংকার আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে বিপিসি প্রস্তাবিত কমন পাইপ লাইনে অত্র প্রতিষ্ঠানকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এছাড়া লুব অয়েল মজুদ সংরক্ষণ বৃদ্ধির জন্য পূর্বের ৪ টি ষ্টিল ষ্টোরেজ ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

দেশের জ্বালানি চাহিদা ও জাতীয় জনগুরুত্ব বিবেচনা করে চট্টগ্রাম প্রধান স্থাপনার পাশাপাশি বিগত ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রিঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ হতে ১.০৩ একর জায়গা নিয়ে নারায়নগঞ্জের কাঁচপুর ল্যান্ডিং ষ্টেশনের নিকটে এ প্রতিষ্ঠান লিজ ল্যান্ড লাইসেন্স চুক্তি সম্পন্ন করেছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

এ প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর পবিত্র-ঈদ-মিলাদুন্নবী (সঃ) উদযাপন করে থাকে। কর্মকর্তা ও শ্রমিক কর্মচারিগণ একত্রে বার্ষিক বনভোজনে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া প্রতি বছর জুলাই মাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কোম্পানির রেজিষ্টার্ড ঠিকানা ঃ

অবস্থান ঃ কে পি আই এলাকা, এয়ারপোর্ট রোড, গুপ্তখাল, চট্টগ্রাম-৪২০৫।

ঠিকানা ঃ ষ্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোং লিঃ,

গুপ্তখাল, পতেংগা, চট্টগ্রাম-৪২০৫

বাংলাদেশ।

টেলিফোন নং ঃ ০০৮৮-০৩১-২৫০১২৩৭

ফ্যাক্স নং ঃ ০০৮৮-০৩১-২৫০১২৩৮

ই-মেইল ঃ smail@saocl.gov.bd

ওয়েব সাইট : www.saocl.gov.bd

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)

ভূমিকা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিস্কার, মূল্যায়ন ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে জিএসবি বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং করছে। ফলশ্রুতিতে দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলাসহ জামালগঞ্জ-কুচমায়, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া ও দীঘিপাড়ায় এবং রংপুর জেলার খালাসপীরে উন্নতমানের কম সালফারযুক্ত গন্ডোয়ানা কয়লা আবিস্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে পিট কয়লা, কাঁচবালি, সাদামাটি, নির্মাণ বালি, নুড়িপাথর, ভারী খনিজ সহ অন্যান্য খনিজসমূহ আবিস্কৃত হয়েছে। দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার আলীহাট ইউনিয়নের চাকুপাড়া-মাসিদপুরে চুনাপাথর ও চুম্বক ধর্মীয় লোহার আকরিকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার মাদারপুর এলাকায় টিটানিয়াম অক্সাইড সমৃদ্ধ শিলার উপস্থিতি, চলনবিল এলাকায় জীবাশ্ম এর সন্ধান পাওয়া, যমুনা নদীর চর এলাকায় ভারী মনিকের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ সাম্প্রতিক সময়ে জিএসবি এর সামগ্রিক সাফল্যের মাঝে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি। জিএসবি কর্তৃক আবিষ্কৃত কয়লা ও পিট বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার হচ্ছে যা জ্বালানি সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখছে। অধিদপ্তরে বিদেশী প্রশিক্ষণসহ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে এবং গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অনুজীবাশ্ম, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, জিআইএস, পলল ও কাদা-মণিক বিষয়ক গবেষণাগারসমূহ রয়েছে।

মহাপরিচালক প্রধান নির্বাহী হিসাবে অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁকে সহায়তা করার জন্য অপারেশন ও সমন্বয় এবং পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন দু'টি শাখাসহ দু'জন উপ-মহাপরিচালক/দু'টি কারিগরি বিভাগ এর অধীনে মোট ১৮টি শাখা রয়েছে।

(১) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলি ও জনবল কাঠামো ঃ

অধিদপ্তরের পরিচিতি ও মর্যাদা

জিএসবি একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাজের ধারা ও কর্মকান্ড সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। এখানে ভূবৈজ্ঞানিক ও কারিগরি কর্মকর্তাগণ সরাসরি বহিরংগণ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং জরিপ কাজ সমাধা করে সংগৃহীত নমুনা গবেষণাগারে বিশ্লেষণের মাধ্যমে লব্ধ কাজ প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করেন।

এ প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যও অনেক পুরাতন। ১৮৫১ সনে তৎকালিন বৃটিশ শাসনামালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কলকাতায় সরাসরি বৃটিশরাজের অধীনে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কোয়েটায় পাকিস্তান ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের সদর দপ্তর স্থাপিত হয় এবং ঢাকায় পূর্বাঞ্চলীয় শাখা অফিস স্থাপিত হয়। ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন পূর্বাঞ্চলের অফিসের ৫০ জন কর্মকর্তা নিয়ে জিএসবি যাত্রা শুরু করে এবং পরবর্তীতে আরও ৩৭ জন কর্মকর্তা পাকিস্তান থেকে এসে এ অফিসে যোগদান করেন এবং ১৯৭৭ সালে ২২ জন কর্মকর্তা অধিদপ্তর ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমায়। ১৯৭২ সালের ১০ই নভেম্বর মন্ত্রিপরিষদের একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় অবস্থিত আঞ্চলিক এ অফিসটিকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত একটি জাতীয় ভূতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ার লক্ষ্যে তেল গ্যাস ব্যতিত সর্বপ্রকার খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষা, প্রাপ্ত সম্পদের মূল্যায়ন ও তথ্য সরবরাহ করার মূল দায়িত্ব অর্পন করে। ১৯৮০ সালের মে মাসে এ অধিদপ্তরটিকে একটি স্থায়ী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

১৯৮০ সালে ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় ৪,২৫১ লক্ষ টাকার "খনিজ সম্পদের তরিৎ অনুসন্ধান ও বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের আধুনিকিকরণ" শীর্ষক ১০ বছর মেয়াদী প্রকল্পের আওতায় জিএসবিতে নতুন জনবল নিয়োগ করা হয় এবং এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, বগুড়া, চট্টগ্রাম এবং খুলনাতে জিএসবি-র আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জমি ক্রয় করা হয় এবং বগুড়ায় আঞ্চলিক অফিসের অবকাঠামো তৈরী করা হয়। ১৯৯১ সালে প্রকল্প সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হলে প্রকল্পের জনবল ও অন্যান্য মালামাল জিএসবির রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি

দেশের খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও আবিস্কার; অবকাঠামো ও প্রকৌশলগত উন্নয়ন; নগর পরিকল্পনা; প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট দূর্যোগ মোকাবেলা এবং পরিবেশ ও পানি সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এ অধিদপ্তর ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, ভূ-রাসায়নিক ভূ-প্রকৌশল ও খনন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া সামাজিক সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জিএসবি যেসব দায়িত্ব নিয়মিত পালন করে তার বিবরণ নিচে দেয়া হলো।

- বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক, ভূগাঠনিক, ভূ-পদার্থিক মানচিত্র ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা।
- বাংলাদেশের ভূগাঠনিক কাঠামো ও শিলাস্তর সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ; বিভিন্ন শিলাস্তরের বয়স ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় এবং এতদসংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা।
- ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক মানচিত্রায়নের ফলশ্রুতিতে খনিজ, প্রকৌশল শিলা এবং ভূগর্ভস্থ পানির সন্ধান প্রাপ্তি ও সম্ভাবনাময় এলাকায় বিশদ ভূতাত্ত্বিক, ভূপদার্থিক, ভূরাসায়নিক অনুসন্ধান এবং খননের মাধ্যমে খনিজ সম্পদের অবস্থান ও সম্ভাব্য মজুদ নির্ণয়।
- প্রাপ্ত খনিজের গুণগত মান ও মজুদ নির্ধারণসহ অর্থনৈতিক ও কারিগরী প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ।
- খনিজ সম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভূতাত্ত্বিক, প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান।
- বিভিন্ন পুরকৌশল কাজ যেমন: নগরায়ন ও শিল্পায়ন, বাঁধ, সেতু, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, খাল খনন ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী ও পরিকল্পনাবিদগণকে ভূবৈজ্ঞানিক পরামর্শ দান। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক (বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক ইত্যাদি) ও মানব-সৃষ্ট দূর্যোগ, বন্যা ও জলাবদ্ধতা, ভূগর্ভস্থ পানি দূষণের কারণ নিরূপণ ও প্রতিকারের জন্য সমীক্ষা/গবেষণা পরিচালনা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহযোগিতা প্রদান। প্রাকৃতিক দূর্যোগের মূল্যায়ণ ও জনসাধারণকে অবহিতকরণ।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ও জলসীমায় সামুদ্রিক ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক অনুসন্ধান ও গবেষণা।
- দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূ-বৈজ্ঞানিক/জিওসাইন্স এর বিভিন্ন শাখায় গবেষণা পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ দান।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভূবৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও ভূ-বৈজ্ঞানিক প্রকাশনাসমূহের আদান-প্রদান।
- ভূ-বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণায় দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান।
- খনিজ সম্পদ, পানি সম্পদ ও পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে ও আইন প্রনয়ণে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।
- এছাড়া, বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধে তাদের সরবরাহকৃত নমুনাসমুহের গবেষণাগার বিশ্লেষণ ও মতামতসহ প্রতিবেদন প্রদান।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা

জনবল কাঠামো

সংস্থার নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	৬৫১	৩৯০	২৬১	১৮	

শূন্যপদের বিন্যাস

১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
৩	৪	৫	৬	৭
৭১	২২	১২৩	৪৫	২৬১

অধিদপ্তরের মোট জনবল ৬৫১ জন, তন্মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ২০৩ জন

ভূতত্ত্ববিদ	১০০ (বর্তমানে কর্মরত ৬৫ জন)
ভূ-পদার্থবিদ	২৩ (বর্তমানে কর্মরত ১০ জন)
রসায়বিদ	১৩ (বর্তমানে কর্মরত ০৮ জন)
খনন প্রকৌশলী	২৬ (বর্তমানে কর্মরত ০৬ জন)
অন্যান্য কর্মকর্তা	৪১ (বর্তমানে কর্মরত ১৯ জন)

এবং কর্মচারীর সংখ্যা ৪৪৮ জন

তৃতীয় শ্রেণি -৩০৮ জন (বর্তমানে কর্মরত ১৮৫ জন)

চতুর্থ শ্রেণি -১৪০ জন (বর্তমানে কর্মরত ৯৪ জন)

বর্তমানে ১০৮ জন কর্মকর্তা ও ২৭৯ জন কর্মচারী মোট ৩৮৭ জন কর্মরত রয়েছেন।

১৮টি শাখা, ২৫টি উপ-শাখা; ৮টি গবেষণাগার, ১টি ট্রেনিং সেন্টার এবং ২টি সেলের মাধ্যমে অত্র অধিদপ্তরের ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। উল্লেখিত শাখার মধ্যে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, অপারেশন ও সমন্বয়, এবং প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা; জিওসাইন্স এ্যাওয়ারনেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (জিএটিসি), কম্পিউটার ও আইটি সেল এবং আর্থকোয়েক গবেষণা সেল সরাসরি মহাপরিচালক মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে এবং অন্যান্য শাখা সমূহ দুটি কারিগরি বিভাগের মাধ্যমে মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে।

(২) ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর আওতায় ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়নের লক্ষ্যমাত্রা ৩৮০০ বর্গ কি.মি এর মধ্যে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৩৮৬১ বর্গ কি.মি. এলাকার ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অগ্রগতির হার ১০০%।
- ভূ-পদার্থিক অনুসন্ধানের লক্ষ্যমাত্রা ৩০০ বর্গ কি.মি এর মধ্যে নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অন্তর্গত নিয়ামতপুর-পোরশা-গোমস্তাপুর ও তদসংলগ্ন এলাকায় ৩০০ বর্গ কি.মি এলাকার আঞ্চলিক অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অগ্রগতির হার ১০০%।
- কূপ খননের লক্ষ্যমাত্রা ১টি এর মধ্যে নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার বিলাসবাড়ী ইউনিয়নের ভগবানপুর এলাকায় ২য় খনন কূপ (জিডিএইচ-৭১/১৬) কার্যক্রম ৩০.০৪.২০১৭ তারিখে ৯৫২.৯২ মি. গভীরতায় সমাপ্ত হয়েছে। এই খনন কূপে ৬৪২.৯৮ মি. থেকে ৬৭১.৯৫ মি. মিটার গভীরতা পর্যন্ত ২৮.৯৭ মিটার পুরুত্বের চুনাপাথরের স্তর পাওয়া গেছে। অগ্রগতির হার ১০০%।

নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার ভগবানপুর এলাকায় আবিষ্কৃত চুনাপাথরের কোর নমুনাসমূহ

(৪) বাস্তিবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

উন্নয়ন প্রকল্পঃ

১. প্রকল্পের নামঃ "বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান এবং দূর্যোগপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ (জুলাই, ২০০৬ - জুন, ২০১১)" (সংশোধিত) শীর্ষক ১৫৯৮.০০ লক্ষ টাকার প্রকল্পে মোট ১৫৭০.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। (অগ্রগতি ৯৮.২৯%)।

- দেশের পুরো উপকূলীয় অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক, ভূ-প্রাকৃতিক ও নির্বাচিত এলাকার ভূমি ব্যবহার মানচিত্রসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে যা উপকূলীয় অঞ্চলের উপর ভূ-বৈজ্ঞানিক উপাত্তভান্ডার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।
- খনিজ সম্পদ (পিট, কাঁচ বালি, ভারী খনিজ বালি, সাদামাটি, ইট তৈরীর মাটি, টাইলস্ তৈরীর মাটি, নির্মাণ বালি ইত্যাদি) প্রাপ্তি এলাকাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।
- দূর্যোগপ্রবণ (ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় ভাঙ্গন/ক্ষয়, হঠাৎ বন্যা, ভূমিধ্বস, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ভূমি অবনমন ইত্যাদি) এলাকাসমূহ চিহ্নিত করা, ভূগর্ভস্থ পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক উপস্থিতিসম্পন্ন আধার চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে নিরাপদ পানির সন্ধান প্রদান, সুপেয় পানির আধার চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে।
- বহিরঙ্গন হতে উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (যেমনঃ ডায়মন্ড কোর ড্রিল রীগ, ক্রাশিং ও পুলভারাইজিং মেশিন, এ্যাটোমিক এবজর্বশন স্পেক্ট্রো-ফটোমিটার, মাইক্রোওয়েভ ডাইজেশন সিস্টেম, ভূপদার্থিক লগিং, এক্সআরডি যন্ত্র, ওয়াটার ট্রাপ স্যাম্পলার, সিভ সেট, ইলেকট্রিক ফিল্ড ব্যালেন্স, বিভিন্ন ড্রিলিং সরঞ্জামাদী, ম্যাগনেটিক সাসসেপটিবিলিটি মেজারমেন্ট সিস্টেম), উপগ্রহচিত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।
- দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৭০ জন কর্মকর্তাকে দেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- অবকাঠামো উন্নয়নে ৩০০ বর্গ মিটার আয়তন বিশিষ্ট অফিসের স্থান নির্মাণ করা হয়েছে।

বালাডাঙ্গা, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা (৮৯০০২'১২" পূঃ ও ২২০৪৭'০৯" উঃ) এলাকায় প্রাপ্ত পিট।

কক্সবাজার জেলার টেকনাফের বদরমোকাম এলাকায় ভারী খনিজ বালুসমৃদ্ধ এলাকা।

২. প্রকল্পের নাম: Strengthening the research and exploration capabilities of the Geological Survey of Bangladesh (জানুয়ারি, ২০১০ - জুন, ২০১৫) শীর্ষক ৩৬৯৩.৯২ লক্ষ টাকার প্রকল্পে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ৩৬৯৩.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে (অগ্রগতি ৯৯.৯৯%)। জেডিসিএফ অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের গবেষণা কাজের সক্ষমতা ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন যন্ত্রাদি যেমন: ইনডিউসড কাপ পাজমা, আয়ন ক্রোমেটোগ্রাফ সিএইচএস/ও এনালাইজার, স্যাম্পল ডাইজেশন সিস্টেম, বায়োলজিক্যাল মাইক্রোস্কোপ, ওর মাইক্রোস্কোপ, আলট্রা পিওর ডিসটিল্ড ওয়াটার প্ল্যান্ট, ফিউম হুড, উচ্চ তাপমাত্রার চেম্বার ফানেস ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বহিরঙ্গণ হতে উপাত্ত ও নমুনা সংগ্রহের জন্য কারেন্ট মিটার, রেসিসটিভিটি সার্ভে যন্ত্র, ম্যানেটোমিটার, টোটাল স্টেশন, মাড পাম্প, জিওফিজিক্যাল ভ্যান, গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার যন্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত যন্ত্রপাতিসমূহ মূল্যবান খনিজ সম্পদ আহরণ ও অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বহিরংগণ কাজে এবং গবেষণাগারে সনাক্তকরণ ও বিশ্লেষণের কাজে সহায়তা করে থাকে।

কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ

১. প্রকল্পের নামঃ High-Resolution Terrain Modeling of North-Eastern Part of Greater Dhaka City, Bangladesh (জুলাই, ২০০৮ - মার্চ, ২০১০) শীর্ষক ২১০.০০ লক্ষ টাকার প্রকল্পের ২০৯.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে (অগ্রগতি ৯৯.৮৯%)। এ প্রকল্পে

জার্মান সরকার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। ঢাকা শহরের পূর্বাংশে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার ব্যবহার করে এ্যারিয়াল সুটিং/LiDAR সার্ভে করা হয়। ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন কাজে বাংলাদেশে লাইডার প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রথমবারের মতো উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

২. প্রকল্পের নামঃ Enhance institutional support and capacity building of Geological Survey of Bangladesh for mitigation of geohazards in Bangladesh (সেপ্টেম্বর, ২০০৯ - জুন, ২০১২) শীর্ষক ৫৪০.০০ লক্ষ টাকার প্রকল্পে পুরো অর্থই ব্যয় হয়েছে (১০০%)। এ প্রকল্পে নরওয়ে সরকার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।

- এ প্রকল্পের মাধ্যমে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভূমিধস আগাম সংকেত প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। বংলাদেশে সাধারণতঃ অধিক বৃষ্টিপাতজনিত কারণে ভূমিধস হয়ে থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর নির্ভর করে এ যন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১০টি নির্ধারিত মোবাইল নম্বরে ভূমিধসের আগাম সংকেত প্রদান করবে। আগাম সংকেতের ফলে স্থানীয় প্রশাসন তথা জনগন ভূমিধ্বসের আগেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে জানমাল রক্ষা করতে পারবে। যে কেউ m2.m.com ওয়েব সাইটে যে কোন সময় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ জানতে পারবে।
- এই প্রকল্পের আওতায় ২টি আবহাওয়া ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।
- একটি Ground Penetrating Radar (GPR) সংগ্রহ/ক্রয় করা হয়েছে।

(৫) বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

"বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ৫টি বহিরংগণ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশীয় পদ্ধতি SPT এবং Chopping এর সাহায্যে বহিরংগন হতে নমুনা সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সংগৃহীত নমুনাসমূহ হতে মূল্যবান খনিজ সনাক্তকরণের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং বিসিএসআইআর এর মাধ্যমে নমুনা বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্প অফিসের জন্য একটি কার ও একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে। বহিরংগণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ৫টি গাড়ী ভাড়া করা এবং Field Digital Microscope এর সংগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। Automated TL/OSL Dating System যন্ত্রসমূহের দরপত্র মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং NOA প্রদানের অপেক্ষায় আছে। Field Emission Scanning Electron Mocroscope (FESEM) এর কারিগরি প্রতিবেদন মূল্যায়নের কাজ চলছে। দুই জন পরামর্শক এর মধ্যে ১ জন পরামর্শক জুলাই, ২০১৭ হতে কাজ শুরু করেছেন। অপর পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে শীঘ্রই EOI আহবান করা হবে।

(৬) মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

- ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ০৮ জন কর্মকর্তার বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১জন কর্মকর্তা বর্তমানে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন।
- ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ৩৫ জন কর্মকর্তা এবং ৪ জন কর্মচারির স্থানীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে মোট ৪২টি স্থানীয়/আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, কনফারেন্স সম্পন্ন হয়েছে।

(৭) পরিবেশ সংরক্ষণঃ

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর নিয়মিত ভূ-প্রাকৃতিক ও ভূ-পরিবেশ সংক্রান্ত সমীক্ষা, জরিপ কার্য, নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিয়মিত গবেষণা কার্য পরিচালনা করছে। এই সকল গবেষণালব্ধ ফলাফল বিভিন্ন সংস্থা যারা প্রত্যক্ষ ভাবে পরিবেশ সংরক্ষণে অংশগ্রহণ করে তাদের নিকট সরকারী বিধি মোতাবেক প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন স্থাপনা তৈরীর পূর্বে প্রাক যোগ্যতা বিষয়ক সমীক্ষা ও পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব সংক্রান্ত বিভিন্ন জরিপ কার্য জিএসবি করে থাকে।

(৮) ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনাঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০১৭-২০১৮) এর আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হবে-

- ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন: ১:৫০,০০০ স্কেলে ১০০০ বর্গ কি.মি. এলাকার মানচিত্রায়ন।
- ভূ-পদার্থিক মানচিত্রায়ন: ১:৫০,০০০ স্কেলে ২০০ বর্গ কি.মি. এলাকার মানচিত্রায়ন।
- নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের অনুসন্ধান: ১৫০০ বর্গ কি.মি. এলাকার নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।
- রাসায়নিক মৌলের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়: ১০ বর্গ কি.মি. এলাকার নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।
- খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ০১টি কূপ খনন কার্যক্রম পরিচালনা।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

(১) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলি ও জনবল কাঠামো:

(ক) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) এর পরিচিতি:

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতের একটি উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা মূলতঃ গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত। তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে কর্মরত পেশাজীবি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষামূলক সমন্বিত সমীক্ষা পরিচালন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিতকরণ ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি কাজ এ ইন্সটিটিউটের নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। বিপিআই এর কর্মকান্ড ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে। বিপিআই এর প্রবিধানমাল ১৮ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

খ) বিপিআই এর কার্যাবলি নিম্নরূপ :

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট আইন, ২০০৪ এর ৫নং ধারায় বিপিআই এর কার্যাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কার্যাবলীসমূহ অন্যতম:

(১) তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের সকল পেশাজীবি ও কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান, উক্ত খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

(২) গবেষণা এবং কন্সালটেন্সির মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনসহ তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে নিয়োজিত সরকারি সংস্থাকে সহায়তা প্রদান, উক্ত খাতের অনুসন্ধান, সংশিষ্ট সমীক্ষা, পরীক্ষা, উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, বিশেষণ, সংরক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা করা।

(৩) বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ এবং ইন্সটিটিউটের কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন ও স্বীকৃতি লাভের জন্য যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(৪) তৈল, গ্যাস ও খনিজ বিষয়ক একটি জাতীয় তথ্য ব্যাংক স্থাপন। জাতীয় তথ্য ব্যাংকে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন উপাত্ত, প্রতিবেদন ও তথ্য প্রকাশ করা। ইন্সটিটিউটকে পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের রেফারেন্স কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

(৫) বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, ডিপোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা।

(গ) জনবল কাঠামো

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ৫৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে। বিপিআই এর জনবল কাঠামোতে ২১টি পদ শূন্য আছে। বর্তমানে শূন্য পদসমূহ পূরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

(২) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

(ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:-

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ০১। Fire fighting, prevention, rescue and first Aid, ২। Material Engineering Codes Standards ৩। Annual Performance Agreement(APA)- workshop, ৪। Taxation & VATManagement, ৫। Store Keeping and Stock Control, ৬। Project Management, ৭। Occupation Safety, Health and Environmental Management, ৮। ACR Writing - workshop, ৯। Prepaid Metering Istallation & Management, ১০। Storage, Handling & Maintenance of POL Products & AirCraft Refueling ১১। Design, Construction, Operation and Maintenance of Gas Pipeline ১২। Human Resource Management & Good Governance, ১৩। Office Management, ১৪। Gas pipeline Welding & NDT ১৫। ই-ফাইলিং (নথি) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত , ১৬। Public Procurment Act 2006 &PPR, ১৭। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও সহায়ক ১৮। Financial Management (Budget & Audit) ১৯। অফিস ব্যবস্থাপনা ও শুদ্ধাচার বিষয়ক ২০। Design, Construction, Operation and Maintenance of Gas RMS, ২১। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, ২২। Corrosion Control and Cathodic Proection ইত্যাদি বিষয়ে মোট ২০টি কোর্স ও ০৪টি ওয়ার্কসপ পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত কোর্স ও ওয়ার্কসপ সমূহের মাধ্যম জ্বালানি সেক্টরে কর্মরত ৬৩১ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বিপিআইতে ২৪ শয্যাবিশিষ্ট আবাসিক সুবিধার সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া সংস্কার ও মেরামত কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সহ সকল সুবিধাদিরও উন্নয়ন করা হয়েছে।

(খ) গবেষণা কার্যক্রম:

বিপিআই, পেট্রোবাংলা, বাপেক্স এবং জাপানে MOECO & JGI এর সাথে যৌথ উদ্যোগে 'Joint Research for the Petroleum System Analysis in Surma Basin' বিষয়ক ৪টি পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে তৈল ও গ্যাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

(৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

বিপিআই গর্ভনিং বোর্ড কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বিপিআই পরিচালনার জন্য ৪,৪৯,৮৮,৫০০/- টাকার বাজেট অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত অর্থ বৎসরে বোর্ড কর্তৃক ৩,২৮,২৮,০৪১/২৮ টাকার সংশোধিত বাজেট অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী উক্ত অর্থ বছরে সর্বমোট = ৩,১৬,৯৩,৮৪৫/৩৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

বিপিআই এর ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বাজেটের তহবিল হিসাবে সরকারের সাধারণ মঞ্জুরী হিসাবে ১,৭৩,০০,০০০/-টাকা অনুদান, পেট্রোবাংলা হতে ৫০,০০,০০০/-টাকা অনুদান ও বিপিসি হতে ১৫,০০,০০০/- টাকা অনুদান পাওয়া যায়।

এছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে প্রশিক্ষণ ফি বাবদ = ২২,০৬,৪২১/- টাকা ও এফডিআর ও এসটিডি ব্যাংক হিসাবে জমার উপর ব্যাংক সুদ বাবদ=৭৮,৮৫,৯০৬/২৪ টাকাসহ মোট =১,০০,৯২,৩২৭/২৪ টাকা আয় হয়েছে যা বিপিআই এর ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বাজেটের তহবিল হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে সরকারের সাধারণ মঞ্জুরী খাতের প্রাপ্ত অনুদান হতে বিপিআই এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে ব্যয়ের পর অবশিষ্ট অব্যয়িত ৫,১৪,৭২৬/১২ টাকা সরকারী কোষাগারে সর্মপণ করা হয়েছে।

(৪) মানব সম্পদ উন্নয়ন :

প্রশিক্ষণ সহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য কর্মকর্ত/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এজন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। বিপিআই-এর নিজস্ব মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বিপিআই এর ৭জন কর্মকর্তা ও ২৫ জন কর্মচারী বিভিন্ন বিষয়ে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

(৬) পরিবেশ সংরক্ষণ :

বিপিআই উত্তরা মডেল টাউনে নিজস্ব দপ্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করে। বিপিআই-এর অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও পরিবেশ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। এ ছাড়া সরকারি কর্মসূচীর সাথে সঙ্গতি রেখে বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

(৭) ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

বিপিআই-এর নিজস্ব কোন রিসোর্স পার্সন্স নেই। বর্তমানে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাসহ মোট ২১টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য বিপিআই হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় গুরুত্বপূর্ণ শূন্য পদসমূহ পূরণের মাধ্যমে অচিরেই বিপিআই এর প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যাবলি আরও গতিশীল হবে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

ভূমিকাঃ

জ্বালানি খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম, দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা সহ তাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক অনুদান এবং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কারিগরি সহায়তায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের প্রথম পর্যায়ের কর্মকান্ড বিগত জুলাই, ১৯৯৯-এ শুরু হয়ে মার্চ, ২০০৬ পর্যন্ত চলে। পরবর্তীতে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে নরওয়েজিয়ান সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে "Gas Transmission & Development Project" এর আওতায় দ্বিতীয় দফায় ৫ (পাঁচ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান প্রদান করে। এ অনুদানের প্রেক্ষিতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প হিসেবে পুনরায় এপ্রিল, ২০০৬ হতে এর কার্যক্রম শুরু করে যা ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত চলে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট-কে গত ২০০৮ সালে স্থায়ী কাঠামোতে রূপদান করা হয়েছে। গত ০১ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখ হতে রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত হচ্ছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন নীতিমালা, MoU, SDG's Action Plan, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করেছে।

সার্বিক কর্মকান্ড বা কার্যাবলি ঃ

হাইড্রোকার্বন ইউনিটে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অদ্যবধি যে সমস্ত কার্যক্রম চলে আসছে তার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

- "Gas Reserve and Production" শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- "Gas Production and Consumption" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- তৈল ও গ্যাসের মজুদ ও সম্ভাব্য উৎস নিরূপন ও হালনাগাদকরণ;
- জ্বালানি সংক্রান্ত ডাটাবেস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
- উৎপাদন বন্টন চুক্তি এবং যৌথ উদ্যোগ চুক্তি বিষয়ে মতামত প্রদান;
- জ্বালানির অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক বাজার পর্যবেক্ষণ ও বিশেষণ;
- তৈল ও গ্যাসের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদন এর পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা;
- জ্বালানি খাতের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশকরণ এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- বেসরকারি খাতের সহিত যোগাযোগ করাসহ আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতায় অংশগ্রহণ;
- গ্যাসের উৎপাদন ও ডিপেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যাদি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;
- পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের চাহিদা, বাজারজাত পর্যালোচনাসহ পরিবীক্ষণ কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান;
- মাইনিং সংক্রান্ত পস্তাবের উপর মতামত প্রদানসহ পরামর্শ প্রদান;
- কয়লাসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ বিষয়ক আইন-কানুন এবং নীতিমালা প্রভৃতি বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

সাংগঠনিক কাঠামো

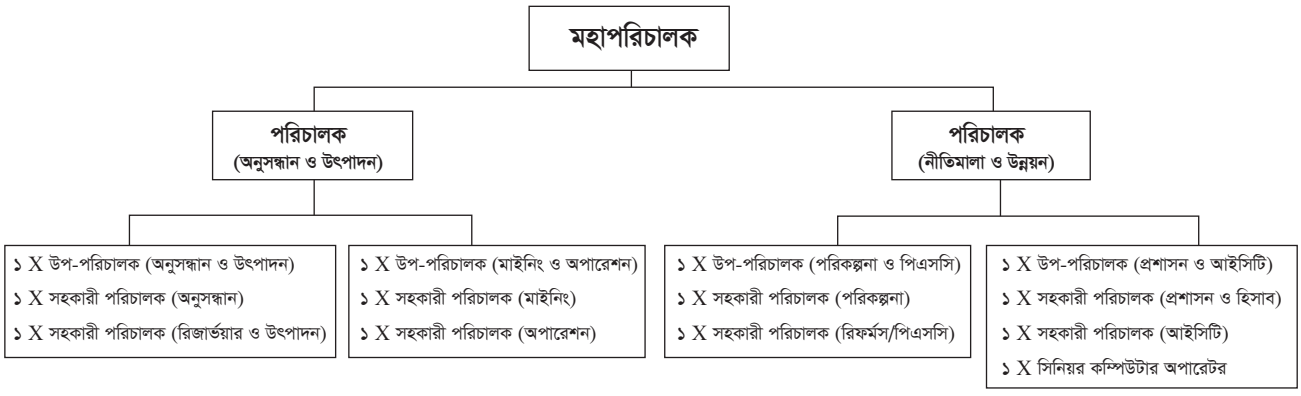

জনবল কাঠামোঃ

সংস্থা	অনুমোদিত পদের সংখ্যা					কর্মরত জনবলের সংখ্যা				
	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	মোট	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	মোট
হাইড্রোকার্বন ইউনিট	১৬ জন	০২ জন	০৮ জন	১০ জন	৩৬ জন	০৫ জন	-	০৩ জন	১০ জন	১৮ জন

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

- Monthly Report on Gas Reserve and Production: ১২টি।
- Annual Report on Gas Production & Consumption: ০১টি।
- Report on Energy Scenario of Bangladesh ০১টি।
- A Glossary of Terms Generally used in Petroleum and Mineral Resources Industry
- Workshop/Seminar : ০৮টি।
- Development of a Gas Production Database for Gas fields in Bangladesh
- SCADA' Control System in Gas Transmission
- 'Storage and Transportation Infrastructure Capacity of BPC; Present: Future
- Prepare for Action Plan of 'Sustainable Development Goals (SDGs)
- Revolutionary Changes in Energy Use focusing LPG
- Heavy Mineral: Prospects in Bangladesh"
- Energy Efficiency and Conservation in Bangladesh
- "Gas Exploration in Bangladesh: Past, Present & Future"

- **বিবিধ প্রতিবেদনসমূহ**

১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬ এর ইংরেজি সংস্করণে অন্তভুক্তির জন্য ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে তথ্যাদি হাল-নাগাদ পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ।

২. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ প্রণয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি/পরিসংখ্যানসহ প্রতিবেদন প্রেরণ ।

৩. আইসিটি Action Items বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কীত প্রতিবেদন।

৪. হাইড্রোকার্বন ইউনিটের বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক ও অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

৫. মন্ত্রণালয়ভিত্তিক রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে কর্মসংস্থানের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ ।

৬. অনিষ্পন্ন পেনশন কেস সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

৭. রাজস্ব খাতভূক্ত নন-ক্যাডার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্যপদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১০% সংরক্ষিত শূন্য পদের মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

৮. মহিলা কোটা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

৯. সরকারি চাকুরীর ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের চাকুরীর কোটা, মুক্তিযোদ্ধাদের ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র ও কন্যার অনুকূলে বলবৎ করা সম্পর্কীত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

১০. বিদ্যুৎ সাশ্রয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ ।

১১. সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ ।

১২. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাসিক প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

১৩. জাতীয় সংসদে ২০১৭ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তভুক্তির জন্য তথ্যাদি প্রেরণ।

১৪. ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বাজেট বক্তৃতায় অন্তভুক্তির জন্য তথ্য প্রেরণ।

১৫. PSC **এর** Joint Management committee(JMC)/Joint Review Committee (JRC) সভার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল।

১৬. জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর প্রেরণ

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

অর্থ-বছর	মোট বরাদ্দ (জিওবি)	সংশোধিত মোট বরাদ্দ (জিওবি)	মোট ব্যয় (জিওবি)	উদ্বৃত্ত (জিওবি)
২০১৬-১৭	২১১.৪৫	২০৯.৪৫	১৪৯.১৬	৬০.২৯

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

১. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক চাহিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও মতামত প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ।

২. প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত "Capacity Building of Human Resources and Petroleum Resources Management" শীর্ষক প্রকল্পের টিপিপি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠা করা ;
- নিয়মিত ওয়ার্কশপ, সেমিনারের আয়োজন ;
- হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা ;
- কর্মকর্তাদের জ্বালানি সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে স্বল্প সময়ের জন্য প্রেষণের ব্যবস্থা করা ;
- জ্বালানি ও খনিজ সেক্টরে যুগোপোযুগি বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশী/বিদেশী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;
- স্ট্যাডি ও গবেষণাধর্মী কর্মসম্পাদন ;
- নিজস্ব ভবন তৈরি করা ।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহঃ

বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস সম্পদ ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, উক্তখাতে ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩ মার্চ, ২০০৩ সালে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ পাশ হয় এবং ২৭ এপ্রিল, ২০০৪ তারিখে কমিশন কার্যকর হয়। এ আইন মোতাবেক, কমিশন চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাঁরা কমিশনের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা। আইনবলে কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকাতে অবস্থিত, তবে প্রয়োজনবোধে দেশের অন্যত্র শাখা কার্যালয় স্থাপন করার বিধান রয়েছে।

২. কমিশনের কার্যপরিধি ঃ

(ক) এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানি ব্যবহার খরচের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ;

(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন;

(গ) লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং অব্যাহতি প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পালনীয় শর্ত নির্ধারণ;

(ঘ) লাইসেন্সীর সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কীম অনুমোদন এবং এ ক্ষেত্রে তাদের চাহিদার পূর্বাভাস (load forecast) ও আর্থিক অবস্থা (financial status) বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(ঙ) এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;

(চ) গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন করা ও তার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা;

(ছ) সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ;

(জ) লাইসেন্সীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান;

(ঝ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, মজুতকরণ, বিতরণ ও সরবরাহ বিষয়ে প্রয়োজনবোধে সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;

(ঞ) লাইসেন্সীদের মধ্যে এবং লাইসেন্সদারীদের ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে আরবিট্রেশনে প্রেরণ করা;

(ট) ভোক্তা বিরোধ, অসাধু ব্যবসা বা সীমাবদ্ধ (monopoly) ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিতকরণ;

(ঠ) প্রচলিত আইন অনুযায়ী এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ করা; এবং

(ড) এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হলে এনার্জি সংক্রান্ত যে কোন আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা।

৩. কমিশনের জনবল

সরকার অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী কমিশনের মোট জনবল ৮১ জন। এর বিপরীতে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৬৭ জন।

৪. উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

৪.১. ট্যারিফ নির্ধারণঃ

কমিশন বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা/কোম্পানির পাইকারি (বাল্ক)ট্যারিফ, সঞ্চালন কোম্পানির সঞ্চালন ট্যারিফ (হুইলিং বা ট্রান্সমিশন চার্জ) এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির খুচরা (রিটেইল) ট্যারিফ নির্ধারণ করে। এছাড়া কমিশন গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানি এর সঞ্চালন ট্যারিফ

(ট্রান্সমিশন চার্জ), গ্যাস বিতরণ কোম্পানি এর বিতরণ ট্যারিফ (ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ) এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের ট্যারিফ নির্ধারণ করে। বিইআরসি আইন, ২০০৩ অনুযায়ী কমিশন ভোক্তা পর্যায়ে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ট্যারিফ নির্ধারণের কাজ শুরু করার লক্ষে সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন প্রণয়ন করছে। কমিশন ভোক্তা, লাইসেন্সী ও স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে গণশুনানির মাধ্যমে ট্যারিফ নির্ধারণ করে। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, ভোক্তার স্বার্থ, সরকার তথা জনগণের ভর্তুকি প্রদানের ক্ষমতা, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং সর্বোপরি এ সেক্টরে আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষে কমিশন এ প্রক্রিয়ায় ট্যারিফ সমন্বয় করছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ট্যারিফ বিষয়ে মোট ০৭ (সাত) টি আদেশ জারি করেছে।

৪.২ গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন ঃ

তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে দেশীয় কোম্পানিসমূহের অনুকূলে অর্থায়নের জন্য অর্থসংস্থান করা এবং জরুরী প্রয়োজনে কূপ খনন করার জন্য গ্যাসের মূল্যহার বর্ধিত গড়ে ১১.২২% বৃদ্ধির মাধ্যমে ০১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর করে কমিশন আদেশের মাধ্যমে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয়।উক্ত তহবিলে সংগৃহিত অর্থের পরিমাণ ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ১,৪৯০.০০ কোটি টাকা এবং ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ৯,১৮৫.৯৫কোটি টাকা। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা মোতাবেক উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যয় করা হয়। এ তহবিল থেকে ইতোমধ্যে ১,৩৩৯.০১কোটি টাকা ব্যয়ে ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এতে করে প্রায় দৈনিক ৭৫.১৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যোগ হয়েছে। বর্ণিত তহবিলের অর্থায়নে প্রায় ২,৯৫৭.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

৪.৩ বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড গঠনঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে উন্নয়ন কার্যক্রমে অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুৎ এর বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭% বৃদ্ধির অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর করে 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড' গঠন করে। উক্ত ফান্ডে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে সংগৃহিত অর্থের পরিমাণ ১,৩২৩.০০ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থ-বছর পর্যন্ত সর্বমোট ৫,৯৬২.৫৪ কোটি টাকা। কমিশন কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড সম্পর্কিত রেগুলেটরি গাইডলাইন্স, ২০১২ (১০ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে সংশোধিত) মোতাবেক এ ফান্ডের অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে। উক্ত রেগুলেটরি গাইডলাইন্স মোতাবেক এ ফান্ডের অর্থ দ্বারা জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যাবলির আওতায় বিউবো এর মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion (BMRE) করা, গ্যাসভিত্তিক পুরাতন প্ল্যান্টের স্থলে নতুন প্ল্যান্ট স্থাপন, Least Cost ভিত্তিতে দ্রুত বিদ্যুৎ জেনারেশন বৃদ্ধি করা, গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে নতুন দক্ষ জেনারেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা এবং ন্যূনতম ১ (এক) মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রিড সংযুক্ত (Grid-tied) সৌর ও বায়ু শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। এ ফান্ডের অর্থায়নে ইতোমধ্যে বিউবো কর্তৃক বিবিয়ানায় ৩৮৩.৫১ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ২,৫০৮.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

৪.৪ জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল গঠনঃ

গ্যাসের বর্তমান মজুদ দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা বিধানকল্পে এবং জ্বালানি খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য গ্যাসের সম্পদ মূল্য বিবেচনায় গ্যাসের বর্ধিত মূল্যহার হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ থেকে কার্যকর করে কমিশন আদেশের মাধ্যমে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করা হয়। উক্ত তহবিলে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ২,৮০০.০০ কোটি টাকা সংগৃহিত হয়েছে। কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক সংগৃহিত অর্থ গ্যাস বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা রাখা হচ্ছে। কমিশন আদেশ অনুযায়ী উক্ত তহবিলের বিনিয়োগ রূপরেখা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪.৫ সচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) কর্তৃক অসচ্ছল পবিস-এ ক্রস-সাবসিডাইজেশন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার সমন্বয় করে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখে জারিকৃত বিইআরসি আদেশ নং : ২০০৮/১ এর মাধ্যমে পবিসসমূহের জন্য ক্রস-সাবসিডি তহবিল সৃষ্টির লক্ষে রেয়াতি হারে পাইকারি মূল্যহার নির্ধারণের সূচনা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কমিশন শহর এলাকায় বিতরণ কোম্পানিগুলোর পাইকারি মূল্যহার তুলনামূলকভাবে একটু বেশী এবং পল্লী এলাকাভিত্তিক কোম্পানি/সমিতির পাইকারি মূল্যহার একটু কম ধার্য করে আসছে। এর কারণে যে সমস্ত পবিস লাভ করেছে তার একটা অংশ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্রস-সাবসিডি তহবিলে জমা হয়। সচ্ছল পবিসসমূহ কর্তৃক এ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি মোতাবেক অসচ্ছল সমিতিসমূহের মধ্যে বণ্টন করা হয়। সচ্ছল সমিতিগুলো ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত ৩,৮৮৪.৮৭ কোটি টাকা টাকা এ তহবিলে যোগান দেয় এবং অসচ্ছল সমিতিগুলোকে এ অর্থ বণ্টন করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ০৯ (নয়) টি সচ্ছল সমিতি এ তহবিলে ৮৬১.৬২ কোটি টাকা যোগান দিয়েছে যা ৫৮টি অসচ্ছল সমিতির মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

৪.৬ গরীব ও নিম্নবিত্ত আবাসিক গ্রাহকদের জন্য প্রবর্তিত লাইফ-লাইন মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখাঃ

১-৫০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী আবাসিক গরীব ও প্রান্তিক ভোক্তাদের জন্য ১৩ মার্চ, ২০১৪ তারিখ জারিকৃত কমিশন আদেশের মাধ্যমে বিল মাস মার্চ, ২০১৪ থেকে কার্যকর করে দেশে প্রথমবারের মত লাইফ-লাইন মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো এবং ওজোপাডিকো এর ক্ষেত্রে লাইফ-লাইন মূল্যহার ৩.৩৩ টাকা/কি.ও.ঘ. এবং বাপবিবো এর ক্ষেত্রে পবিসভেদে ৩.৩৬ - ৩.৮৭ টাকা/কি.ও.ঘ.। লাইফ-লাইন গরীব ও প্রান্তিক ভোক্তাদের সক্ষমতা ও ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনা করে ২৭ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে জারিকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশে লাইফ-লাইন মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বাপবিবো/পবিস এবং অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের মধ্যে লাইফ-লাইন মূল্যহারের ভিন্নতা সম্পর্কে কমিশন অবহিত এবং আগামীতে এ মূল্যহারের সমতা আনয়নের বিষয়টি কমিশন সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।

৪.৭ সারাদেশে আবাসিক শ্রেণির প্রথম ধাপ (১-৭৫ ইউনিট) মূল্যহারে সমতা আনয়নঃ

২৭ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে জারিকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশের মাধ্যমে বিল মাস সেপ্টেম্বর, ২০১৫ থেকে সারাদেশের আবাসিক শ্রেণির মূল্যহারে সমতা আনয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্বে আবাসিক শ্রেণির প্রথম ধাপে বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো এবং ওজোপাডিকো এর ক্ষেত্রে মূল্যহার ছিল ৩.৩৩ টাকা/কি.ও.ঘ. এবং বাপবিবো ক্ষেত্রে পবিসভেদে ৩.৩৬ - ৩.৮৭ টাকা/কি.ও.ঘ.। ২৭ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে জারিকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশের মাধ্যমে সারাদেশের জন্য আবাসিক শ্রেণির প্রথম ধাপের মূল্যহার ৩.৮০ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪.৮ সারাদেশে সেচ শ্রেণির মূল্যহারে সমতা আনয়নঃ

২৭ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে জারিকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশের মাধ্যমে বিল মাস সেপ্টেম্বর, ২০১৫ থেকে সারাদেশের সেচ শ্রেণির মূল্যহারে সমতা আনয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্বে সেচ শ্রেণির ক্ষেত্রে বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো এবং ওজোপাডিকো এর মূল্যহার ছিল ২.৫১ টাকা/কি.ও.ঘ. এবং বাপবিবো ক্ষেত্রে পবিসভেদে ৩.৩৯ - ৩.৯৬ টাকা/কি.ও.ঘ.। ২৭ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে জারিকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশের মাধ্যমে সারাদেশের জন্য সেচ শ্রেণির মূল্যহার ৩.৮২ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪.৯ ২৩০ কেভি লেভেলে খুচরা মূল্যহার নির্ধারণঃ

ভোক্তাদের চাহিদা এবং বিউবো এর আবেদনের প্রেক্ষাপটে ২৭ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে জারিকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশের মাধ্যমে বিল মাস সেপ্টেম্বর, ২০১৫ থেকে বিউবো এর বিতরণ অঞ্চলসমূহের জন্য অতি-উচ্চচাপ সাধারণ ব্যবহার (২৩০ কেভি) নামে একটি নতুন গ্রাহকশ্রেণি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৩২ কেভি ছিল সর্বোচ্চ লেভেলের গ্রাহক শ্রেণি।

৪.১০ বেঞ্চমার্ক প্রাইসিংঃ

'বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি অংশগ্রহণ বৃদ্ধির নীতিমালা, ২০০৮' এর আওতায় বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জন্য ফার্নেস অয়েল, দ্বৈত জ্বালানি (গ্যাস ও ফার্নেস অয়েল), গ্যাস এবং কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যকমিশন বেঞ্চমার্ক প্রাইসিং পদ্ধতি চালু করেছে। বেঞ্চমার্ক প্রাইসিং এর মাধ্যমে আগ্রহী বিনিয়োগকারীগণ বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করার পূর্বেই ইনডিকেটিভ প্রাইস (indicative price) জানতে পারবে যা দ্বারা তাদের বিনিয়োগ ঝুঁকিমুক্ত কিনা তা যাচাই করতে পারবে ।

৪.১১ কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদানঃ

দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান ও গ্রামীণ অর্থনীতির কথা বিবেচনা করে কমিশন ট্যারিফ আদেশে কৃষি খাতকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে আসছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিল্প ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কমিশন সবসময়ই শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ট্যারিফ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করে আসছে।

৪.১২ এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

এনার্জি অডিটের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারের সঠিক চিত্র সংগ্রহ, অপচয় রোধ এবং দক্ষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানো সম্ভব বলে কমিশন মনে করে। এ লক্ষে কমিশন জ্বালানি বা এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম চালমান রেখেছে। বিইআরসি কর্তক প্রণীত ছকে এনার্জি অডিট সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রেরণের জন্য বিভিন্ন কোম্পানিকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। বিউবো'র তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইতোমধ্যে বিইআরসি প্রদত্ত ছকে এনার্জি অডিট সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রেরণ করেছে। ইউএসএইড (USAID) এর অর্থায়নে পাওয়ার প্লান্টের এনার্জি অডিট এবং ডেভেলপমেন্ট ম্যানুয়্যাল (Energy Audit Manual) প্রণয়নের জন্য ইতোমধ্যে কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা হয়েছে।

৪.১৩ সিস্টেম লস হ্রাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিঃ

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমের পাশাপাশি কমিশনের রেগুলেটরি কার্যক্রমের ফলে বিদ্যুৎ খাতে সিস্টেম লস লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ-বছরে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস ছিল ১৪.৩৩%। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে এ লস ১০.০৬% এ হ্রাস পেয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ-বছরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লস ছিল ৩.২৩%। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে এ লস ২.৭৫% এ হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস একক ডিজিটে হ্রাস করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ট্যারিফ নির্ধারণের সময় যৌক্তিক পর্যায়ে সিস্টেম লস বিবেচনা করা হয় যাতে ভোক্তার ওপর অহেতুক সিস্টেম লসের বোঝা না বর্তায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কমিশন রেগুলেটরি কার্যক্রম জারি রেখেছে। লাইসেন্স প্রদানের সময় সকল সিম্পল পাওয়ার প্ল্যান্টকে কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে রূপান্তরিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে ৫০% দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

৪.১৪ বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম ঃ

প্রচলিত আদালতে বাইরে এনার্জি (বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম) সেক্টরে লাইসেন্সদারীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভব যেকোন বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব বিইআরসি'র। Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, ২০১৪ সরকারি গেজেটে প্রকাশের পর থেকে কমিশন এনার্জি সেক্টরে উদ্ভূত বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তি করে আসছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে কমিশনে বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন সংখ্যা ৬১টি, তন্মধ্যে নিষ্পত্তিকৃত বিরোধের সংখ্যা ৮টি। বাকী বিরোধগুলি নিষ্পত্তির বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

৪.১৫ ভোক্তার অভিযোগ নিষ্পত্তিঃ

ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ করা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। ভোক্তা অভিযোগের বিষয়টি কমিশন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে তা নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। কমিশনে 'কঞ্জ্যুমার অ্যাফেয়ার্স' নামে আলাদা একটি বিভাগও রয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ এর ৫৪ ধারায় ভোক্তা অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা আছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে কমিশন ১৪টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করেছে।

৪.১৬ ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আউটরীচ কর্মসূচি ঃ

এ কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ভোক্তা, সেবাদানকারী সংস্থা ও প্রশাসনের মাঝে একটি সেতুবন্ধন গড়ে তোলা এবং উদ্ভূত সমস্যার সুরাহায় সকল পক্ষের মধ্যে একটি অর্থবহ সংলাপের আবহ সৃষ্টি করা। এ পর্যন্ত কমিশন হতে ১৮টি আউটরীচ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪.১৭ লাইসেন্সিং ঃ

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে কমিশন বিদ্যুৎ খাতে ২৯৩টি, গ্যাস খাতে ১৩৬টি ও পেট্রোলিয়াম খাতে ২৭১টি লাইসেন্স ইস্যু করেছে।

৪.১৮ অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালুকরণ ঃ

সকল বিদ্যুৎ লাইসেন্সদারীদের জন্য কমিশন অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে। উক্ত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে বিউবো, পিজিসিবি, বাপবিবো/পবিস, ডিপিডিসি, ডেসকো এবং ওজোপাডিকো-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সকল বিদ্যুৎ ইউটিলিটিতে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি কম্পিউটারাইজড করার জন্য কমিশনের তরফ থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ কাজটি করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষে খসড়া EOI, TOR and RFQ তৈরী করা হয়েছে।

৪.১৯ ফিড-ইন-ট্যারিফ ও কো-জেনারেশন প্রবিধানমালা প্রণয়ন ঃ

নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে এনার্জি আহরণে বিনিয়োগ আকর্ষণ ও ত্বরান্বিত করার লক্ষে ফিড-ইন-ট্যারিফ রেগুলেশন খসড়া করার কাজ কমিশন হাতে নিয়েছে। বিইআরসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং The Asia Foundation এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU) অনুযায়ী বায়ু ভিত্তিক এবং ইউটিলিটি ও রুফ টপ স্কেলে সোলার পিভি ভিত্তিক ফিড-ইন ট্যারিফ নির্ধারণের নিমিত্ত ভারতের Idam Infrastructure Advisory Private Limited কর্তৃক সমন্বিত আকারে Lmov 'Bangladesh Energy Regulatory Commission (Feed in Tariff for Wind and Solar Electricity) Regulations, ২০১৫' প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত খসড়া প্রবিধানমালাটি বিইআরসি আইন, ২০০৩ অনুযায়ী চূড়ান্ত করতঃ সরকারি গেজেটে প্রকাশের কাজ চলমান রয়েছে।

এছাড়াও কমিশন শিল্প/কলকারখানায় অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার হ্রাস করে ওয়েস্ট হিট ও ওয়েস্ট ষ্টীমসহ অন্যান্য এনার্জি/বাই প্রোডাক্ট ব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষে কো-জেনারেশণ রেগুলেশন এর খসড়া প্রস্তুতের কাজ হাতে নিয়েছে। এটি শিল্প ক্ষেত্রে জ্বালানি ব্যবহার থেকে ওয়েস্ট এনার্জি/বাই-প্রোডাক্ট সংগ্রহ করে তার পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন শিল্প/কলকারখানা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৪.২০ রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট নিরূপণের অভিন্ন ফরম্যাট প্রণয়নঃ

বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বাল্ক, সঞ্চালন, এবং বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ পরিবর্তনের যথার্থ ও যথাযথ আবেদন সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সদারী কর্তৃক কমিশনে দাখিল নিশ্চিতকরণ এবং অভিন্ন ফরম্যাটে রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট নিরূপণপূর্বক তা ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদনের সাথে দাখিল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বাল্ক, সঞ্চালন, এবং বিতরণ (খুচরা) পর্যায়ে ট্যারিফ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট নিরূপণের ফরম্যাট নির্ধারণপূর্বক বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট নিরূপণ অভিন্ন ফরম্যাট (বিদ্যুৎ) আদেশ, ২০১৬ চূড়ান্ত করেছে।

৪.২১ এ বিধানমালা প্রণয়নঃ

'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩' এর ধারা-৫৯ অনুযায়ী কমিশন এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। কমিশন অদ্যাবধি সরকারি গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে ১০টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করেছে এবং ১২টি প্রবিধানমালার খসড়া প্রস্তুত করেছে।

৪.২২ বিভিন্ন সভাঃ

৪.২২.১ কমিশন সভা ঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ এর আওতায় কমিশনের নীতি নির্ধারণী বিষয়ে কমিশনের কোরামের মাধ্যমে কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিইআরসি আইনের ১২(৪) ধারা অনুসারে ০৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কমিশনের কোরাম হয়ে থাকে। উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা আছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে কমিশনে ২৩টি কমিশন সভা ও ৫টি বিশেষ কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪.২২.২ উন্মুক্ত সভা ঃ

কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করার নিমিত্ত উন্মুক্ত সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন প্রবিধানমালা, কোড্স ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নসহ লাইসেন্স ইস্যু সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ে থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে কমিশনে ৩টি উন্মুক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪.২২.৩ গণশুনানি ঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির সাথে আলোচনার মাধ্যমে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কমিশনের সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন সকল পক্ষের বক্তব্য শোনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্টেক হোল্ডারদের কমিশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় কমিশন ভোক্তাগণের প্রতিনিধির মতামত বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে।

জ্বালানির মূল্যহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভোক্তা প্রতিনিধির মতামত ছাড়া কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। ভোক্তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কমিশন গণশুনানির বিজ্ঞপ্তি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করে।

৫. ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের নিরীক্ষিত হিসাব ঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মোট ২৬,৩৪,৬৮,১২৩.৪২ টাকা আয় করেছে এবং একই সময়ে অর্থ বিভাগের মনিটরিং বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটের বিপরীতে মোট ৯,৯৪,৪৭,০১৮ টাকা ব্যয় করেছে।

৬. উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ ঃ

কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Power Cell এর মাধ্যমে Rural Electrification and Renewable Energy Development II (RERED II) প্রকল্পের অংশ বিশেষ বিইআরসিতে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য USAID এর অর্থায়নে Catalizing Clean Energy in Bangladesh (CCEB) নামে একটি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে।

৭. নিজস্ব ভবন নির্মাণ ও টেস্টিং ইন্সটিটিউট স্থাপন ঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমিতে (আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার প্লট নং-এফ-৪/সি এর ০.২৪৫ একর বা ১৪.৭ কাঠা) নিজস্ব ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত চাহিদা

স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত চাহিদার ভিত্তিতে স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নকশার ভিত্তিতে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিতব্য ভবনের ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয় চলমান রয়েছে।

দেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের উৎপাদন, বিতরণ ও ব্যবহার পর্যায়ে ব্যবহৃত Tools and Equipments এর Standardization নির্ধারণ করা কমিশনের দায়িত্ব। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের Up-stream এবং down stream এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও ব্যবহার পর্যায়ে System loss কমিয়ে আনা সম্ভব। চাহিদাকৃত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের অধিকাংশ বেসরকারি উদ্যোগে আমদানি হচ্ছে। আমদানিকৃত এ সকল সামগ্রীর মান যথাযথ কিনা এবং যন্ত্রপাতিসমূহের মান নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণে বিইআরসি'র অধীনে টেস্টিং ল্যাবরেটরী/টেস্টিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য কমিশনের অনুকূলে একটি প্লট বরাদ্দ প্রদানের জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ

বিইআরসিকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য কমিশন কর্তৃক এর মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণকে আরো অর্থবহ ও কার্যকর করার লক্ষে একটি সুষম পরিকল্পনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের বার্ষিক অন্তত ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ কাল অতিবাহিত করার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।

৯. পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদনের সময় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া ওয়েভার লাইসেন্স প্রাপ্তি পত্রে ধোঁয়া (Smoke) ও শব্দ দূষণের মাত্রা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রাখার শর্ত আরোপ করা হচ্ছে।

১০. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

- গ্রিড কোড বাস্তবায়ন।
- ডিস্ট্রিবিউশন কোড বাস্তবায়ন।
- লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সের আওতায় আনা।
- ডাটাবেইজ হালনাগাদ।
- অনলাইন লাইসেন্সীং ও তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করা।
- ট্যারিফ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে E-Docketing সফ্টওয়্যার বাস্তবায়ন।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা চালুকরণ।
- প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো অনুমোদনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ যোগাযোগ স্থাপন ।
- কমিশনের নিজস্ব জায়গায় পরিবেশ বান্ধব স্থাপত্যের প্রধান কার্যালয় ও ল্যাব স্থাপন ।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

ভূমিকাঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিএমডি সরকারের একটি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের আলোকে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের (তেল,গ্যাস এবং সাধারণবালু ব্যতীত) অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়। বিএমডি উক্ত অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা কার্যক্রমের তদারকি, সার্বিক ব্যবস্থাপনা, রয়্যালটি ধার্য ও আদায় করে থাকে।

প্রধান কার্যাবলিঃ

(ক) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজসমৃদ্ধ এলাকার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(খ) লাইসেন্স/ইজারার আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষণ।

(গ) আগ্রহী প্রার্থীর অনুকূলে লাইসেন্স/ইজারা মঞ্জুর করা।

(ঘ) মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স/ইজারার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(ঙ) খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বিধিবিধান প্রতিপালন সম্পর্কে তদন্ত করা।

(চ) বিধিবিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ছ) দেশের খনিজ সম্পদ, তার ব্যবহার ও রপ্তানির (যদি থাকে) রেকর্ড সংরক্ষণ।

(জ) খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ প্রদান।

(ঝ) খনিজের রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

জনবল কাঠামোঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা	মন্তব্য
১	মহাপরিচালক	০১	-	শূন্য পদসমূহে দ্রুততম সময়ে নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
২	পরিচালক	০১	০১	
৩	পরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	-	
৪	উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)	০১	-	
৫	উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	০১	
৬	সহকারী পরিচালক	০১	০১	
৭	সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	০১	০১	
৮	সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	০১	০১	
৯	সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	০১	-	
১০	সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল)	০১	-	
১১	তত্ত্বাবধায়ক	০১	-	
১২	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	
১৩	হিসাবরক্ষক	০১	-	
১৪	উচ্চমান সহকারী	০১	০১	

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা	মন্তব্য
১৫	ড্রাফটসম্যান	০১	-	
১৬	সার্ভেয়ার	০১	-	
১৭	ল্যাব এসিস্ট্যান্ট/টেকনিশিয়ান	০১	-	
১৮	অফিস সহকারী- কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৫	-	
১৯	কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ	০৩	-	
২০	ড্রাইভার	০২	-	
২১	এম.এল.এস.এস	০২	০২	
২২	জারিকারক	০১	-	
২৩	এম.এল.এস.এস/ফিল্ডম্যান	০৫	-	
২৪	নিরাপত্তা কর্মী	০২	-	
২৫	সুইপার/ক্লিনার	০১	-	
	মোট:	৩৮	০৯	

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ইজারা প্রদান, রাজস্ব আয় এবং সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম শতভাগ অর্জন করেছে। এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে । বাংলা গভ: নেট প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সার্ভার এর মাধ্যমে এ ব্যুরোর WAN/LAN সংযোগ স্থাপন করে সকল কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের মধ্যে কাগজ বিহীন অফিস বাস্তবায়নের জন্য ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন বর্তমান সরকারের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার জন্য ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ এর মধ্যে ই-ফাইল বাস্তবায়নের বিষয়টি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প এটুআই এর সার্বিক সহযোগিতায় এটি বিএমডিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রি. তারিখ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। দর্শনার্থী ও সেবা প্রত্যাশীদের জন্য অপেক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী অবৈধ কোয়ারি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় অবৈধভাবে উত্তোলিত/মজুদকৃত ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) ঘনফুট পাথর জব্দ করা হয়েছে এবং হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় অবৈধভাবে উত্তোলিত/মজুদকৃত সিলিকাবালু জব্দ এবং উন্মুক্ত নিলামে বিক্রয় করে মোট ৪,৫৫,০০০/-(চার লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) অনুসন্ধান লাইসেন্স ও ইজারাগ্রহীতাদের নিকট হতে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ মোতাবেক সরকারি রাজস্ব হিসেবে রয়্যালটি, ভ্যাট, বার্ষিক ফি ইত্যাদি আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে। সরকারের নির্দেশনা অনুসারে বিএমডি'র রাজস্ব আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থ-বছর পর্যন্ত বিগত ৮ বছরে মোট রাজস্ব আয় ছিল ৩৯.৭২ কোটি টাকা । অপরদিকে অর্থ-বছর ২০০৯-২০১০ ও পরবর্তী ৭ বছরে মোট রাজস্ব আয় হচ্ছে ২৯৯.৮৪ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র মোট ব্যয় আয়ের ০.৯৯ শতাংশ মাত্র।

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

ব্যুরোর কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। নিয়োগ বিধিমালা মোতাবেক জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করে খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, যথাযথ রাজস্ব আদায় ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিৎ করা। অনুমোদনহীন বা অবৈধভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন/আহরণের বিরুদ্ধে দ্রুত অভিযান পরিচালনা এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ। সেবাসমূহকে অধিকতর সেবামুখী, জনবান্ধব, সহজ ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, কোয়ারি ও খনি ইজারা প্রদান প্রক্রিয়া ই-সার্ভিসে রূপান্তরকরণ।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

(১) বিস্ফোরক পরিদপ্তরের পরিচিতি, কার্যাবলি ও জনবল কাঠামো

বিস্ফোরক পরিদপ্তর (Department of Explosives) বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, প্রজ্বলনীয় পদার্থ, উচ্চচাপ সম্পন্ন গ্যাস পাইপ লাইন, সিলিন্ডার, এবং গ্যাসাধার সংক্রান্ত সৃষ্ট ক্ষতিকর ঘটনা ও প্রভাব প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সৃজিত বাংলাদেশ সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ দপ্তর।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর। এ দপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ ইহার আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ দেশের বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট এবং বরিশালে আছে। বিস্ফোরক পরিদর্শক প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান।

উদ্দেশ্য:

বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন, আমদানি, মজুদ, পরিবহণ/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন, জাতীয় সম্পদ ও পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণই বিস্ফোরক পরিদপ্তরের উদ্দেশ্য।

কার্যাবলি :

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত আইনসমূহের প্রয়োগের দায়িত্ব এ দপ্তরের উপর অর্পন করা হয়েছে :

(১)	বিস্ফোরক অ্যাক্ট, ১৮৮৪	
(২)	বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪	১ এর আওতায় প্রণীত
(৩)	গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১	
(৪)	গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫	
(৫)	এলপি গ্যাস বিধিমালা, ২০০৪	
(৬)	সিএনজি বিধিমালা, ২০০৫	
(৭)	পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬	
(৮)	পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭	৭ এর আওতায় প্রণীত
(৯)	কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩	
(১০)	প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১	

অধিকন্তু, এ দপ্তর ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য অ্যাক্ট ও ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন মামলার বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষা এবং বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান এবং ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন কতিপয় লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান করে।

কাজের বর্ণনা:

(১) বিস্ফোরক প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, খালি বা ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানির লাইসেন্স/পারমিট/অনাপত্তিপত্র মঞ্জুর।

(২) লে-আউট, ডিজাইন, নির্মাণ পান অনুমোদন, বিস্ফোরক উৎপাদন কারখানা, বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহন যান, আতশবাজি প্রদর্শনী, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিযাম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস সার্ভিস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও এসিটিলিন প্রস্তুত প্ল্যান্টের লে-আউট, ডিজাইন, নির্মাণ পদ্ধতি অনুমোদন প্রদান।

(৩) বিস্ফোরক উৎপাদন কারখানা, বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহন যান, আতশবাজি প্রদর্শনী, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস সার্ভিস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও এসিটিলিন প্রস্তুত প্ল্যান্টের লাইসেন্স প্রদান।

(৪) প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইনের ডিজাইন, নির্মাণ, পথ নকশা অনুমোদন এবং নিশ্ছিদ্রতা পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান।

(৫) সিলিন্ডার পরীক্ষণ কেন্দ্র, পর্যায়বৃত্ত পরীক্ষণের মেয়াদ এবং সিলিন্ডার পরীক্ষণের অনুমোদনকরণ;

(৬) সমুদ্রগামী জাহাজের পেট্রোলিয়াম পরিবাহী ট্যাংকসমূহে মানুষ প্রবেশ ও অগ্নিময় কার্যের উপযোগিতা যাচাই করণার্থে গ্যাস ফ্রি পরীক্ষণ করিয়া সনদ প্রদান।

(৭) এ দপ্তর প্রশাসিত বিধিমালার আওতাভুক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন সংঘটিত দুর্ঘটনার তদন্ত ও কারণ অনুসন্ধান।

(৮) মহামান্য আদালতের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃক প্রেরিত কোন বোমা/বিস্ফোরক জাতীয় আলামত বিশেষণ ও পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

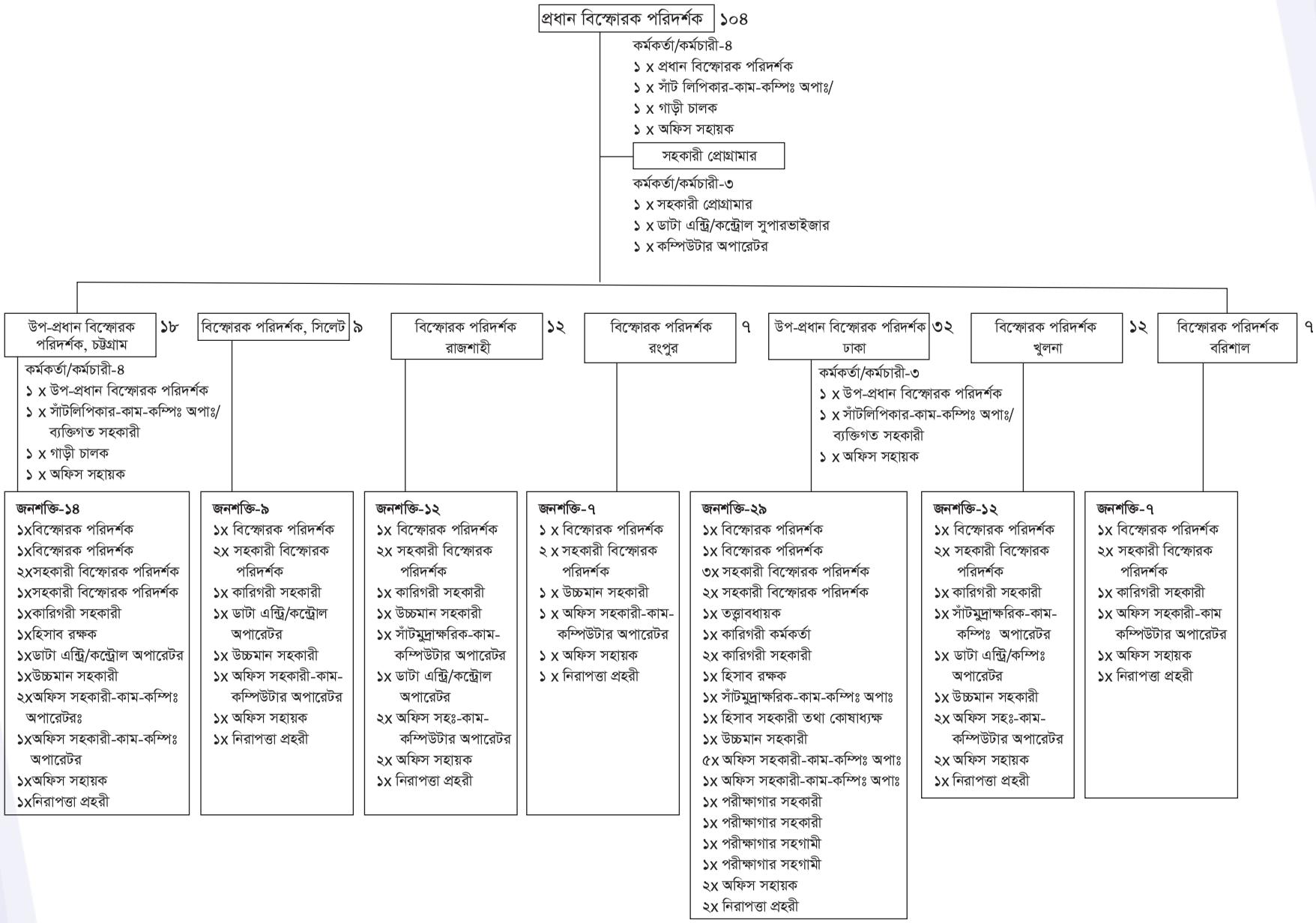

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	সংখ্যা
	১ম শ্রেণী		
০১	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক	৪	১
০২	উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক	৫	২
০৩	বিস্ফোরক পরিদর্শক	৬	৯
০৪	সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	৯	১৮
	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	১
	২য় শ্রেণী		
০৫	কারিগরী কর্মকর্তা	১০	১
	৩য় শ্রেণী		
০৬	তত্ত্বাবধায়ক	১১	১
০৭	কারিগরী সহকারী	১২	৭
০৮	হিসাবরক্ষক	১১	২
০৯	ডাটা এন্ট্রি/কন্টোল সুপারভাইজার	১১	১
১০	কম্পিউটার অপারেটর	১৩	১
১১	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর/ব্যক্তিগত সহকারী	১৩	৩
১২	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৪	৩
১৩	হিসাব সহকারী তথা কোষাধ্যক্ষ	১৪	১
১৪	উচ্চমান সহকারী	১৪	৬
১৫	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১৪	৪
১৬	অফিস সহঃ-কাম-কম্পিঃ অপাঃ	১৬	১৬
১৭	পরীক্ষাগার সহকারী	১৬	২
১৮	গাড়ী চালক	১৫	২
	৪র্থ শ্রেণী		
১৯	পরীক্ষাগার সহগামী	২০	২
২০	অফিস সহায়ক	২০	১৩
২১	নিরাপত্তা প্রহরী	২০	৮
			১০৪

বিস্ফোরক পরিদপ্তরে প্রস্তাবিত যানবাহন, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির বিবরণ

যানবাহন/ সরঞ্জাম/ যন্ত্রপাতি	সদর দপ্তর, ঢাকা	চট্টগ্রাম অফিস	খুলনা অফিস	রাজশাহী অফিস	সিলেট অফিস	বরিশাল অফিস	রংপুর অফিস
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
যানবাহন	বিদ্যমান: ১টি কার, প্রস্তাবিত: ১টি জীপ	বিদ্যমান: ১টি মাইক্রোবাস প্রস্তাবিত: ১টি জীপপ্রস্তাবিত : ১টি জীপ	-	বিদ্যমান: ১টি মোটর সাইকেল	-	-	-
সরঞ্জাম	বিদ্যমান: ৩টি কম্পিউটার, ১টি ফটোকপিয়ার, ১টি সাইক্লোস্টাইল মেশিন, ২টি এয়ারকুলার, ১টি ফ্যাক্স প্রস্তাবিত:১২টি কম্পিউটার, ১০টি প্রিন্টার, ১টি ফটোকপিয়ার, ১টি এয়ারকুলার, ১টি স্ক্যানার	বিদ্যমান: ১টি কম্পিউটার প্রস্তাবিত: ৯টি কম্পিউটার, ৮টি প্রিন্টার, ১টি ফ্যাক্স, ১টি স্ক্যানার	বিদ্যমান: ১টি কম্পিউটার প্রস্তাবিত: ৫টি কম্পিউটার, ৫টি প্রিন্টার	বিদ্যমান: ১টি কম্পিউটার প্রস্তাবিত: ৪টি কম্পিউটার, ৪টি প্রিন্টার	বিদ্যমান: ১টি কম্পিউটার প্রস্তাবিত: ২টি কম্পিউটার, ২টি প্রিন্টার	প্রস্তাবিত: ৩টি কম্পিউটার, ৩টি প্রিন্টার	প্রস্তাবিত: ৪টি কম্পিউটার , ৪টি প্রিন্টার
পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি	বিদ্যমান: ১টি এক্সপ্লোসিভস ডিটেকটর, ২টি বজ্রবহ পরীক্ষার মেগার, ২টি এক্সপ্লোসি মিটার, ২টি অক্সিজেন এনালাইজার, ১টি মেটাল ডিটেকটর, ১টি আলট্রাসনো থিকনেস গেজ, ২টি বোম্ব ক্যালরিমিটার, ১টি ওভেন, ১টি স্টীল টেবল, ১টি ফ্ল্যাস পয়েন্ট অ্যাপারেটাস,১টি ইলেকট্রিক স্টোভ, ১টি সেনসেটিভ ব্যালেন্স, ১টি ওয়াটার বাথ, ১টি জিএস বোম্ব ক্যালরিমিটার, ১টি ইউনিভার্সেল মোটর এসি/ডিসি। প্রস্তাবিত: ২টি এক্সপ্লোসি মিটার, ৩টি মেল্টিং পয়েন্ট অ্যাপারেটাস, ২টি অক্সিজেন অ্যানালাইজার, ১টি বোম্ব ক্যালরিমিটার, ১টি বোম্ব ডিটেকটর।	বিদ্যমান: ১টি বজ্রবহ পরীক্ষার মেগার, ২টি এক্সপ্লোসি মিটার, ১টি অক্সিজেন, এনালাইজার, প্রস্তাবিত: ১টি এক্সপ্লোসি মিটার, ১টি অক্সিজেন অ্যানালাইজার	বিদ্যমান: ১টি বজ্রবহ পরীক্ষার মেগার, ১টি এক্সপ্লোসি মিটার, ১টি অক্সিজেন এনালাইজার , প্রস্তাবিত: ১টি এক্সপ্লোসি মিটার, ১টি অক্সিজেন অ্যানালাইজার	বিদ্যমান: ১টি বজ্রবহ পরীক্ষা মেগার প্রস্তাবিত: ১টি এক্সপ্লোসি মিটার, ১টি অক্সিজেন অ্যানালাইজার, ১টি বজ্রবহ পরীক্ষার মেগার	প্রস্তাবিত: ১টি এক্সপ্লোসি মিটার, ১টি অক্সিজেন, এনালাইজার , ১টি বজ্রবহ পরীক্ষার মেগার	প্রস্তাবিত: ১টি এক্সপ্লোসি টার, ১টি অক্সিজেন অ্যানালাইজার, ১টি বজ্রবহ পরীক্ষার মেগার	প্রস্তাবিত: ১টি এক্সপ্লোসি মিটার, ১টি অক্সিজেন অ্যানালাই জার

(২) ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

বিস্ফোরকঃ ৫৫ মেট্রিক টন বিস্ফোরক (পাওয়ার জেল); ২৪০ মেট্রিক টন বিস্ফোরক; ২৭৮০৩৪ পিস ও ০.৪৫ কেজি ইলেকট্রিক ডেটোনেটরস; ১৩৮৭ পিস সিসমিক ডেটোনেটরস; ৯৯ ফুট, ২৮৮৩ পিস এবং ১১০.৫৬ কেজি ডেটোনেটর; ৩০৫০ কেজি ইমালশন বিস্ফোরক; ২২৭৪ পিস শ্যাপড চার্জ; ৩৭৭৪.৩ কেজি চার্জ, ২৭.০৩ কেজি এবং ২১০ পিস বুস্টার; ৩৫২ মিটার প্রিমা কর্ড; ৪৭ পিস এবং ০.৮৫ কেজি ইগনিটারস্; ০৯ পিস পেট কার্টিজ কিট; ৫০ পিস মিল ডিপস্টার এইচএমএক্স; ০২ পিস এবং ৩৯.২০ কেজি চার্জ, কুলিং টুলস্ এইচএমএক্স টাইপ; ১৫৪ পিস এবং ১০৭২.৭৬ কেজি চার্জ পাওয়ার জেট; ৭.৩৮ কেজি চার্জ এবং পাওয়ার কাটার; ১১.৪৮ কেজি এবং ৮ পিস কার্টিজ পাওয়ার সেট; ১৩৪৩ পিস এবং ০.১১৯৮ কেজি ডেটোনেটিং ফিউজ; ১৪০০ পিস/৬৭০০ কেজি ফগ মেশিন; ৭০০০ পিস/৭৮২ কেজি কনফেটি কোল্ড; ৩৮০ ফুট, ২৪০১৩৫.০৬ মিটার এবং ১০.৮৩২৮ কেজি ডেটোনেটিং কর্ড আমদানির অনুমতি/লাইসেন্স মঞ্জুর, বিস্ফোরক আমদানির জন্য ১১টি, বিস্ফোরক পরিবহনের জন্য ১২টি এবং বিস্ফোরক মজুদের জন্য ১১টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে।

গ্যাস সিলিন্ডার, সিএনজি, এলপিজি, গ্যাসাধারঃ ৩২,৮০,৬০১টি সিলিন্ডার আমদানির লাইসেন্স, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্স ৯৩৫টি ও ১২২টি গ্যাসাধার আমদানির পারমিট প্রদান করা হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম বিধিমালার অধীন মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স ও প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থঃ পেট্রোলিয়াম বিধিমালার অধীন বিভিন্ন ধরনের ৪৩৫টি লাইসেন্স এবং বাণিজ্যিকভাবে ও শিল্পে ব্যবহারের জন্য ৩২২৬টি পেট্রোলিয়ামভুক্ত প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থের অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাস পাইপ লাইনঃ পেট্রোবাংলা ও তার অধীনস্থ গ্যাস কোম্পানীর বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও ব্যাসের উচ্চ চাপ সম্পন্ন পাইপ লাইনের ক্ষেত্রে ৭৭টি গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের অনুমোদন এবং ৭১টি পাইপ লাইনের চাপ সহন ক্ষমতা ও নিশ্ছিদ্রতা পরীক্ষণ করা হয়েছে ও উক্ত পাইপ লাইনে গ্যাস পরিবহনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

বোমা জাতীয় আলামত পরীক্ষণঃ বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, ১৯০৮ ও দ্রুত বিচার আইনের অধীনে দায়েরকৃত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিকরণে পুলিশ কর্তৃক জব্দকৃত মোট ৪১৮টি বোমা জাতীয় আলামত পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ করে বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

রাজস্ব আয় ও ব্যয়ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে অত্র দপ্তর কর্তৃক ৬,৮৮,৭৬,০০০/- টাকা আয় ও ২,০৫,৩৯,৮০০/- টাকা ব্যয় হয়েছে।

(৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পণ্যের অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ব্যবসা লাইসেন্সের আওতায় আনার ফলে বিপুল পরিমাণ সরকারি রাজস্ব আদায় সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া ২০১০ সাল থেকে পেট্রোলিয়াম আইটেমসমূহের বিভিন্ন লাইসেন্সের ফি বৃদ্ধি এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে বিভিন্ন আইটেমের ফি বৃদ্ধি পাওয়ায় এ দপ্তরের রাজস্ব আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের হিসেব প্রদত্ত হলো:

অর্থ-বছর	আয়	ব্যয়
২০০৯-২০১০	১,৮০,২১,০০০/-	১,০৬,৬৯,০০০/-
২০১০-২০১১	২,৯৫,৩৫,০০০/-	১,১০,০৯,০০০/-
২০১১-২০১২	৩,৬৩,৮৫,০০০/-	৯৮,০১,০০০/-
২০১২-২০১৩	৪,০১,২১,০০০/-	১,০৮,১৮,০০০/-
২০১৩-২০১৪	৪,১৫,২৯,০০০/-	১,৪৭,৫৪,০০০/-
২০১৪-২০১৫	৫,২৭,১৫,০০০/-	১,১২,৫৬,০০০/-
২০১৫-২০১৬	৬,১৫,১২,০০০/-	১,৮২,০০,০০০/-
২০১৬-২০১৭	৬,৮৮,৭৬,০০০/-	২,০৫,৩৯,৮০০/-

(৬) মানব সম্পদ উন্নয়ন

১। দেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এ দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ:

(ক) ই-ফাইল (নথি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে TOT (Training of Trainers) প্রোগ্রাম এ অংশ গ্রহণ।

(খ) ওয়েবপোর্টাল তৈরির প্রশিক্ষণ।

(গ) ই-নথি এর উপর রিফ্রেশার্স কোর্স।

বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এ দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ:

(ক) ভারতে অনুষ্ঠিত "Executive Development Program on Mine Management Legislation and General Safety" শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।

(খ) সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত "Tradewinds Ship Recycling Forum-2017" এ অংশগ্রহণ ।

২। দেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এ দপ্তরের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:

(ক) 'Occupation Safety, Health and Environmental Management' কোর্স

(খ) 'Gas Pipeline Welding & NDT' কোর্স

(গ) Design, Construction, Operation and Maintenance of Gas Pipeline কোর্স

(ঘ) মৌলিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স।

(ঙ) কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন এন্ড ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কোর্স

(৮) ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

(১) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সিটিজেন চার্টার সময় সময় আপডেটের ব্যবস্থা করা।

(২) আইসিটি সংশ্লিষ্ট পদ সৃজন করা এবং আইসিটি পেশাজীবী দ্বারা সজ্জিত আইসিটি সেল স্থাপন।

(৩) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় দাপ্তরিকভাবে সেবাগ্রহীতাদের সেবাদানের পাশাপাশি দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথি প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য আদান-প্রদান এবং সংরক্ষণে ই-সেবা/ অনলাইন সেবা পদ্ধতির উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

LOCATION OF GAS FIELDS, LNG TERMINALS
SPM, ERL & Other Installations

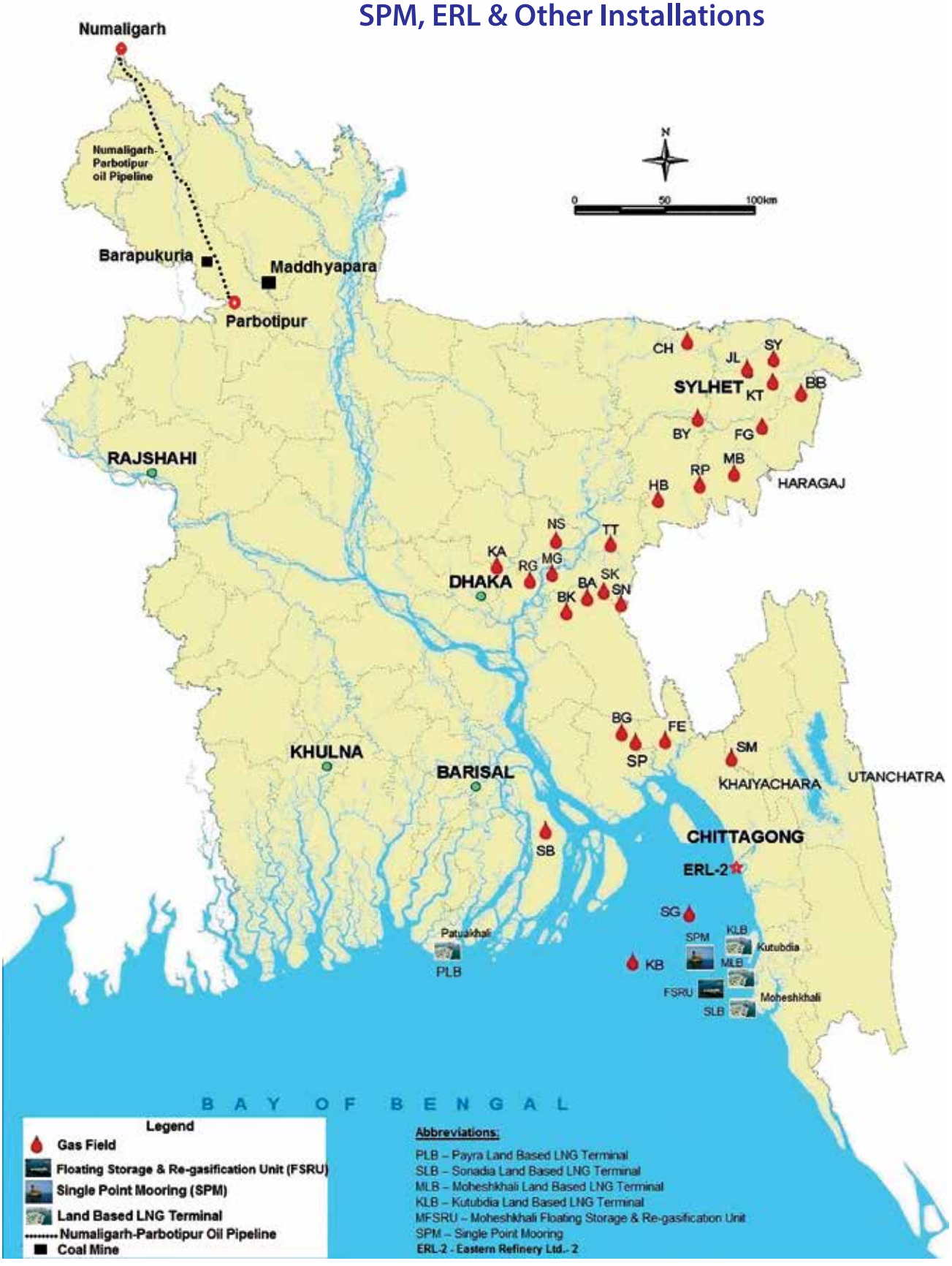

Design & Printing : Preview, 01817 574008

www.emrd.gov.bd